পরিব্রাজক

স্বামী বিবেকানন্দ

পঞ্চম সংস্করণ

পৌষ, ১৩৩৪

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পবিব্রাজকেব তৃতীব সংস্কবণ প্রকাশিত হইল। পাঠক ইহাতে পুস্তকেব কলেবর প্রায ২৬ পৃষ্ঠা বৰ্দ্ধিত দেখিযা আশ্চর্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহাদের সুপবিচিত পরিব্রাজক যে আজ নয বৎসর হইল নরলোক পরিত্যাগ কবিযা স্বধামে প্রস্থান কবিযাছেন, এ কথা তাঁহাদেব ভিতর কে না অবগত আছেন ?—আবার কেই বা না জানেন যে, তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী অসম্পূর্ণ রাখিযাই আমাদেব নিকট হইতে চলিযা গিযাছেন ? কিন্তু ঐরূপ হইলেও বিস্মিত হইবাব কারণ নাই। আমবা উদ্বোধন পত্রিকার পাঠকবর্গকে ইতিপূর্ব্বেই জানাইযাছি যে, পবিব্রাজকেব কাগজ-পত্র অনুসন্ধানেব ফলে, আমবা তাঁহাব অষ্ট্রিযা হইতে তুর্কি হইযা ইজিপ্ট প্রত্যাগমনাবধি ভ্রমণ-কাহিনী কতক সবিস্তারে এবং কতক 'ডাযেরি'র আকারে প্রাপ্ত হইযাছি। তন্মধ্যে সার্ভিযা, বুলগেরিযা, প্রভৃতি দেশেব সবিস্তার বর্ণিতাংশটি বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত এবং 'ডাযেরি'র নোটগুলি পরিশিষ্টের মধ্যে মুদ্রিত করা হইল। পুস্তকেব ঐরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্তি হইলেও মূল্য পূর্ব্ববৎই রাখা হইল। ইতি—

১৩০৮ } বশংবদ

পরিচয়

হে পাঠক! প্রাচীন পরিব্রাজক আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান। তোমারও কুলগত আতিথ্য চির-প্রথিত। অতিথি যতিকে পূর্ব্ববৎ ন্যায় সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে স্থান দিবে কি? এবার কেবল ভারতভ্রমণ নহে; পৃথিবীর নানা স্থান পর্য্যটনের অভিজ্ঞতাদানে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সে সকল কথা শুনিলে বুঝিবে, তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিসে ভারতে বর্ত্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্ব্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে—এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতিপাদবিক্ষেপের মূলে। আবার ভারতের দুর্দ্দশা কোথা হইতে আসিল, কোন্ শক্তিবলে উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা সে সুপ্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি,—এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষান্ত দেখিবে, তাহা নহে;—কিন্তু দণ্ডপরিকর যতি স্বদেশে-বিদেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয় সকলের সত্যতাও যথাসম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন,—তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধিমান্ বিদেশী তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া বলপুষ্ট হইতে চলিল;—হে স্বদেশী! তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহুশ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্য্যে পরিণত করিয়া সফলকাম হইবে? ইতি—

১লা মাঘ
১৩১২

বিনীত
সারদানন্দ

পরিব্রাজক

স্বামিজী। ওঁ নমো নারায়ণায়—"মো"কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত কোরে নিও ভায়া। আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই

ভূমিকা।

তোমায় কি হচ্ছে না হচ্ছে খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েচ, কিন্তু ঐ বাঙ্গালী "কিন্তু" বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর—কুড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বল, রোজ লিখবো মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা অনন্ত "কাল" নামক সময়েতেই থাকে; এক পাও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমার নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে কোরো যে, মহাবীরের মত বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—রাম হৃদয়ে বোলে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুঁড়েমি। কি উৎপাৎ! "ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ"—থুড়ি, হলোনা, "ক সূর্যাপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ" আর কোথা আমি দীন অতি দীন। তবে তিনি শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন,

আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ওছল পাছল কোরে, খোঁটা খুঁটি ধোরে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস রাক্ষসীর চাঁদমুখ দেখে-ছিলেন, আর আমরা রাক্ষস রাক্ষসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি। খাবার সময় সে শত ছোরার চক্‌চকানি আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে তু—ভায়ার ত আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্ত্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাচ কোরে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিক্‌নেস্ * হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েচ? তোমরা পোড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি আল্মীকি কত জান; আমাদের "গোঁসাইজী" ত কিছুই বল্‌চেন না। বোধ হয়—হয়নি, তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেই খানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু—ভায়া বল্‌চেন, জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ কোরে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্ করে পাতালমুখো হয়ে বলি রাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ

* সি-সিক্‌নেস্—জাহাজের দুলুনিতে মাথাঘোরা এবং বমনাদি হওয়ার নাম।

হয়, যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মাফ ফরমাইয়ো ভাই—ভালা লোককে কাজের ভার দিয়েচ। রাম কহো! কোথায় তোমায় সাতদিন সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ চঙ মসলা বার্ণিস থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল তাবল বক্‌চি। ফল কথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেচে, এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্য্যবোধ কোথা পাই বল। "যাঁহা কাশী, যাঁহা কাশ্মীর, যাঁহা খোরাশান গুজরাত," * আজন্ম ঘুরচি। কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্ব্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি, দেখলুম শুনলুম ডিঙ্গুলুম পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিবা পানের পিকবিচিত্রিত দেয়ালে, টিকটিকি-ইঁদুরছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে—আঁব কাঠের তক্তায় বসে, থেলো হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে,—কবি শ্যামাচরণ, হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত কোরে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেচেন,—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলে

* তুলসীদাসের দোঁহার মধ্যে এই বাক্যটি আছে।

বেলায পশ্চিমে বেড়াতে গিযেছিলেন, যেথায আকণ্ঠ আহার কোরে একঘটি জলখেলেই বস্—সব হজম, আবাব ক্ষিধে,—সেখানে শ্যামাচবণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট্ ও সুন্দব ভাব উপলব্ধি কবেচে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বৰ্দ্ধমান পৰ্য্যন্ত নাকি শুন্‌তে পাই।

তবে একান্তই তোমাদেব উপবোধ, আব আমিও যে একেবাবে "ও বসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস" নহি, সেটা প্রমাণ কব্‌বাব জন্য শ্রীদুর্গা স্মবণ কোবে আবম্ভ কবি; তোমবাও খোঁটা খুঁটি ছেড়ে দিযে শোনো—

বন্দর হ'তে নদীমুখ পর্য্যন্ত।

নদী মুখ বা বন্দব হোতে জাহাজ বাত্রে প্রায ছাড়ে না,—বিশেষ কলিকাতাব ন্যায বাণিজ্যবহুল বন্দব, আব গঙ্গাব ন্যায নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছায, ততক্ষণই আড়কাটির অধিকার, তিনিই কাপ্তেন; তাঁরই হুকুম, সমুদ্রে বা আস্‌বাব সময নদামুখ হতে বন্দরে, পৌঁছে দিযে তিনি খালাস। আমাদেব গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভব; একটি বজবজের কাছে জেম্‌স্ ও মেরি নামক চোরা বালি, দ্বিতীযটি ডাযমণ্ড হারবারের মুখে চড়া। পুরো জোযারে, দিনের বেলায, পাইলট * অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান; নতুবা

* আড়কাটি—বন্দব হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত জলেব গভীবতাদি যিনি জানেন।

নয়। কাজেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগ্‌লো।

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্ম্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোণা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর্ হর্ হর্" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরিনির্ঝরের "হর্ হর্" প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্য্যন্ত দেখেচ; কিন্তু আমাদের কর্দ্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণ-শুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ।—কুসংস্কার কি?—হবে। গঙ্গা গঙ্গা কোরে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন কোরে রাখে,

হৃষীকেশ ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার শোভা ও মাহাত্ম্য।

পালপার্ব্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় কোরে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মাল্‌টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেলবারে আমিও একটু নিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান কর্‌তাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্যজন-স্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুন্‌তাম—সেই "হর্ হর্ হর্," দেখ্‌তাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার কর্‌চেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাক্‌চেন—"হর্ হর্ হর্"!!

এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখ্‌ছি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ করিয়েচ, ভায়া। তু—ভায়া বালব্রহ্মচারী "জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা"; ছিলেন "নমো ব্রহ্মণে",

হয়েচেন “নমো নারায়ণায” (বাপ রক্ষা আছে), তাই বুঝি ভাযার হস্তে ব্রহ্মাব কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্‌নায প্রবেশ। যা হোক্, খানিক বাত্রে উঠে দেখি, মাযেব সেই বৃহৎ বদ্‌নাকাব কমণ্ডলুব মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হযে উঠেচে। সেটা ভেদ কোবে মা বেরুবার চেষ্টা কব্‌চেন। ভাবলুম সর্ব্বনাশ, এই খানেই যদি হিমাচল ভেদ, ঐবাবত ভাসান, জহ্নুব কুটীর ভাঙ্গা প্রভৃতি পর্ব্বাভিনয হয ত—গেচি। স্তব স্তুতি অনেক কব্‌লুম, মাকে অনেক বুঝিযে বল্লুম—মা। একটু থাক, কাল মান্দ্রাজে নেমে যা কববাব হয় কোবো, সেদেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায জহ্নুর কুটীব, আব ঐ যে চক্‌চকে কামান টিকিওযালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায শিলাখণ্ডে তৈযাবি, হিমাচল ত ওব কাছে মাখম, যত পাব ভেঙ্গ, এখন একটু অপেক্ষা কব। উঁহু, মা কি শোনে। তখন এক বুদ্ধি ঠাওবালুম, বল্লুম—মা দেখ ঐ যে পাগ্‌ড়ী মাথায জামাগাযে চাকবগুলি জাহাজে এদিক্ ওদিক্ কব্‌চে, ওরা হচ্চে নেড়ে—আসল গরুখেকো নেড়ে, আর ঐ যারা ঘরদোব সাফ কোবে ফিব্‌চে, ওবা হচ্চে আসল মেথর, লাল বেগের * চেলা। যদি কথা না শোনো ত

* ঐতিহাসিক ইলিযটেব মতে লালবেগীদের (ঝাড়ুদাব মেথর সম্প্রদায়বিশেষ) উপাস্য আদিপুরুষ বা কুলদেবতা লালবেগ ও

ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইচি আর কি। তাতেও যদি না শান্ত হও, তোমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ী পাঠাব; ঐ যে ঘরটি দেখ্‌চ, ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জন্মে একখানি পাথর হয়ে থাক্‌তে হবে। তখন বেটী শান্ত হয়। বলি শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চোড়ে বসেন।

কি বর্ণনা কর্‌তে কি বক্‌চি আবার দেখ! আগেই ত বোলে রেখেচি, আমার পক্ষে ওসব এক রকম অসম্ভব, তবে যদি সহ্য কর ত আবার চেষ্টা করতে পারি।

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব লোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব লোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে অহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশস্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গলা

বাঙ্গলা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

উত্তরপশ্চিমের শালগুরু (রাক্ষস অথবা কিরাত) অভিন্ন। বারাণসীবাসী লালবেগীদের মতে পীর জহবই (চিস্তিয়া সাধু সৈয়দ সাহ জুহুর) লালবেগ।

দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনা—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে শিরো-গঙ্গায় প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে, দুলচে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেচে; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময়

ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙ্গের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ? বলি, রঙ্গের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে ম'রে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গামার শোভা যা আপোর দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকচে না। রকম্ম দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইট-খোলার গর্ত্তকুল! যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করচে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা বোট; আর ঐ তাল তমাল আঁব নাচুর বঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখ্‌বে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়্‌ল। ঐ যে "দূরাদয়শ্চক্র" ফক্র "তমালতালী বনরাজি" * ইত্যাদি ও

* দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।

সব কিছু কাজের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও দেখেন নি, সমুদ্রও দেখেন নি, এই আমার ধারণা। *

এই খানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন। সর্ব্বত্র দুর্লভ হলেও "গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।" তবে এ জায়গা বলে—ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, "সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং" বোলে।

সাগর সঙ্গম।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই

আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥ —রঘুবংশ।

কাশ্মীর ভ্রমণ এবং ঐ দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া পরে স্বামিজীর এই বিষয়ে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস অনেক দিন পর্য্যন্ত কাশ্মীর দেশের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—একথা ঐ দেশের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। রঘুবংশাদি বিবৃত হিমালয় বর্ণনা কাশ্মীর খণ্ডের হিমালয়ের দৃশ্যের সহিত অনেক স্থলে মিলে। কিন্তু কালিদাস কখন সমুদ্র দেখিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই।

"গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।" * সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্ত্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কালো জলের উপর উঠ্‌চে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জ্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েচে। তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্ত্তিমান্ আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্ব্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ ঝম্ফ গুরুগর্জ্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট্ সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের

* শিবাপরাধভঞ্জন স্তোত্র—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত।

মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার-সম্মিলিত "রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্" মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল ! চমকিয়া চাহিয়া দেখি—

জাহাজ বেজায় দুলচে, আর তু—

সি-সিক্‌নেস্।

ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধোরে অন্ন-প্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটি বাঙ্গালীর ছেলে পড়্‌তে যাচ্চে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়েও খারাপ। একটি ত এমনিই ভয় পেয়েচে যে, বোধ হয়, তীরে নাম্‌তে পার্‌লে একছুটে চোঁচা দেশের দিকে দৌড়ায়। যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটি আর আমরা দুজন—ভারত-বাসী, আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি। যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু—ভায়া উদ্বোধন সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে "বর্ত্তমানভারত" প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক্ কোরে তুল্‌তেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "ভায়া, বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ ?" ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, "বড়ই শোচনীয় —বেজায় গুলিয়ে যাচ্চে"।

এতবড় পদ্মা ছেড়ে, গঙ্গার মাহাত্ম্য, হুগলি নামক

ধারায় কেন বর্ত্তমান, তাহার কারণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ কোরে বেরিয়ে গেচেন। ঐ প্রকার "টলিস নালা" নামক খালও আদি গঙ্গা হয়ে, গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কন পোতবণিক্-নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেচেন। পূর্ব্বে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ কর্‌ত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিৎ দূরেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীন কাল হতেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। ক্রমে সরস্বতীর মুখ বন্ধ হতে লাগ্‌ল। ১৫৩৭ খৃঃ ঐ মুখ এত বুজে এসেচে যে, পর্ত্তুগিজেরা আপনাদের জাহাজ আস্‌বার জন্যে কতকদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি-নগর। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সওদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়্‌বার ভয়ে ব্যাকুল, কিন্তু হলে কি হবে; মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু কোরে উঠ্‌তে পারে নি। মা গঙ্গা ক্রমশঃই বুজে আস্‌চেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদরী লিখ্‌চেন, সূতির কাছে ভাগীরথী-মুখ সে সময় বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের

হুগলি নদীর পূর্ব্বাপর অবস্থাভেদ।

হলওয়েল, মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিল না বোলে, ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখ্‌চেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জলাঙ্গী * নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার গমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা হুগলির ১ মাইল নীচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান কর্‌লে; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার আরও নীচে চন্দননগর স্থাপন কর্‌লে। জর্ম্মান অষ্টেণ্ড কোম্পানি ১৭২৩ খৃঃ অব্দে চন্দননগরের ৫ মাইল নীচে অপর পারে বাঁকীপুর নামক জায়গায় আড্ডা খুল্‌লে। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হতে ৮ মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আড্ডা কর্‌লে। তার পর ইংরাজেরা কল্‌কেতা বসালেন আরও নীচে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জায়গাই আর জাহাজ যেতে পারে না। কল্‌কেতা এখনও খোলা, তবে "পরেই বা কি হয়" এই ভাবনা সকলের।

তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি পর্য্যন্ত গঙ্গায় যে

---

* জলাঙ্গী নদী নবদ্বীপ হইতে কিছু দূরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমের পর হইতেই ভাগীরথীর নাম হুগলি হইয়াছে।

গরমিকালেও এত জল থাকে, তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটীর মধ্য দিয়া চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পাবের জমী হতে অনেক নীচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটী বসে উঁচু হয়ে উঠে, তা হলেই মুস্কিল। আর এক ভয়ের কিংবদন্তী আছে, কল্‌কাতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েচে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে নাকি ঐ রকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বার বেলায় এইটে ঘট্‌লে কি হতো তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফির্‌তেন না।

এই ত গেল উপরের কথা। নীচে মহাভয়—জেম্‌স্ আর মেরী চড়া। পূর্ব্বে দামোদর নদ কল্‌কেতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়তো, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ৬ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢাল্‌চেন, মণিকাঞ্চনযোগে তাঁরা ত হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশীকৃত

জেম্‌স্ ও মেরী চড়া।

বালি। সে স্তূপ কখন এখানে, কখন ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখনও নরম হচ্চেন। সে ভয়ের সীমা কি! দিন রাত্র তার মাপজোপ হচ্চে, একটু অন্যমনস্ক হলেই দিন কতক মাপজোপ ভুল্লেই, জাহাজের সর্ব্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উল্টে ফেলা, না হয়, সোজাসুজিই গ্রাস!! এমনও হয়েচে, মস্ত তিন-মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধ ঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুলমাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া—দামোদর-রূপনারায়ণের মুখই বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁযে তত রাজি নন, জাহাজ ষ্টীমার প্রভৃতি চাটনি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কল্‌কেতা থেকে কাউন্টি অফ ষ্টারলিং নামক এক জাহাজ ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই "খোঁজ খবর নাহি পাই।" ১৮৭৪ সালে ২৪০০ টন বোঝাই একটি ষ্টীমারের ২ মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেচি, প্রণাম করি। তু—ভায়া বল্লেন, "মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে;" আমিও "তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।" পরদিন তু—ভায়া আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মশায় তার কি হল?" সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তেই

খাবার সময তু—ভাযাকে দেখিযে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চল্‌চে। ভাযা কিছু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, “ও তো আপনি খাচ্চেন।” তখন অনেক যত্ন কোরে বোঝাতে হলো যে, কোনও গঙ্গাহীন দেশে নাকি কল্‌কেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায ; সেখায খাবার সময চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির ; আব শাশুড়ির বেজায জেদ, “আগে একটু দুধ খাও।” জামাই ঠাওবালে বুঝি দেশাচার ; দুধের বাটীতে যেই চুমুকটি দেওযা—অমনি চারিদিকে ঢাক্‌ঢোল বেজে উঠা। তখন তার শাশুড়ি আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হযে মাথায হাত দিযে আশীর্ব্বাদ কোরে বল্‌লে, “বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা,—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।” অতএব হে ভাই! আমি কল্‌কেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায পাঁটা চড়্‌চে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভাযা যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায দাঁড়াল, বোঝা গেল না।

এ জাহাজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যে সমুদ্র ডাঙ্গা থেকে চাইলে ভয় হয, যাঁর মাঝখানে আকাশটা নুয়ে এসে মিলে গেচে বোধ হয়, যাঁর গর্ভ হতে সূর্য্য মামা ধীরে ধীরে উঠেন আবার ডুবে যান, যাঁর একটু ভ্রূভঙ্গে

প্রাণ থরহরি, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাজপথ, সকলের চেয়ে সস্তা পথ। এ জাহাজ কর্‌লে কে? কেউ করেনি। অর্থাৎ, মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল কল কব্‌জা আছে, যা নইলে একদণ্ড চলে না, যার ওলট পালটে আর সব কল কারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায়; সকলে মিলে করেচে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কাজ চলে? হ্যাকচ হোঁকচ গরুর গাড়ী থেকে জয় জগন্নাথের রথ পর্য্যন্ত, সূতো-কাটা চারকা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্য্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম কর্‌লে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ সকলে মিলে করেচে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটুচে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আন্‌চে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরি হলো, ক্রমে অরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি—আমাদের চাকা। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে? তবে, এ ভারতবর্ষে যা হয়, তা থেকে যায়। তার যত উন্নতি হোক না কেন, যত পরিবর্ত্তন হোক না কেন, নীচের ধাপগুলিতে ওঠবার লোক কোথা না কোথা থেকে এসে জোটে, আর সব ধাপগুলি রয়ে যায়। একটা বাঁশের গায়ে একটা তার বেঁধে বাজনা হলো; তার, ক্রমে একটা বালাঞ্চির ছড়ি দিয়ে প্রথম বেহালা

জাহাজের ক্রমোন্নতি—উহার আদিম ও বর্ত্তমান রূপাদি।

হলো, ক্রমে কত রূপ বদল হলো, কত তার হলো, তাঁত হলো, ছড়ির নাম রূপ বদ্‌লাল, এসরাজ সারেঙ্গি হলেন। কিন্তু এখনও কি গাড়োয়ান মিঞারা ঘোড়ার গাছকতক বালাঞ্চি নিয়ে একটা ভাঁড়ের মধ্যে বাঁশের চোঙ্গ বসিয়ে ক্যাঁকোঁ কোরে, "মজওয়ার কাহারের" জাল বুনবার বৃত্তান্ত * জাহির করে না? মধ্যপ্রদেশে দেখগে, এখনও নিরেট চাকা গড়্‌গড়িয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা নিরেট বুদ্ধির পরিচয় বটে, বিশেষ এ রবর-টায়ারের দিনে।

অনেক পুরাণকালের মানুষ অর্থাৎ সত্যযুগের, যখন আপামর সাধারণ এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখান ও বাহিরে আর একখান হয় বোলে কাপড় পর্য্যন্ত পর্‌তেন না; পাছে স্বার্থপরতা আসে বোলে বিবাহ করতেন না; এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে কোঁৎকা লোড়া লুড়ির সহায়ে সর্ব্বদাই 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' বোধ করতেন; তখন জলে বিচরণ করবার জন্য তাঁরা গাছের মাঝখানটা পুড়িয়ে ফেলে অথবা দু চার খানা গুঁড়ি একত্রে বেঁধে সালতি ভেলা ইত্যাদির সৃষ্টি

---

* "মজওয়ার কাহারওয়া জাল বিনুরে।
দিন্‌কো মারে মছ্‌লি রাতকো বিনু জাল।
এয়সা দিন্‌দারি কিয়া জিউকা জঞ্জাল॥"
ইত্যাদি গানটি গাড়োয়ানরা প্রায়ই গাইয়া থাকে।

করেন। উড়িষ্যা হতে কলম্বো পর্য্যন্ত কট্টুমারণ দেখেচ ত? ভেলা কেমন সমুদ্রেও দূর দূর পর্য্যন্ত চলে যায় দেখেচ ত? উনিই হলেন—ঊর্দ্ধমূলম্।"

আর, ঐ যে বাঙ্গাল মাঝির নৌকা—যাতে চোড়ে দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাক্‌তে হয়; ঐ যে চাটগেঁয়ে মাঝি অধিষ্ঠিত বজরা—যা একটু হাওয়া উঠলেই হালে পানি পায় না এবং যাত্রীদের আপন আপন "হাব্‌তার" নাম নিতে বলে; ঐ যে পশ্চিমে ভড়—যার গায়ে নানা চিত্র বিচিত্র আঁকা পেতলের চোক দেওয়া দাঁড়ীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে, ঐ যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা (কবিকঙ্কনের মতে শ্রীমন্ত দাঁড়ের জোরেই বঙ্গোপসাগর পার হয়েছিলেন এবং গলদা চিঙড়ির গোঁপের মধ্যে পড়ে, কিস্তি বান্‌চাল হয়ে, ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিলেন; তথাহি কড়ি দেখে পুঁটিমাছ ঠাউরেছিলেন ইত্যাদি) ওরফে গঙ্গাসাগুরে ডিঙ্গি—উপরে সুন্দর ছাওয়া, নীচে বাঁশের পাটাতন, ভিতরে সারি সারি গঙ্গাজলের জালা (যাতে "মেড়ুয়া গঙ্গাসাগর" খুড়ি, তোমরা গঙ্গাসাগর যাও আর কন্‌কনে উত্তরে হাওয়ার গুঁতোয় "ডাব নারিকেল চিনির পানা" খাও না); ঐ যে পান্‌সি নৌকা, বাবুদের আপিস নিয়ে যায় আর বাড়ী আনে, বালির মাঝি যার নায়ক, বড় মজবুত, ভারি ওস্তাদ, কোন্নগরে মেঘ দেখেচে কি

কিস্তি সামলাচ্চে—এক্ষণে যা জওয়ানপুরিয়া জওয়ানের দখলে চলে যাচ্চে (যাদের বুলি—"আইলা গাইলা বানে বানি," যাদের ওপর তোমাদের মোহন্ত মহারাজের "বকাসুর" ধরে আন্‌তে হুকুম হয়েছিল, যারা ভেবেই আকুল "এ স্বামিনাথ। এ বখাসুর কঁহা মিলেব ? ই ত হাম জানব না"); ঐ যে গাধাবোট—যিনি সোজা-সুজি যেতে জানেনই না, ঐ যে হুড়ি, এক থেকে তিন মাস্তুল—লঙ্কা মালদ্বীপ বা আরব থেকে নারকেল, খেজুর, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি বোঝাই হয়ে আসে; আর কত বল্‌ব, ওরা সব—হলেন "অধঃশাখা প্রশাখা।"

পালভরে জাহাজ চালান একটি আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। হাওয়া যে দিকে হউক না কেন, জাহাজ আপনার গম্যস্থানে পৌঁছিবেই পৌঁছিবে। তবে হাওয়া বিপক্ষ হলে একটু দেরি। পালওয়ালা জাহাজ কেমন দেখ্‌তে সুন্দর, দূরে বোধ হয়, যেন বহু পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষিরাজ আকাশ থেকে নাম্‌চেন। পালের জাহাজ কিন্তু সোজা চল্‌তে বড় পারেন না; হাওয়া একটু বিপক্ষ হলেই এঁকে বেঁকে চল্‌তে হয়; তবে হাওয়া একেবারে বন্ধ হলেই মুস্কিল—পাখা গুটিয়ে বসে থাক্‌তে হয়। মহা-বিষুব-রেখার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে এখনও মাঝে মাঝে এইরূপ হয়। এখন

পাল-জাহাজ ষ্টিমার ও যুদ্ধজাহাজ।

পাল-জাহাজেও কাঠ কাঠরা কম, তিনিও লৌহনির্ম্মিত। পাল-জাহাজের কাপ্তানি করা বা মালাগির করা ষ্টিমার অপেক্ষা অনেক শক্ত, এবং পাল-জাহাজে অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে, ভাল কাপ্তান কখনও হয় না। প্রতি পদে হাওয়া চেনা, অনেক দূর থেকে সঙ্কট জায়গার জন্য হুঁসিয়ার হওয়া, ষ্টিমার অপেক্ষা এ দুটি জিনিস পালজাহাজে অত্যাবশ্যক। ষ্টিমার অনেকটা হাতের মধ্যে, কল মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্ধ করা যায়। সামনে পেছনে আশে পাশে যেমন ইচ্ছা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরান যায়। পাল-জাহাজ হাওয়ার হাতে। পাল খুলতে বন্ধ কর্‌তে হাল ফেরাতে ফেরাতে হয়ত জাহাজ চড়ায় লেগে যেতে পারে, ডুবো পাহাড়ের উপর চড়ে যেতে পারে, অথবা অন্য জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগ্‌তে পারে। এখন আর যাত্রী বড় পাল-জাহাজে যায় না, কুলী ছাড়া। পাল-জাহাজ প্রায় মাল নিয়ে যায়, তাও নুন প্রভৃতি খেলো মাল। ছোট ছোট পাল-জাহাজ, যেমন হুড়ি প্রভৃতি, কিনারায় বাণিজ্য করে। সুয়েজ-খালের মধ্য দিয়া টান্‌বার জন্য ষ্টিমার ভাড়া কোরে হাজার হাজার টাকা টেক্স দিয়ে পাল-জাহাজের পোষায় না। পাল-জাহাজ আফ্রিকা ঘুরে ছ মাসে ইংলণ্ডে যায়। পাল-জাহাজের এই সকল বাধার জন্য তখনকার জল-যুদ্ধ সঙ্কটের ছিল। একটু হাওয়ার

এদিক ওদিক, একটু সমুদ্র-স্রোতের এদিক্ ওদিকে হার জিত হয়ে যেত। আবার সে সকল জাহাজ কাঠের ছিল। যুদ্ধের সময় ক্রমাগত আগুন লাগ্‌তে। আর সে আগুন নিবুতে হোতো। সে জাহাজের গঠনও আর এক রকমের ছিল। একদিক্ ছিল চেপ্‌টা, আর অনেক উঁচু, পাঁচ-তলা ছ-তলা। যেদিক্‌টা চেপ্‌টা, তারই উপর তলায় একটা কাঠের বারান্দা বার করা থাক্‌ত। তারি সামনে কমাণ্ডারের ঘর বৈঠক। আশে পাশে অফিসারদের। তার পর একটা মস্ত ছাত—উপর খোলা। ছাতের ওপাশে আবার দু চারটি ঘর। নীচের তলায়ও ঐ রকম ঢাকা দালান, তার নীচেও দালান; তার নীচে দালান এবং মাল্লাদের শোবার স্থান, খাবার স্থান ইত্যাদি। প্রত্যেক তলার দালানের দুপাশে তোপ বসান, সারি সারি ছ্যাদের গায়ে কাটা, তার মধ্য দিয়ে তোপের মুখ—দু পাশে রাশীকৃত গোলা (আর যুদ্ধের সময় বারুদের থলে)। তখনকার যুদ্ধ-জাহাজের প্রত্যেক তলাই বড় নীচু ছিল, মাথা হেঁট কোরে চল্‌তে হোতো। তখন নৌ-যোদ্ধা যোগাড় কর্‌তেও অনেক কষ্ট পেতে হোতো। সরকারের হুকুম ছিল যে, যেখান থেকে পার, ধরে, বেঁধে, ভুলিয়ে, লোক নিয়ে যাও। মায়ের কাছ থেকে ছেলে, স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী, জোর কোরে ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। একবার

জাহাজে তুল্‌তে পার্‌লে হয়, তার পর—বেচারা কখন হয়ত জাহাজে চড়েনি—একেবারে হুকুম হোতো, মাস্তুলে ওঠ্‌। ভয় পেয়ে হুকুম না শুন্‌লেই চাবুক। কতক মরেও যেতো। আইন কর্‌লেন আমীরেরা, দেশ দেশান্তরের বাণিজ্য, লুটপাট, রাজত্বভোগ কর্‌বেন তাঁরা, আর গরীবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা চিরকাল এ পৃথিবীতে হবে আস্‌চে!! এখন ওসব আইন নেই, এখন আর "প্রেস গ্যাঙ্গের" নামে চাষা ভূষোর হৃৎকম্প হয় না। এখন খুসীর সওদা; তবে অনেক গুলি চোর ছ্যাচড়, ছোঁড়াকে জেলে না দিয়ে এই যুদ্ধ-জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম শেখানো হয়।

বাষ্পবল এ সমস্তই বদ্‌লে ফেলেচে। এখন 'পাল' —জাহাজে অনাবশ্যক বাহার। হাওয়ার সহায়তার উপর নির্ভর বড়ই অল্প। ঝড় ঝাপ্‌টার ভয়ও অনেক কম। কেবল, জাহাজ না পাহাড় পর্ব্বতে ধাক্কা খায়, এই বাঁচাতে হয়। যুদ্ধজাহাজ ত একেবারে পূর্ব্বের অবস্থার সঙ্গে বেল্‌কুল পৃথক্‌। দেখে ত জাহাজ বোলে মনেই হয় না। এক একটি, ছোট বড় ভাসন্ত লোহার কেল্লা। তোপও সংখ্যায় অনেক কমে গেচে। তবে এখানকার কলের তোপের কাছে সে প্রাচীন তোপ ছেলেখেলা বই ত নয়। আর এ যুদ্ধ-জাহাজের বেগই বা কি! সব চেয়ে ছোটগুলি "টরপিডো" ছুড়িবার

জন্য, তার চেয়ে একটু বডগুলি শত্রুর বাণিজ্যপোত দখল করতে, আর বড বড়গুলি হচ্চেন বিরাট্ যুদ্ধের আয়োজন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্সের সিভিল ওয়ারের সময়, ঐক্যরাজ্যপক্ষেরা একখান কাঠের জঙ্গি জাহাজের গায় কতকগুলো লোহার রেল, সারি সারি বেঁধে ছেয়ে দিয়েছিল। বিপক্ষের গোলা, তার গায়ে লেগে, ফিরে যেতে লাগলো, জাহাজের কিছুই বড় করতে পাল্লে না। তখন মতলব করে, জাহাজের গা লোহা দিয়ে যোড়া হতে লাগলো, যাতে দুষমনের গোলা কাষ্ঠ-ভেদ না করে। এদিকে জাহাজি তোপেরও তালিম বাড়তে চল্লো—তা-বড তা-বড তোপ ; তোপ যাতে আর হাতে সরাতে, হটাতে, ঠাস্তে, ছুঁডতে হয় না—সব কলে হয়। পাঁচ শ লোকে যাকে একটুকুও হেলাতে পারে না, এমন তোপ, এখন একটা ছোটো ছেলে কল টিপে যে দিকে ইচ্ছে মুখ ফেরাচ্চে, নাবাচ্চে, ও ঠাস্‌চে, ভর্‌চে, আওয়াজ কর্‌চে—আবার তাও চকিতের ন্যায়! যেমন লোহার ছাল জাহাজের মোটা হতে লাগলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বজ্রভেদী তোপেরও সৃষ্টি হতে চল্লো। এখন জাহাজখানি ইস্পাতের ছাল-ওয়ালা কেল্লা, আর তোপগুলি যমের ছোট ভাই।

যুদ্ধজাহাজের ক্রমোন্নতি।

এক গোলার ঘায়ে, যত বড় জাহাজই হন্ না, ফেটে চুটে চৌচাক্‌লা! তবে এই "লুযার বাসর ঘর," যা লকিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবেনি; এবং যা, "সাতালী পর্ব্বতের" ওপর না দাঁড়িয়ে সত্তর হাজার পাহাড়ে ঢেউযের মাথায় নেচে নেচে বেড়ায়, ইনিও 'টরপিডোর' ভযে অস্থির। তিনি হচ্চেন কতকটা চুরুটের চেহারা একটি নল; তাঁকে তিগ্ করে ছেড়ে দিলে, তিনি জলের মধ্যে মাছের মত ডুবে ডুবে চলে যান। তারপর, যেখানে লাগবার, সেখানে ধাক্কা যেই লাগা, অমনি তার মধ্যের রাশীকৃত মহাবিস্তারশীল পদার্থ সকলের বিকট আওযাজ ও বিস্ফারণ, সঙ্গে সঙ্গে যে জাহাজের নীচে এই কীর্ত্তিটা হয, তাঁর 'পুনর্মূষিকো ভব', অর্থাৎ লোহত্বে ও কাটকুটত্বে কতক এবং বাকীটা ধূমত্বে ও অগ্নিত্বে পরিণমন! মনিষ্যিগুলো, যারা এই টরপিডো ফাটবার মুখে পড়ে যায, তাদেরও যা খুঁজে পাওয়া যায, তা প্রায "কিমা"তে পরিণত অবস্থায়! এই সকল জঙ্গি জাহাজ তৈযার হওযা অবধি, জলযুদ্ধ আর বেশী হতে হয না। দু একটা লড়াই, আর একটা বড় জঙ্গি ফতে বা একদম হার। তবে এই রকম জাহাজ নিয়ে, লড়াই হবার পূর্ব্বে, লোকে যেমন ভাবতো যে, দু পক্ষের কেউ বাঁচবে না, আর একদম্ সব উড়ে পুড়ে যাবে, তত কিছু হয় না।

অধিক কল-কব্জার উপকারিতা।

ময়দানি জঙ্গের সময়, তোপ বন্দুক থেকে উভয় পক্ষের উপর যে মুষলধারা গোলাগুলি সম্পাত হয়, তার এক হিস্সে যদি লক্ষ্যে লাগে ত, উভয় পক্ষের ফৌজ মরে দু মিনিটে খুন্ হয়ে যায়। সেই প্রকার, দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের গোলা, যদি ৫০০ আওয়াজের একটা লাগতো ত, উভয় পক্ষের জাহাজের নাম নিশানাও থাক্তো না। আশ্চর্য্য এই যে, যত তোপ বন্দুক উৎকর্ষ লাভ কর্‌চে, বন্দুকের যত ওজন হাল্‌কা হচ্চে, যত নালের কিরকিরার পরিপাটী হচ্চে, যত পাল্লা বেড়ে যাচ্চে, যত ভরবার ঠাস্‌বার কল কব্জা হচ্চে, যত তাড়াতাড়ি আওয়াজ হচ্চে, ততই যেন গুলি ব্যর্থ হচ্চে! পুরাণো ঢঙ্গের পাঁচ হাত লম্বা তোড়াদার জজেল, যাকে দোঠেঙ্গো কাঠের উপর রেখে, তাগ করতে হয়, এবং ফুঁ ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়, তাই-সহায় বারাখজাই, আফ্রিদ আদ্‌মি, অব্যর্থসন্ধান—আর আধুনিক সুশিক্ষিত ফৌজ, নানা-কল-কারখানা বিশিষ্ট বন্দুক হাতে, মিনিটে ১৫০ আওয়াজ কোরে খালি হাওয়া গরম করে! অল্প স্বল্প কল কব্জা ভাল। বেশী কল কব্জা মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি করে, জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর,

সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে—এক এক দলে এক একটা জিনিষের এক এক টুকরোই গড়চে। পিনের মাথাই গড়চে, সুতোর যোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগুপেছুই কচ্চে, আজন্ম। ফল, ঐ কাজটিও খোয়ান, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মত এক ঘেয়ে কাজ কোর্‌তে কোর্‌তে, জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুলমাষ্টারি, কেরাণী-গিরি কোরে, ঐ জন্যই হস্তিমূর্খ জড়পিণ্ড তৈয়ারী হয়।

যাত্রী জাহাজ।

বাণিজ্য যাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙ্গের। যদিও কোন কোন বাণিজ্য-জাহাজ এমন ঢঙ্গে তৈয়ার যে, লড়ায়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু চারটা তোপ বসিয়ে, অন্যান্য নিরস্ত্র পণ্যপোতকে তাড়া হুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়; তথাপি সাধারণতঃ সমস্তগুলিই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাৎ। এ সকল জাহাজ প্রায়ই এখন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানী ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বল্লেই হয়। আমাদের দেশের ও ইউরোপের বাণিজ্যে পি এণ্ড ও কোম্পানি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী; তারপর, বি, আই, এস, এন্ কোম্পানি; আরও অনেক কোম্পানি আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম ফরাসী, অষ্ট্রিয়া লয়েড, জর্ম্মান লয়েড এবং ইতালিয়ান রুবাটিনো

কোম্পানি প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি এণ্ড ও কোম্পানি যাত্রী জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী, লোকের এই ধারণা। মেসাজারির ভক্ষ্য ভোজ্যের বড়ই পারিপাট্য।

এবার আমরা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানিই প্লেগের ভয়ে কালা আদ্‌মি নেওয়া বন্ধ কোরে দিয়েছিল। এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, যে কোন কালা আদমি এমিগ্রাণ্ট আফিসের সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্চি, কেউ আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা কুলি কর্‌বার জন্য নিয়ে যাচ্চে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠচে, অর্থাৎ যে কেউ "নেটিভ" বাহিরে যাচ্চে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নেটিভ। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব এক জাত—"নেটিভ"। কুলির আইন, কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল "নেটিভের" জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার! একক্ষণের জন্যও তোমার

"নেটিভ্।"

কৃপায় সব "নেটিভের" সঙ্গে সমত্ব বোধ কল্লেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায়, আমি ত চোরের দায়ে ধরা পড়েচি। এখন সকল জাতির মুখে শুনচি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা! তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য! আর শুনি, ওঁরা আর ইংরাজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমি নন্। এ দেশে দয়া কোরে এসেচেন; ইংরাজের মত। আর বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্ত্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পর্দা ইত্যাদি ইত্যাদি ওসব ওঁদের ধর্ম্মে আদৌ নাই। ও সব ঐ কায়েৎ কায়েতের বাপ দাদা করেচে। আর ওঁদের ধর্ম্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্ম্মের মত। ওঁদের বাপ দাদা ঠিক ইংরেজদের মত ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল! এখন এসনা এগিয়ে? সব "নেটিভ" সরকার বল্‌ছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁচ কম বেশী বোঝা যায় না; সরকার বল্‌ছেন,—সব "নেটিভ"। সেজে গুজে বসে থাক্‌লে কি হবে বল? ও টুপি টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেসে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার

চোট্‌টা বেশী বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরাজরাজ! তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ ত হয়েচেই, আরও হোক, আরও হোক্। কপনি, ধুতির টুক্‌রো পোরে বাঁচি। তোমার কৃপায়, শুধু পায়ে শুধু মাথায় হিল্লি দিল্লি যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি চাল ছাড়লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় কোরে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, কোর্‌তেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ,—পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কাব্‌লা! "সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত"। ধন্য ইংরাজ সরকার! তোমার "তকৎ তাজ অচল রাজধানী" হউক। আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোক্‌বা মাত্রই বল্লে "ও চেহারা এখানে চল্‌বে না"। মনে কর্‌লুম, বুঝি পাগড়ি মাথায় গেরুয়া রঙ্গের বিচিত্র ধোক্‌ড়া মত্ত গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরাজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস্ একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা, সে বুঝিয়ে দিলে

যে, বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বল্‌বে না, কিন্তু ইউরোপি পোষাক পর্‌লেই মুস্কিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধর্‌লুম। ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, "অমুক জিনিষটা দাও ;" বল্‌লে "নেই।" "ঐ যে রয়েচে"। "ওহে বাপু, সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।" "কেন হে বাপু" ? "তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।" তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগতে লাগলো। যাক্ বাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশী ইত্যাদি—বলে "ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। তার মাইনে চোদ্দ সিকে॥" একটা ডোম বল্‌ত, "আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে ? আমরা হচ্চি ডমৃমৃমৃ!" কিন্তু মজাটি দেখচ ? জাতের বেশী বিটলামিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সেইখানে !

• বাষ্পপোত বায়ুপোত অপেক্ষা অনেক বড় হয়। যে সকল বাষ্পপোত আটলান্টিক পারাপার করে, তার

এক একখান আমাদের এই "গোলকোণ্ডা" * জাহাজের ঠিক দেড়া। যে জাহাজে কোরে জাপান হতে পাসিফিক্ পার হওয়া গিয়েছিল, তাও ভারি বড় ছিল। খুব বড় জাহাজের মধ্যখানে প্রথম শ্রেণী, দুপাশে খানিকটা জায়গা, তারপর দ্বিতীয় শ্রেণী ও "ষ্টীয়ারেজ" এদিক ওদিকে। আর এক সীমায় খালাসীদের ও চাকরদের স্থান। 'ষ্টীয়ারেজ' যেন তৃতীয় শ্রেণী; তাতে খুব গরীব লোকে যায়, যারা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ করতে যাচ্চে। তাদের থাকবার স্থান অতি সামান্য এবং হাতে হাতে আহার দেয়। যে সকল জাহাজ হিন্দুস্থান ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে, তাহাদের ষ্টীয়ারেজ নাই, তবে ডেক্‌যাত্রী আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে খোলা জায়গা, সেই স্থানটায় তারা বসে শুয়ে যায়। তা দূর দূরের যাত্রায় ত একটিও দেখ্‌লুম না। কেবল ১৮৯২ খৃঃ অব্দে চীন দেশে যাবার সময় বম্বে থেকে কতকগুলি চীনে লোক বরাবর হংকং পর্য্যন্ত ডেকে গিয়েছিল।

আরোহীদিগের শ্রেণীবিভাগ।

ঝড় ঝাপট্ হলেই ডেকযাত্রীর বড় কষ্ট, আর কতক

---

* বি, আই, এস্, এন্ কোংর একখানি জাহাজের নাম। ঐ জাহাজে স্বামিজী দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন।

কষ্ট যখন বন্দরে মাল নাবায়। এক উপরে "হরিকেন" ডেক ছাড়া সব ডেকের মধ্যে একটা করে মস্ত চৌকা কাটা আছে, তারই মধ্য দিয়ে মাল নাবায় এবং তোলে। সেই সময় ডেকযাত্রীদের একটু কষ্ট হয়। নতুবা কলিকাতা হতে সুয়েজ পর্য্যন্ত এবং গরমের দিনে ইউরোপেও, ডেকে বড় আরাম। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা, তাঁদের সাজান গুজান কামরার মধ্যে গরমের চোটে তরলমূর্ত্তি ধরবার চেষ্টা করছেন, তখন ডেক যেন স্বর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণী এসব জাহাজের বড়ই খারাপ। কেবল এক নূতন জর্ম্মান লায়েড কোম্পানি হয়েছে, জর্ম্মানির বের্গেন নামক সহর হতে অষ্ট্রেলিয়ায় যায়, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী বড় সুন্দর, এমন কি হরিকেন ডেকে পর্য্যন্ত ঘর আছে এবং খাওয়া-দাওয়া প্রায় গোলকোণ্ডার প্রথম শ্রেণীর মত। সে লাইন কলম্বো ছুঁয়ে যায়। এ গোলকোণ্ডা জাহাজে হরিকেন ডেকের উপর কেবল দুটি ঘর আছে, একটি এ পাশে একটি ও পাশে। একটিতে থাকেন ডাক্তার, আর একটি আমাদের দিয়েছিল। কিন্তু গরমের ভয়ে আমরা নীচের তলায় পালিয়ে এলুম। ঐ ঘরটি জাহাজের ইঞ্জিনের উপর। জাহাজ লোহার হলেও যাত্রীদের কামরাগুলি কাঠের, ওপর নীচে, সে কাঠের

গোলকোণ্ডা জাহাজ

দেয়ালে বায়ুসঞ্চারের জন্য অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। দেযালগুলিতে "আইভরি পেণ্ট" লাগান; এক একটি ঘরে তার জন্য প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড খরচ পড়েছে। ঘরের মধ্যে একখানি ছোট কার্পেট পাতা। একটি দেযালের গায় দুটি খুরোহীন লোহার খাটিয়ার মত এঁটে দেওযা, একটির উপব আর একটি। অপর দেওযালেও ঐ রকম একখানি। দরজার ঠিক উল্টা দিকে মুখ হাত ধোবার জাযগা, তার উপর এক খান আরসি, দুটো বোতল, খাবার জলের দুটো গ্লাস। ফি বিছানার গাযের দিকে একটি কোরে জাল্‌তি পেতলের ফ্রেমে লাগান। ঐ জালতি ফ্রেম সহিত দেওযালের গায়ে লেগে যায আবার টানলে নেবে আসে। রাত্রে যাত্রীদের ঘড়ী প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিষ পত্র তাইতে রেখে শোয। নীচের বিছানার নীচে সিন্দুক প্যাঁটরা রাখ্‌বার জাযগা। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাবও ঐ, তবে স্থান সংকীর্ণ ও জিনিষপত্র খেলো। জাহাজি কারবারটা প্রায ইংরেজের একচেটে। সে জন্য অন্যান্য জাতেরা যে সকল জাহাজ করেচে, তাতেও ইংরাজযাত্রী অনেক বোলে, খাওয়াদাওয়া অনেকটা ইংরেজদের মত করতে হয়। সময়ও ইংরাজি-রকম কোরে আন্‌তে হয। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মানিতে, রুশিযাতে খাওযাদাওয়ায় এবং সময়ে, অনেক পার্থক্য আছে। যেমন আমাদের

ভারতবর্ষে বাঙ্গালায়, হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাতে, মান্দ্রাজে তফাৎ। কিন্তু এ সকল পার্থক্য জাহাজেতে অল্প দেখা যায়। ইংরাজিভাষী যাত্রীর সংখ্যাধিক্যে ইংরেজি-ঢঙ্গে সব গড়ে যাচ্ছে।

বাষ্পপোতে সর্ব্বেসর্ব্বা—কর্ত্তা হচ্ছেন "কাপ্তেন"। পূর্ব্বে "হাই সিতে" * কাপ্তেন জাহাজে রাজত্ব কর্‌তেন, কাউকে সাজা দিতেন, ডাকাত ধরে ফাঁসি দিতেন, ইত্যাদি। এখন অত নাই, তবে তাঁর হুকুমই আইন—জাহাজে। তাঁর নীচে চারজন "অফিসার" বা (দিশি নাম) "মালিম" তারপর চার পাঁচ জন ইঞ্জিনয়র। তাদের যে "চিফ" তার পদ অফিসারের সমান, সে প্রথম শ্রেণীতে খেতে পায়। আর আছে চার পাঁচ জন "সুকানি" যারা হাল ধরে থাকে পালাক্রমে; এরাও ইউরোপী। বাকী সমস্ত চাকরবাকর, খালাসি, কয়লাওয়ালা—হচ্ছে দেশী লোক, সকলেই মুসলমান। হিন্দু কেবল বোম্বায়ের তরফে দেখেছিলুম, পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে। চাকররা এবং খালাসিরা কলকাতার; কয়লাওয়ালারা পূর্ব্ব বঙ্গের; রাঁধুনিরাও পূর্ব্ব বঙ্গের ক্যাথলিক

জাহাজের কর্ম্মচারিগণ।

* সমুদ্রের যেখানে কোন দিকের কূল কিনারা দেখা যায় না, অথবা যেখান হইতে নিকটবর্ত্তী উপকূল দুই তিন দিনের পথ।

ক্রিশ্চিয়ান। আর আছে চার জন মেথর। কামরা হতে ময়লা জল সাফ প্রভৃতি মেথররা করে, স্নানের বন্দোবস্ত করে, আর পাইখানা প্রভৃতি দুরস্ত রাখে। মুসলমান চাকর, খালাসিরা, ক্রিশ্চানের রান্না খায় না, তাতে আবার জাহাজে প্রত্যহ শোর ত আছেই। তবে অনেকটা আড়াল দিয়ে কাজ সারে।

মুসলমান ও হিন্দুদিগের আচার রক্ষা।

জাহাজের রান্নাঘরে তৈয়ারী রুটি প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে খায়, এবং যে সকল কলকেত্তাই চাকর নযা রোস্নি পেয়েচে, তারা আড়ালে খাওয়াদাওয়া বিচার করে না। লোকজনদের তিনটা "মেস" আছে। একটা চাকরদের, একটা খালাসিদের, একটা কয়লাওয়ালাদের, একজন কোরে "ভাণ্ডারী" অর্থাৎ রাঁধুনী আর একটি চাকর কোম্পানি ফি মেসকে দেয়। ফি মেসের একটা রাঁধবার স্থান আছে। কল্‌কাতা থেকে কতক হিঁদু ডেকযাত্রী কলম্বোয় যাচ্ছিল; তারা ঐ ঘরে চাকরদের রান্না হয়ে গেলে রেঁধে খেত। চাকরবাকররা জলও নিজেরা তুলে খায়। ফি ডেকে দেয়ালের গায় দুপাশে দুটি "পম্প"; একটি নোনা, একটি মিঠে জলের, সেখান হতে মিঠে জল তুলে মুসলমানেরা ব্যবহার করে। যে সকল হিঁদুর কলের জলে আপত্তি নাই, খাওয়াদাওয়ার সম্পূর্ণ বিচার রক্ষা কোরে এই সকল

জাহাজে বিলাত প্রভৃতি দেশে যাওয়া তাদের অত্যন্ত সোজা। রান্নাঘর পাওয়া যায়, কারুর ছোঁয়া জল খেতে হয় না, স্নানের পর্য্যন্ত জল অন্য কোন জাতের ছোঁবার আবশ্যক নাই, চাল, ডাল, শাক, পাত, মাছ, দুধ, ঘি সমস্তই জাহাজে পাওয়া যায়, বিশেষ এই সকল জাহাজে দেশী লোক সমস্ত কাজ করে বলে ডাল, চাল, মূলো, কপি, আলু প্রভৃতি রোজ রোজ তাদের বার করে দিতে হয়। এক কথা—"পয়সা"। পয়সা থাকলে একলাই সম্পূর্ণ আচার রক্ষা কোরে যাওয়া যায়।

এই সকল বাঙ্গালা লোক জন প্রায় আজ কাল সব জাহাজে—যেগুলি কলকাতা হতে ইউরোপে যায়।

বাঙ্গালী খালাসি।

এদের ক্রমে একটা জাত সৃষ্টি হচ্চে; কতকগুলি জাহাজী পারিভাষিক শব্দেরও সৃষ্টি হচ্চে। কাপ্তেনকে এরা বলে—"বাড়ীওয়ালা", অফিসার—"মালিম", মাস্তুল—"ডোল", পাল—"সড়", নামাও—"আরিয়া", ওঠাও—"হাবিস" (heave) ইত্যাদি।

খালাসিদের এবং কয়লাওয়ালাদের একজন কোরে সর্দার আছে, তার নাম "সারঙ্গ", তার নীচে দুই তিন জন "টিণ্ডাল", তারপর খালাসি বা কয়লাওয়ালা।

খানসামাদের (boy) কর্তার নাম "বট্‌লার"

(butler); তার ওপর একজন গোরা—"ষ্টুয়ার্ড" খালাসিরা জাহাজ ধোওয়া পোঁছা, কাছি ফেলা তোলা, নৌকা নামান ওঠান, পাল তোলা পালা নামান (যদিও বাষ্পপোতে ইহা কদাপি হয) ইত্যাদি কাজ করে। সারঙ্গ ও টিণ্ডেলরা সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরচে, এবং কাজ কবচে। কয়লাওয়ালা এঞ্জিন ঘরে আগুন ঠিক রাখ্‌চে; তাদের কাজ দিন রাত আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর এঞ্জিন ধুযে পুঁছে সাফ্ রাখা। সে বিরাট্ এঞ্জিন, আর তার শাখা প্রশাখা সাফ রাখা কি সোজা কাজ? "সারঙ্গ" এবং তার "ভাই" আসিষ্টাণ্ট সারঙ্গ কল্‌কাতার লোক, বাঙ্গলা কয, অনেকটা ভদ্রলোকের মত; লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে; স্কুলে পড়েছিল; ইংরাজিও কয—কাজ চালানো। সারেঙ্গের তের বছরের ছেলে কাপ্তেনের চাকর—দরজায থাকে—আরদালি। এই সকল বাঙ্গালী খালাসি, কয়লাওয়ালা, খানসামা, প্রভৃতির কাজ দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হযে আস্‌চে, কেমন সবলশরীর হযেচে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত। সে নেটিভি পা-চাটা ভাব মেথরগুলোরও নেই,—কি পরিবর্ত্তন!

দেশী মাল্লারা কাজ করে ভাল, মুখে কথাটি নাই, আবার সিকি খানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে

অসন্তুষ্ট ; বিশেষ, অনেক গোরার অন্ন যাচ্চে দেখে, খুসী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গাম তোলে। আর ত কিছু বল্‌বার নেই ; কাজে গোরার চেয়ে চটুপটে। তবে বলে, ঝড় ঝাপ্‌টা হলে, জাহাজ বিপদে পড়্‌লে, এদের সাহস থাকে না। হরিবোল হরি! কাজে দেখা যাচ্চে—ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো ভয়ে, মদ খেয়ে, জড় হয়ে, নিকর্ম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসি এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্য্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায় নি। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায়? তবে নেতা চাই। জেনেরেল ষ্ট্রঙ্‌ নামক এক ইংরাজ বন্ধু সিপাহী-হাঙ্গামার সময় এদেশে ছিলেন। তিনি গদরের গল্প অনেক কর্‌তেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল যে, সিপাহীদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন কোরে হেরে মলো কেন? জবাব দিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সেগুলো অনেক পেছনে থেকে "মারো বাহাদুর" "লড়ো বাহাদুর" কোরে চেঁচাচ্ছিল ; আফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে? সকল

গোরা খালাসি অপেক্ষা দক্ষ।

নেতা বা সরদার কে হতে পারে।

কাজেই এই। "শিবদার ত সবদার"; মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই, তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না।

ভারতের উচ্চ বর্ণেরা মৃত, নীচ বর্ণেরাই যথার্থ জীবিত।

আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন রাতই কর, আর যতই কেন আমরা "ডম্‌ম্‌" বলে ডম্ফই কর, তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের "চলমান শ্মশান" বলে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঘৃণা করেচেন, ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর "চলমান শ্মশান" হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার মিউসিয়ম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখ্‌লেও বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনচি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম্। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা, তোমারা—ভারতের উচ্চ বর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লঙ্‌ লুঙ্‌ লিট্‌ সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমান কালে, তোমাদের দেখ্‌চি বলে, যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতা জনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরী কচ্চ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংস-

হীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েচে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরাজরাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—তাতে পেয়েচে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েচে অদ্ভুত সদাচার

ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবন কোথা হইতে আসিবে।

বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! —এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হযে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কাণ খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অম্‌নি শুন্‌বে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে"।*

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্চে। এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িযে পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি করে নিয়েচেন। সে জমি আমাদের বাঙ্গলা দেশ। বাঙ্গলা দেশ আর বড় এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদরবন পর্য্যন্ত। কেউ বলেন সোঁদরবন পূর্ব্বে গ্রাম-নগর-ময় ছিল, উচ্চ ছিল। অনেকে এখন ও কথা মান্‌তে চায না। যাহোক ঐ সোঁদরবনের মধ্যে আর বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে

বঙ্গোপসাগর।

* গুরুই ধন্য হউন, গুরুই জয়যুক্ত হউন। উহা পঞ্জাব প্রদেশের শিখ সম্প্রদায়ের উৎসাহবাক্য এবং রণসঙ্কেত।

অনেক কারখানা হয়ে গেচে। এই সকল স্থানেই পর্ত্তুগিজ বম্বেটেদের আড্ডা হয়েছিল; আরাকান রাজের, এই সকল স্থান অধিকারের, বহু চেষ্টা, মোগল প্রতিনিধির, গঞ্জালেজ প্রমুখ পর্ত্তুগিজ বম্বেটেদের শাসিত করবার নানা উদ্যোগ; বারম্বার ক্রিশ্চিয়ান, মোগল, মগ, বাঙ্গালির যুদ্ধ।

একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার এই বর্ষাকালে, মৌসুমের সময়, জাহাজ খুব হেল্‌তে দুল্‌তে যাচ্চেন। তবে এইত আরম্ভ, পরে বা কি আছে। যাচ্চি মান্দ্রাজ। এই দাক্ষিণাত্যের বেশী ভাগই এখন মান্দ্রাজ। জমিতে কি হয়? ভাগ্যবানের হাতে পড়ে মরুভূমিও স্বর্গ হয়। নগণ্য ক্ষুদ্র মান্দ্রাজ শহর যার নাম চিন্নাপট্টনম্‌, অথবা মান্দ্রাসপট্টনম্‌, চন্দ্রগিরি রাজা একদল বণিককে বেচেছিল। তখন ইংরেজের ব্যবসা "জাভায়।"

দক্ষিণী ঢং।

বান্তাম শহর ইংরাজদিগের আসিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্র। "মান্দ্রাজ" প্রভৃতি ইংরাজি কোম্পানির ভারতবর্ষের সব বাণিজ্যস্থান "বান্তামের" দ্বারা পরিচালিত। সে বান্তাম কোথায়? আর সে মান্দ্রাজ কি হয়ে দাঁড়াল! শুধু "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" নয় হে ভায়া; পেছনে, "মায়ের বল"। তবে উদ্যোগী পুরুষকেই মা বল দেন—এ কথাও মানি। মান্দ্রাজ মনে পড়লে

থাঁটি দক্ষিণ দেশ মনে পড়ে। যদিও কল্‌কেতার জগন্নাথের ঘাটেই দক্ষিণ দেশের আমেজ পাওয়া যায় (সেই থর-কামান মাথা, ঝুঁটি বাঁধা, কপালে অনেক চিত্র বিচিত্র, শুঁড়-ওল্‌টানো চটীজুতো, যাতে কেবল পায়ের অঙ্গুলটি ঢোকে, আর নস্যদরবিগলিত নাসা, ছেলে পুলের সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপা লাগাতে মজবুত) উড়ে বামন দেখে গুজরাতি বামন, কালো কুচকুচে দেশস্থ বামুন, ধপধপে ফরসা বেড়ালচোখো চৌকা-মাথা কোকনস্থ বামুন, যদিও ইহাদের সকলের এক প্রকার বেশ, সকলেই দক্ষিণী বলে পরিচিত, কিন্তু ঠিক দক্ষিণী ঢং মান্দ্রাজিতে। সে রামানুজী তিলক-পরিব্যাপ্ত ললাট-মণ্ডল—দূর থেকে, যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়িতে চুণ মাখিয়ে পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েচে (যে রামানুজী তিলকের সাগ্‌রেদ রামানন্দী তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে "তিলক তিলক সব কোই কহে পর রামানন্দী তিলক, দিখত গঙ্গা-পারসে যম গৌদারক খিড়ক।" আমাদের দেশের চৈতন্যসম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোঁসাই দেখে, মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল—এ মান্দ্রাজি তিলক দেখে চিতে বাঘ গাছে চড়ে!), সে তামিল তেলেগু মলয়ালম্ বুলি —যা ছয় বৎসর শুনেও এক বর্ণ বোঝবার যো নাই, যাতে দুনিয়ার রকমারি "ল"কার ও "ড"কারের

কারখানা, সেই "মড়গ্‌তন্নির রসম্" * সহিত ভাত "সাপড়ন"—যার এক এক গরসে বুক ধড়্‌ফড়্‌ কোরে ওঠে (এমনি ঝাল আর তেঁতুল!), সে "মিঠে নিমের পাতা, ছোলার দাল, মুগের দাল" ফোড়ন, দধ্যোদন ইত্যাদি ভোজন; আর সে রেড়ির তেল মেখে স্নান, রেড়ির তেলে মাছ ভাজা,—এ না হলে, কি দক্ষিণ মুলুক হয়?

দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মগৌরব।

আবার, এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজাদের সময় এবং তার কত দিনের আগে থেকেও, হিন্দু ধর্ম্ম বাঁচিয়ে রেখেচে। এই দক্ষিণ মুলুকেই—সামনে টিকি, নারকেল-তেল-খেকো জাতে,—শঙ্করাচার্য্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই—মধ্বমুনির জন্মভূমি। এঁদেরই পায়ের নীচে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম। তোমাদের চৈতন্যসম্প্রদায় এই মধ্বসম্প্রদায়ের শাখা-মাত্র, ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাদু, নানক, রাম-সনেহী প্রভৃতি সকলেই, ঐ রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি দখল কোরে বসে আছে। এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে

* অতিরিক্ত ঝাল তেঁতুল সংযুক্ত অড়হর দালের ঝোলবিশেষ। উহা দক্ষিণীদের প্রিয় খাদ্য। মুড়ুগ অর্থে কাল মরিচ ও তন্নি অর্থে দাল।

স্বীকার করে না, শিষ্য করতে চায় না, সে দিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস দিত না। এই মান্দ্রাজিরাই এখনও বড় বড় তীর্থস্থান দখল কোরে বসে আছে। এই দক্ষিণ দেশেই,—যখন উত্তর ভারতবাসী, "আল্লা হু আক্‌বার, দীন্ দীন্" শব্দের সামনে ভয়ে ধন রত্ন ঠাকুর দেবতা স্ত্রী পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল,—রাজচক্রবর্ত্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণ দেশেই সেই অদ্ভুত সায়নের জন্ম—যাঁর যবন-বিজয়ী বাহুবলে বুক্‌রাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়মার্গে দাক্ষিণাত্যের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল—যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা—যাঁর আশ্চর্য্য ত্যাগ, বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ পঞ্চদশী গ্রন্থ—সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়নের * এই জন্মভূমি। এই মান্দ্রাজ সেই "তামিল" জাতির আবাস—যাদের সভ্যতা সর্ব্ব প্রাচীন—যাদের "সুমের" নামক শাখা "ইউফ্রেটিস" তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতা-বিস্তার অতি প্রাচীনকালে করেছিল—যাদের জ্যোতিষ, ধর্ম্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি—যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল—যাদের আর এক শাখা মলবর উপকূল

---

* কাহারও কাহারও মতে বেদভাষ্যকার সায়ন বিদ্যারণ্যমুনির ভ্রাতা।

হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল—যাদের কাছে আর্য্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীর শৈব বা বীর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা কর্‌চে। এই যে এত বড বৈষ্ণবধর্ম্ম—এও এই "তামিল" নীচবংশোদ্ভূত ষট্‌কোপ হতে উৎপন্ন, যিনি "বিক্রীয় সূর্পং স চচার যোগী"। এই তামিল আলওয়াড বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েচেন। এখনও এদেশে বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট বা অদ্বৈত, সমস্ত মতের যেমন চর্চ্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এখনও ধর্ম্মে অনুরাগ এদেশে যত প্রবল, তেমন আর কোথাও নাই।

মান্দ্রাজে বন্ধুগণের অভ্যর্থনা।

চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছিল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েচি। ভেতরে স্থির জল; আর বাহিরে উত্তাল তরঙ্গ গজরাচ্চে, আর এক এক বার বন্দরের ছ্যালে লেগে দশ বার হাত লাফিয়ে উঠ্‌চে আর ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড্‌চে। সাম্‌নে সুপরিচিত মান্দ্রাজের ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্। দুজন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর, একজন মান্দ্রাজি জমাদার, এক ডজন পাহারাওয়ালা জাহাজে উঠ্‌লো। অতি ভদ্রতাসহকারে আমায় জানালে

যে, কালা আদমির কিনারায় যাবার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হোক্ না কেন, সে যে রকম নোংরা থাকে, তাতে তার প্লেগবীজ নিয়ে বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা—তবে আমার জন্য মান্দ্রাজিরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেচে—বোধ হয় পাবে। ক্রমে দুচারিটী করে মান্দ্রাজি বন্ধুরা নৌকায় চড়ে, জাহাজের কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল। ছোঁয়াছুঁয়ি হবার যো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিমাচার্য্য, ডাক্তার নঞ্জনরাও, কীডি প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখতে পেলুম। আঁব, কলা, নারিকেল, রাঁধা দধ্যোদন, রাশীকৃত গজা, নিম্‌কি ইত্যাদির বোঝা আস্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে ভিড় হতে লাগ্‌ল—ছেলে মেয়ে, বুড়ো, নৌকায় নৌকা। আমার বিলাতি বন্ধু মিঃ শ্যামিএর, ব্যারিষ্টার হয়ে মান্দ্রাজে এসেচেন, তাঁকেও দেখ্‌তে পেলেম। রামকৃষ্ণানন্দ আর নির্ভয় বারকতক আনাগোনা কর্‌লে। তারা সারাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায় থাক্‌বে—শেষে ধম্‌কাতে তবে যায়। ক্রমে যত খবর হল যে আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকার ভিড় আরও বাড়তে লাগ্‌ল। শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারাণ্ডায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবসন্ন হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। তখন মান্দ্রাজি বন্ধুদের কাছে বিদায় চাহিলাম, ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম।

আলাসিঙ্গা, "ব্রহ্মবাদিন্" ও মান্দ্রাজি কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ কর্‌বার অবসর পায় না; কাজেই সে কলম্বো পর্য্যন্ত জাহাজে চল্‌লো। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়্‌লে। তখন একটা রোল উঠ্‌লো। জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজারখানেক মান্দ্রাজি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল—জাহাজ ছাড়তেই, তাদের এই বিদায়-সূচক রব। মান্দ্রাজিরা আনন্দ হলে বঙ্গদেশের মত হুলু দেয়।

ভারত মহাসাগর।

মান্দ্রাজ হতে কলম্বো চারি দিন। যে তরঙ্গভঙ্গ গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা ক্রমে বাড়তে লাগ্‌ল। মান্দ্রাজের পর আরও বেড়ে গেল। জাহাজ বেজায় দুল্‌তে লাগ্‌ল। যাত্রীরা মাথা ধরে হ্যাকার কোরে অস্থির। বাঙ্গালির ছেলে দুটিও ভারি "সিক্"। একটিত ঠাউরেচে মরে যাবে; তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওয়া গেল যে কিছু ভয় নেই, অমন সকলেরই হয়, ওতে কেউ মরেও না, কিছুই না। সেকেণ্ড কেলাসটা আবার "স্ক্রু'র" ঠিক উপরে। ছেলে দুটিকে কালা আদমি বলে, একটা অন্ধকূপের মত ঘর ছিল, তারির মধ্যে পুরেছে। সেখানে পবনদেবেরও যাবার হুকুম নাই, সূর্য্যেরও প্রবেশ নিষেধ। ছেলে দুটির ঘরের মধ্যেও যাবার যো নেই;

আর ছাতের উপর—সে কি দোল। আবার যখন জাহাজের সামনেটা একটা ঢেউয়ের গহ্বরে বসে যাচ্চে, আর পেছনটা উঁচু হয়ে উঠ্‌চে, তখন স্ক্রুটা জল ছাড়া হয়ে শূন্যে ঘুর্‌চে, আর সমস্ত জাহাজটা ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ কোরে নড়ে উঠ্‌চে। স্ক্রুকেও কেলাসটা ঐ সময়, যেমন বেড়ালে ইঁদুর ধরে এক একবার ঝাড়া দেয়, তেমনি কোরে নড়্‌চে।

যাই হউক এখন মন্‌সুনের সময়। যত ভারত-মহাসাগরে জাহাজ পশ্চিমে চল্‌বে, ততই বাড়বে এই ঝড়ঝাপট। মান্দ্রাজিরা অনেক ফলপাকড় দিয়েছিল; তার অধিকাংশ, আর গজা, দধ্যোদন প্রভৃতি সমস্তই ছেলেদের দেওয়া গেল। আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু পায়ে জাহাজে চড়ে বস্‌লো। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখন কখন জুতো পায়ে দেয়। দেশে দেশে রকমারি চাল। ইউরোপে মেয়েদের পা দেখান বড় লজ্জা; কিন্তু আধখানা গা আদুড় রাখ্‌তে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাক্‌তে হবেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক্ বা না থাক্। আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার ব্রহ্মবাদিন্, মাইসোরি রামানুজী "রসম"খেকো ব্রাহ্মণ, কামান মাথায় সমস্ত কপাল যুড়ে "তেংকলে" তিলক

জাহাজে মান্দ্রাজী যাত্রী।

"সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে" এনেছেন কি দুটো পুঁটলি! একটায় চিঁড়া ভাজা, আর একটায় মুড়ি মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে! আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারি লোক একটু গোল কর্‌বার চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠে নি। ভারতবর্ষে ঐ টুকুই বাঁচোয়া। বেরাদারি যদি কিছু না বল্‌ল ত আর কারো কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি—কোনটায় আছেন সবশুদ্ধ পাঁচশ, কোনটায় সাতশ, কোনটায় হাজারটি প্রাণী—কনের অভাবে ভাগ্‌নিকে বে করে! যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখ্‌তে গিছল, তারা জাতচ্যুত হয়! যাই হোক্, এই আলাসিঙ্গার মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটনি, অমন গুরু-ভক্ত, আজ্ঞাধীন শিষ্য, জগতে অল্প হে ভায়া! মাথা কামান, ঝুঁট বাঁধা, শুধু পায়, ধুতি পরা মান্দ্রাজি ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠ্‌লো; বেড়াচ্চে-চেড়াচ্চে, ক্ষিধে পেলে মুড়ি মটর চিবুচ্চে! চাকররা মান্দ্রাজিমাত্রকেই ঠাওরায় "চেট্টি" আর "ওদের অনেক টাকা আছে, কিন্তু কাপড়ও পর্‌বে না আর খাবেও না!" তবে আমাদের সঙ্গে পড়ে ওর জাতের দফা ঘোলা হচ্চে—

চাকররা বল্‌চে। বাস্তবিক কথা,—তোমাদের পাল্লায় পোড়ে মান্দ্রাজিদের জাতের দফা অনেকটা ঘোলো কেন থক্‌থকিয়ে এসেচে!

আলাসিঙ্গার 'সি-সিক্‌নেস্‌' হল না। 'তু'—ভায়া প্রথমে একটু আধটু গোল কোরে সামলে বসে আছেন। চারি দিন কাজেই নানা বার্ত্তালাপে, "ইষ্ট গোষ্ঠী"তে কাটলো। সামনে কলম্বো। এই—সিংহল, লঙ্কা। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজকে জয় করেছিলেন। সেতু ত দেখ্‌চি; সেতুপতি মহা-রাজার বাড়ীতে, যে পাথরখানির উপর ভগবান্‌ রামচন্দ্র তাঁর পূর্ব্বপুরুষকে প্রথম সেতুপতি-রাজা করেন, তাও দেখ্‌চি। কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি লোকগুলো ত মানতে চায় না! বলে—আমাদের দেশে ও কিংবদন্তী পর্য্যন্ত নাই। আর নাই বল্‌লে কি হবে?—"গোঁসাইজী পুঁথিতে লিখ্‌চেন যে।" তার ওপর ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বল্‌বে না, বল্‌বে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো!—ঘাগরা পরা, খোঁপা বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমান্‌ষি চেহারা! আবার—রোগা রোগা, বেঁটে বেঁটে, নরম নরম শরীর। এরা

সিলোনী ঢং।

রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্ছা ? গেচি আর কি ! বলে— বাঙ্গলা দেশ থেকে এসেছিল—তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠ্‌চে, মেয়েমানুষের মত বেশ-ভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পীরিতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় "হাঁসেন হোঁসেন" করেন—ওরা কেন যাক্ না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্ণমেণ্ট কি ঘুমুচ্চে গা ? সে দিন "পুরীতে" কাদের ধরা পাক্‌ড়া করতে গিয়ে হুলুস্থুল বাধালে ; বলি—রাজধানীতে পাক্‌ড়া কোরে প্যাক করবারও যে অনেক রয়েচে।

একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙ্গালী রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ বলে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কোরে, নিজের মত আরও কতকগুলো সঙ্গী জুটিয়ে জাহাজে কোরে ভেসে ভেসে, লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির। তখন ও দেশে বুনো জাতের আবাস, যাদের বংশধরেরা এক্ষণে "বেদ্দা" নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড় খাতির কোরে রাখ্‌লে, মেয়ে বে দিলে। কিছু দিন ভাল মানুষের মত রইল, তারপর একদিন মাগের সঙ্গে যুক্তি কোরে, হঠাৎ রাত্রে সদলবলে উঠে, বুনো রাজাকে সরদারগণ সহিত কতল্ কোরে

সিংহলের ইতিহাস।

ফেল্‌লে। তারপর বিজয়সিংহ হলেন রাজা, তুষ্টু্মির এই খানেই বড় অন্ত হলেন না। তারপর, আর তাঁর বুনোর মেয়ে রাণী ভাল লাগ্‌ল না। তখন ভারতবর্ষ থেকে আরও লোকজন, আরও অনেক মেয়ে আনালেন। অনুরাধা বলে এক মেয়ে ত নিজে কল্‌লেন বিয়ে; আর সে বুনোর মেয়েকে জলাঞ্জলি দিলেন, সে জাতকে জাত নিপাত করতে লাগ্‌লেন। বেচারিরা প্রায় সব মারা গেল। কিছু অংশ ঝোড় জঙ্গলে আজও বাস কর্‌চে। এই রকম কোরে লঙ্কার নাম হল সিংহল আর হল বাঙ্গালী বদমায়েসের উপনিবেশ। ক্রমে অশোক মহারাজার আমলে, তাঁর ছেলে মাহিন্দো, আর মেয়ে সংঘমিত্রা, সন্ন্যাস নিয়ে, ধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে, সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। এঁরা গিয়ে দেখ্‌লেন যে, লোকগুলো বড়ই আদাড়ে হয়ে গিয়েচে। আজীবন পরিশ্রম কোরে, সেগুলোকে যথাসম্ভব সভ্য কর্‌লেন; উত্তম উত্তম নিয়ম কর্‌লেন; আর শাক্য-মুনির সম্প্রদায়ে আনলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিলোনিরা বেজায় গোঁড়া বৌদ্ধ হয়ে উঠ্‌লো। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড সহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম্, এখনও সে সহরের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌লে আক্কেল হায়রান্ হয়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তুপ,

সিংহলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার।

ক্রোশ-ক্রোশ পাথরের ভাঙ্গা বাড়ী, দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত জঙ্গল হয়ে রয়েচে, এখনও সাফ্ হয় নাই। সিলোনময় নেড়া মাথা, করোয়াধারী, হল্‌দে চাদর মোড়া, ভিক্ষু ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পোড়্‌লো। জায়গায় জায়গায় বড় বড় মন্দির উঠ্‌লো—মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্ত্তি, জ্ঞান মুদ্রা কোরে প্রচারমূর্ত্তি, কাৎ হয়ে শুয়ে মহানির্ব্বাণ মূর্ত্তি—তার মধ্যে। আর দেয়ালের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি কর্‌লে—নরকে তাদের কি হাল হয়, তাই আঁকা; কোনটাকে ভূতে ঠেঙ্গাচ্চে, কোনটাকে করাতে চির্‌চে, কোনটাকে পোড়াচ্চে, কোনটাকে তপ্ত তেলে ভাজ্‌চে, কোনটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্চে—সে মহা বীভৎস কারখানা! এ 'অহিংসা পরমোধর্ম্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চীনেও ঐ হাল; জাপানেও ঐ। এদিকে ত অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখ্‌লে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মে'র বাড়ীতে ঢুকেচে—চোর। কর্ত্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া কোরে, বেদম পিট্‌চে। তখন কর্ত্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগ্‌লেন, "ওরে মারিস্ নি, মারিস্ নি; অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।" বাচ্ছা-অহিংসারা, মার থামিয়ে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তবে চোরকে কি করা যায়?"

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি।

কর্ত্তা আদেশ করলেন, "ওকে থলিতে পুরে, জলে ফেলে দাও।" চোর যোড় হাত কোরে, আপ্যায়িত হয়ে, বল্লে, "আহা কর্ত্তার কি দয়া!" বৌদ্ধরা বড় শান্ত, সকল ধর্ম্মের উপর সমদৃষ্টি, এইত শুনেছিলুম। বৌদ্ধপ্রচারকেরা আমাদের কল্কেতায় এসে, রঙ্গ বেরঙ্গের গাল ঝাড়ে, অথচ আমরা তাদের যথেষ্ট পূজো কোরে থাকি। অনুরাধাপুরে প্রচার কর্‌চি একবার, হিঁদুদের মধ্যে—বৌদ্ধদের নয়—তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতিমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ "ভিক্ষু," গৃহস্থ, মেয়ে, মদ্দ, ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে, সে যে বিট্‌কেল আওয়াজ আরম্ভ কর্‌লে, তা আর কি বল্‌ব! লেক্‌চার ত অলমিতি হল; রক্তারক্তি হয় আর কি। অনেক কোরে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয় একটু অহিংসা করি এস—তখন শান্তি হয়।

ক্রমে উত্তর দিক্ থেকে হিঁদু তামিলকুল ধীরে ধীরে লঙ্কায় প্রবেশ কর্‌লে। বৌদ্ধরা বেগতিক দেখে রাজধানী ছেড়ে, কান্দি নামক পার্ব্বত্য সহর স্থাপন কর্‌লে। তামিলরা কিছু দিনে তাও ছিনিয়ে নিলে এবং হিন্দুরাজা খাড়া কর্‌লে। তারপর এলো ফিরিঙ্গির দল, স্পানিয়ার্ড, পোর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ। শেষ ইংরাজ

বৌদ্ধাধিকারের পরবৃত্তান্ত।

রাজা হয়েচেন। কান্দির রাজবংশ তাঞ্জোরে প্রেরিত হয়েচেন, পেন্সন্ আম মুড্ গুত্তন্নি ভাত খাচ্চেন।

উত্তর-সিলোনে হিঁদুর ভাগ অনেক অধিক, দক্ষিণ ভাগে বৌদ্ধ, আর রঙ্গ বেরঙ্গের দোআঁসলা ফিরিঙ্গি।

বর্ত্তমান আচার ব্যবহার।

বৌদ্ধদের প্রধান স্থান, বর্ত্তমান রাজধানী কলম্বো, আর হিন্দুদের জাফনা। জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম। বৌদ্ধদের একটু আছে বে-থার সময়। খাওয়া দাওয়ায় বৌদ্ধদের আদতে নেই, হিঁদুদের কিছু কিছু। যত কসাই, সব বৌদ্ধ ছিল। আজকাল কমে যাচ্চে, ধর্ম্ম প্রচার হচ্চে। বৌদ্ধদের অধিকাংশ ইউরোপী নাম ইন্দ্রুম্ন পিন্দ্রুম্ন এখন বদ্‌লে নিচ্চে হিঁদুদের সব রকম জাত মিলে একটা হিঁদু জাত হয়েচে; তাতে অনেকটা পাঞ্জাবী জাঠদের মত সব জাতের মেয়ে, মায় বিবি পর্য্যন্ত, বে করা চলে। ছেলে মন্দিরে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কেটে শিব শিব বলে হিঁদু হয়! স্বামী হিঁদু, স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান। কপালে বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' বল্‌লেই ক্রিশ্চিয়ান সত্তঃ হিঁদু হয়ে যায়। তাতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদরীরা এত চটা। তোমাদের আনাগোনা হয়ে অবধি, বহুৎ ক্রিশ্চিয়ান বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' বলে, হিঁদু হয়ে জাতে উঠেচে। অদ্বৈতবাদ, আর বীর শৈববাদ

এখানকার ধর্ম্ম। হিন্দু শব্দের জায়গায় শৈব বল্‌তে হয়। চৈতন্যদেব যে নৃত্য কীর্ত্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেন, তার জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে, এই তামিল জাতির মধ্যে। সিলোনের তামিল ভাষা, খাঁটি তামিল। সিলোনের ধর্ম্ম খাঁটি তামিল ধর্ম্ম—সে লক্ষ লোকের উন্মাদ কীর্ত্তন, শিবের স্তব গান, সে হাজারো মৃদঙ্গের আওয়াজ ও বড় বড় কত্তালের ঝাঁজ আর এই বিভূতি মাখা, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায়, পাহলওয়ানি চেহারা, লাল চোখ, মহাবীরের মত, তামিলদের মাতওয়ারা নাচ না দেখ্‌লে, বুঝতে পারবে না।

কলম্বোর বন্ধুরা নাব্‌বার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙ্গায় নেবে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা শুনা হল। সার কুমার স্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটি শুধু পায়ে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্ প্রমুখ বন্ধু বান্ধবেরা এলেন।

কলম্বোয় বন্ধু সম্মিলন

অনেক দিনের পর মুড়্‌গুত্তন্নি খাওয়া হল আর কিং ককোযানট। ডাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস্ হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল—তাঁর বৌদ্ধ মেয়ের বোর্ডিং স্কুল দেখ্‌লাম। কাউণ্টেসের বাড়িটি মিসেস্ হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজান। কাউণ্টেস্ ঘর থেকে টাকা এনেচেন, আর মিসেস্ হিগিন্স ভিক্ষে

কোরে কোরেচেন। কাউণ্টেস্ নিজে গেরুয়া কাপড় বাঙ্গালার শাড়ীর মত পরেন। সিলোনের বৌদ্ধদের মধ্যে ঐ ঢঙ্গ খুব ধরে গেচে দেখ্‌লাম। গাড়ী গাড়ী মেয়ে দেখ্‌লাম সব ঐ রঙ্গের শাড়ী পরা।

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত-মন্দির। ঐ মন্দিরে বুদ্ধ-ভগবানের একটি দাঁত আছে। সিলোনিরা বলে, ঐ দাঁত আগে পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে ছিল, পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয়। সেখানেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এখন নিরাপদে অবস্থান কর্‌চেন। সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেচে। আমাদের মত নয়—খালি আষাড়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী ভাষায়, এই দেশেই সুরক্ষিত আছে। এ স্থান হতেই ব্রহ্ম সায়াম প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম গেচে। সিলোনি বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্রোক্ত এক শাক্যমুনিকেই মানে, আর তাঁর উপদেশ মেনে চল্‌তে চেষ্টা করে। নেপালি, সিকিমি, ভুটানি, লাদাকি, চীনে, জাপানিদের মত শিবের পূজা করে না; আর "হ্রীং তারা" ও সব জানে না। তবে ভূতটুত নামানো আছে। বৌদ্ধরা এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু আম্নায় হয়ে গেচে। উত্তর

বুদ্ধদন্তইতিহাস ও বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম।

আম্নায়েরা নিজেদের বলে মহাযান; আর দক্ষিণী অর্থাৎ সিংহলী ব্রহ্ম সায়ামি প্রভৃতিদের বলে হীনযান। মহাযানওয়ালারা বুদ্ধের পূজা নামমাত্র করে; আসল পূজো তারাদেবীর, আর অবলোকিতেশ্বরের (জাপানি, চীনে ও কোরিয়ানরা বলে কানয়ন্), আর হ্রীং ক্লীং তন্ত্র মন্ত্রের বড় ধুম। টিবেটিগুলো আসল শিবের ভূত। ওরা সব হিঁদুর দেবতা মানে, ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভেঁপু বাজায়, মদ মাংসের যম। আর খালি মন্ত্র আওড়ে রোগ, ভূত, প্রেত, তাড়াচ্চে। চীন আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে ওঁ হ্রীং ক্লীং—সব বড় বড় সোনালি অক্ষরে লেখা দেখেচি। সে অক্ষর বাঙ্গালার এত কাছাকাছি যে বেশ বোঝা যায়।

আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে মান্দ্রাজ ফিরে গেল। আমরাও কুমার স্বামীর (কার্ত্তিকের নাম—সুব্রহ্মণ্য, কুমার স্বামী ইত্যাদি; দক্ষিণ দেশে কার্ত্তিকের ভারি পূজো, ভারি মান; কার্ত্তিককে ওঁ-কারের অবতার বলে।) বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং ককোয়ানাট), দু বোতল সরবত ইত্যাদি উপ-হার সহিত আবার জাহাজে উঠলাম।

পঁচিশে জুন প্রাতঃকাল জাহাজ কলম্বো ছাড়্লো। এবার ভরা মনসুনের মধ্য দিয়া গমন। জাহাজ

যত এগিয়ে যাচ্চে, ঝড় ততই বাড়্‌চে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ কর্‌চে—উদ্ভ্রান্ত, বৃষ্টি অন্ধকার; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জ্জে গর্জ্জে জাহাজের উপর এসে পড়চে; ডেকের ওপর তিষ্ঠুন দায়। খাবার টেবিলের উপর আড়ে লম্বায় কাট দিয়ে চৌকো চৌকো খুব্‌রি কোরে দিয়েছে, তার নাম ফিড্‌ল। তার ওপর দিয়ে খাবার দাবার লাফিয়ে উঠ্‌চে। জাহাজ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ কোরে উঠ্‌চে, যেন বা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বল্‌চেন, "তাইত এবারকার মন্‌সুনটা ত ভারি বিট্‌কেল।" কাপ্তেনটি বেশ লোক; চীন ও ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে অনেক দিন কাটিয়েছেন; আমুদে লোক; আষাড়ে গল্প কর্‌তে ভারি মজবুত। কত রকম বোম্বেটের গল্প;—চীনে কুলি, জাহাজের অফিসারদের মেরে ফেলে কেমন কোরে জাহাজ শুদ্ধ লুটে নিয়ে পালাত—এই রকম বহুৎ গল্প কর্‌চেন। আর কি করা যায়; লেখা পড়া এ দুলুনির চোটে মুস্কিল। ক্যাবিনের ভেতর বসা দায়; জানালাটা এঁটে দিয়েচে—ঢেউয়ের ভয়ে। এক দিন 'তু—'ভায়া একটু খুলে রেখেছিলেন, একটা ঢেউয়ের এক টুক্‌রো এসে জলপ্লাবন কোরে গেল! উপরে সে ওছল পাছলের ধূম কি। তারি ভেতরে তোমার উদ্বোধনের কাজ অল্প স্বল্প চল্‌ছে মনে রেখো।

মন্‌সুন।

জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেচেন। একটি আমেরিকান—সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ নাম বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েচে; ছেলে মেয়েতে ছটি সন্তান—চাকররা বলে খোদার বিশেষ মেহেরবানি—ছেলেগুলোর সে অনুভব হয় না বোধ হয়।

একটি পাদ্রী যাত্রী।

দুকখানা কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘরণী ছেলেপিলে গুলিকে ডেকের উপর শুইয়ে, চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে কেঁদেকেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সদাই সভয়। ডেকে বেড়াবার যো নেই; পাচে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। খুব ছোটটিকে একটি কানাতোলা চৌকো চুবড়িতে শুইয়ে, বোগেশ আর বোগেশের পাদ্রিণী জড়াজড়ি হয়ে কোণে চার ঘণ্টা বসে থাকে। তোমার ইউরোপী সভ্যতা বোঝা দায়। আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি কি দাঁত মাজি—বলে কি অসভ্য—ও কাজগুলো গোপনে করা উচিত আর জড়ামড়িগুলো গোপনে কল্লে ভাল হয় না কি? তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল কর্তে যাও! যাহক্, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে উত্তর-ইউরোপের যে কি উপকার করেচে, তা পাদ্রী পুরুষ না দেখ্‌লে তোমরা বুঝতে পার্‌বে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি!

জাহাজের টালমাটালে অনেকেরই মাথা ধরে উঠেচে। টুটল্ বলে একটি ছোট মেয়ে বাপের সঙ্গে যাচ্চে; তার মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটলের ও যোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেচে। টুটল বাপের কাছে মাইসোরে মানুষ হয়েচে। বাপ প্লাণ্টার। টুটল্‌কে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "টুটল্! কেমন আছ?" টুটল্ বল্‌লে "এ বাঙ্গ্‌লাটা ভাল নয়, বড্ড দোলে, আর আমার অসুখ করে।" টুটলের কাছে ঘর দোর সব বাঙ্গ্‌লা। যোগেশের একটি এঁড়েলাগা ছেলের বড় অযত্ন; বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের ওপর গড়িয়ে বেড়াচ্চে। বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চামচে কোরে শুরুয়া খাইয়ে যায় আর তার পা-টি দেখিয়ে বলে, "কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!"

অনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হোত—তার কি? তা হলে কি আর আমরা এডেন পৌঁচুতুম। ভাগ্যিস্ সুখ দুঃখ কিছুই অনন্ত নয়, তাই ছয় দিনের পথ চৌদ্দ দিন কোরে, দিনরাত বিষম ঝড় বাদলের মধ্য দিয়েও শেষটা এডেনে পৌঁছে গেলুম। কলম্বো থেকে যত এগুনো যায়, ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ—পুকুর, ততই

মনসুনের কেন্দ্র।

বৃষ্টি, ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ—সে বাতাস, সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি আদ্ধেক হয়ে গেল—সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে বেজায় বাড়্লো। কাপ্তেন "বল্লেন, এইখানটা মন্‌-সুনের কেন্দ্র; এইটা পেরুতে পার্‌লেই ক্রমে ঠাণ্ডা সমুদ্র।" তাই হলো। এ দুঃস্বপ্নও কাট্‌লো।

এডেন।

৮ই সন্ধ্যাকালে এডেন। কাউকে নাম্‌তে দেবে না, কালা গোরা মানে না। কোনও জিনিষ ওঠাতে দেবে না। দেখবার জিনিষও বড় নেই। কেবল ধূধূ বালি,—রাজপুতনার ভাব—বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়। পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে কেল্লা; ওপরে পল্টনের ব্যারাক। সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হোটেল; আর দোকানগুলি জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলি জাহাজ দাঁড়িয়ে। একখানি ইংরাজি যুদ্ধ জাহাজ, একখানি জর্ম্মান, এলো; বাকিগুলি মালের বা যাত্রীর জাহাজ। গেলবারে এডেন দেখা আছে। পাহাড়ের পেছনে দিশি পল্টনের ছাউনি, বাজার। সেখান থেকে মাইল কতক গিয়ে পাহাড়ের গায় বড় বড় গহ্বর তৈয়ারি করা, তাতে বৃষ্টির জল জমে। পূর্ব্বে ঐ জলই ছিল ভরসা। এখন যন্ত্রযোগে সমুদ্রজল বাষ্প কোরে, আবার জমিয়ে, পরিষ্কার জল হচ্ছে। তা

কিন্তু মাগ্‌গি। এডেন-ভারতবর্ষেরই একটি সহর যেন—দিশি ফৌজ, দিশি লোক অনেক। পার্‌সি দোকানদার সিন্ধি ব্যাপারী অনেক। এ এডেন বড় প্রাচীন স্থান—রোমান বাদ্‌সা কন্‌ষ্টান্‌ সিউস্‌ এখানে এক দল পাদ্রী পাঠিয়ে, ক্রিশ্চিযান ধর্ম্ম প্রচার করান। পরে আরা-বেরা সে ক্রিশ্চিয়ানদের মেরে ফেলে। তাতে রোমি সুলতান প্রাচীন ক্রিশ্চিযান হাব্‌সি দেশের বাদ্‌সাকে তাদের সাজা দিতে অনুরোধ করেন। হাব্‌সি-রাজ ফৌজ পাঠিযে এডেনের আরাবদের খুব সাজা দেন। পরে এডেন ইরাণের সাশা-নিডি বাদ্‌শাহদের হাতে যায়। তাঁরাই নাকি প্রথমে জলের জন্য ঐ সকল গহ্বর খোদান। তারপর, মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদযের পর এডেন আরাবদের হাতে যায। কতক কাল পরে পোর্ত্ত‌ুগিজ-সেনাপতি ঐ স্থান দখলের বৃথা উদ্যম করেন। পরে তুরকের সুলতান ঐ স্থানকে, পোর্ত্ত‌ুগিজদের ভারত মহাসাগর হতে তাড়াবার জন্যে দরিযাই জঙ্গের জাহাজের বন্দর করেন।

এডেনের ইতিবৃত্ত।

আবার উহা নিকটবর্ত্তী আরাব-মালিকের অধিকারে যায়। পরে ইংরাজেরা ক্রয় কোরে বর্ত্তমান এডেন করেচেন। এখন প্রত্যেক শক্তিমান্‌ জাতির যুদ্ধ-পোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে!, কোথায় কি

গোলযোগ হচ্ছে, তাতে সকলেই দুকথা কইতে চায়। নিজেদের প্রাধান্য, স্বার্থ, বাণিজ্য বক্ষা কোরতে চায়। কাজেই মাঝে মাঝে কয়লার দরকার। পরের জায়গায় কয়লা লওয়া যুদ্ধকালে চল্‌বে না বলে, আপন আপন কয়লা নেওয়ার স্থান কর্‌তে চায়। ভাল ভালগুলি ইংরেজ ত নিয়ে বসেচেন; তারপর ফ্রান্স; তারপর যে যেথায় পায়—কেড়ে, কিনে, খোসামোদ কোরে—এক একটা জায়গা করেচে এবং করচে। সুয়েজ খাল হচ্ছে এখন ইউরোপ-আসিয়ার সংযোগ স্থান। সেটা ফরাসিদের হাতে। কাজেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেচে, আর অন্যান্য জাতও রেড্-সির ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেচে। কখনও বা জায়গা নিয়ে উল্টো উৎপাত হয়ে বসে। সাত-শ বৎসরের পর-পদদলিত ইতালি কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হলো, হয়েই ভাব্‌লে কি হলুম রে!—এখন দিগ্বিজয় কর্‌তে হবে। ইউরোপের এক টুক্‌রোও কারও নেবার যো নাই; সকলে মিলে তাকে মার্‌বে। আসিয়ায়—বড় বড় বাঘা ভালুকো—ইংরেজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, ডচ্,—এরা আর কি কিছু রেখেচে? এখন বাকী আছে দুচার টুক্‌রো আফ্রিকার। ইতালি সেই দিকে চল্‌লো। প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় চেষ্টা করলে। সেথায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে,

পালিয়ে এল। তারপর ইংরেজরা রেড্‌সির ধারে একটা জমি দান কর্‌লে। মতলব,—সেই কেন্দ্র হতে, ইতালি হাব্‌সি রাজ্য উদরসাৎ করেন। ইতালিও সৈন্য সামন্ত নিয়ে এগুলেন। কিন্তু হাব্‌সি বাদ্‌সা মেনেলিক্ এমনি গোবেড়েন দিলে যে, এখন ইতালির আফ্রিকা ছেড়ে প্রাণ বাঁচান দায় হয়েচে। আবার, রুষের কৃশ্চানি এবং হাবসির কৃশ্চানি নাকি এক রকমের— তাই রুষের বাদ্‌সা ভেতরে ভেতরে হাব্‌সিদের সহায়।

জাহাজ ত রেডসির মধ্য দিয়ে যাচ্চে। পাদ্রী বল্‌লেন, "এই—এই রেড্‌সি,—য়াহুদী নেতা মুসা দলবলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন। আর তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে মিসরি বাদ্‌সা ফেরো যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন, তারা—কাদায় রথচক্র ডুবে, কর্ণের মত আট্‌কে—জলে ডুবে মারা গেল।" পাদ্রী আরও বল্‌লেন যে, একথা এখন

পাদ্রী যোগেশ ও রেড্‌সি সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা।

আধুনিক বিজ্ঞান-যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে পারে। এখন সব দেশে ধর্ম্মের আজগুবিগুলি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কর্‌বার, এক ঢেউ উঠেচে। মিঞা! যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সবগুলি হয়ে থাকে, ত আর তোমার যাভে দেবতা মাঝখান থেকে আসেন কেন? বড়ই মুস্কিল!—যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হয় ত ও-কেরামত-

গুলি আজগুবি এবং তোমার ধর্ম্ম মিথ্যা। যদি বিজ্ঞান-সম্মত হয়, তা হলেও, তোমার দেবতার মহিমাটি বাড়ার ভাগ ও আর সব প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় আপনা আপনি হয়েচে। পাদ্রী বোগেশ বল্‌লে, "আমি অত শত জানিনি, আমি বিশ্বাস করি।" একথা মন্দ নয়—এ সহ্যি হয়। তবে ঐ যে একদল আছে—পরের বেলা দোষটি দেখাতে, যুক্তিটি আন্‌তে, কেমন তৈয়ার; নিজের বেলায় বলে, "আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়"—তাদেব কথাগুলো একদম অসহ্য। আ মরি!—ওদের আবার মন! ছটাকও নয় আবার মণ—পবের বেলায় সব কুসংস্কার, বিশেষ যেগুলো সাহেবে বলেচে; আর নিজে একটা কিম্ভূতকিমাকার কল্পনা কোরে কেঁদেই অস্থির!!

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেচে। এই রেডসির কিনার—প্রাচীন সভ্যতার এক মহা কেন্দ্র। ঐ—ওপারে, আরাবের মরুভূমি; এপারে—মিসর। এই—সেই প্রাচীন মিসর; এই মিসরিরা পন্‌ট দেশ (সম্ভবতঃ মালাবার) হতে, রেড্‌সি পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার কোরে উত্তরে পৌঁচেছিল। এদের আশ্চর্য্য শক্তি বিস্তার, রাজ্য

মিসরি সভ্যতার উৎপত্তিও (সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে) বিস্তার।

বিস্তার, সভ্যতা বিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদ্‌সাদের পিরামিড নামক আশ্চর্য্য সমাধি মন্দির, নারীসিংহী মূর্ত্তি। এদের মৃত দেহগুলি পর্য্যন্ত আজও বিদ্যমান। বাবরিকাটা চুল, কাছাহীন ধপ্‌ধপে ধুতি পরা, কানে কুণ্ডল, মিসরি লোক সব, এই দেশে বাস কর্‌তো। এই—হিক্‌স বংশ, ফেরো বংশ, ইরাণি বাদসাহি, সিকন্দর, টলেমি বংশ এবং রোমক ও আরাব বীরদের রঙ্গভূমি—মিসর। সেই ততকাল আগে এরা আপনাদের বৃত্তান্ত পাপিরস্ পত্রে, পাথরে, মাটীর বাসনের গায়ে, চিত্রাক্ষরে তন্নতন্ন কোরে লিখে গেচে।

এই ভূমিতে আইসিসের পূজা, হোরসের প্রাদুর্ভাব। এই প্রাচীন মিসরিদের মতে—মানুষ মলে তার সূক্ষ্ম শরীর বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মৃত দেহের কোন অনিষ্ট হলেই সূক্ষ্ম শরীরে আঘাত লাগে, আর মৃত শরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শরীরের একান্ত নাশ, তাই শরীর রাখ্‌বার এত যত্ন। তাই রাজা বাদ্‌সাদের পিরামিড। কত কৌশল! কি পরিশ্রম! সবই আহা বিফল!! ঐ পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলে রাস্তার রহস্য ভেদ কোরে রত্নলোভে দস্যুরা সে রাজ-শরীর চুরি করেচে।

মিসরিদের আধ্যাত্মিক মত।
মমি বা মিসরি রাজগণের মৃত দেহ।

আজ নয়, প্রাচীন মিসরিরা নিজেরাই করেচে। পাঁচ সাত-শ বৎসর আগে এই সকল শুক্নো মড়া, য়াহুদি ও আরাব ডাক্তারেরা, মহৌষধি জ্ঞানে, ইউরোপ শুদ্ধ রোগীকে খাওয়াত। এখনও উহা বোধ হয় ইউনানি হাকিমির আসল "মুমিয়া"!!

এই মিসরে, টলেমি বাদ্‌সার সময়ে সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক ধর্ম্মপ্রচারক পাঠান। তারা ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ত, রোগ ভাল কর্‌ত, নিরামিষ খেত, বিবাহ কর্‌তো না, সন্ন্যাসী শিষ্য কর্‌তো। তারা নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কর্‌লে—থেরাপিউট্, অস্‌সিনি, মানিকি, ইত্যাদি;—যা হতে বর্ত্তমান কৃশ্চানি ধর্ম্মের সমুদ্ভব।

রাজা অশোক ও মিসরদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

এই মিসরই টলেমিদের রাজত্বকালে সর্ব্ববিদ্যার আকর হয়ে উঠেছিল। এই মিসরেই সে আলেকজেন্দ্রিয়া নগর,—যেখানকার বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বিদ্বজ্জন, জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। যে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্খ গোঁড়া ইতর ক্রিশ্চিয়ানদের হাতে পড়ে, ধ্বংস হয়ে গেল—পুস্তকালয় ভস্মরাশি হল—বিদ্যার সর্ব্বনাশ হল। শেষ বিদুষী নারীকে * ক্রিশ্চিয়ানেরা নিহত কোরে, তাঁর নগ্নদেহ রাস্তায় রাস্তায় সকল প্রকার

ক্রিশ্চিয়ানদের অত্যাচার।

* হাইপেশিয় (Hypatia)

বীভৎস অপমান কোরে টেনে বেড়িয়ে, অস্থি হতে টুক্‌রা টুক্‌রা মাংস আলাদা কোরে ফেলেছিল !

আর দক্ষিণে—বীরপ্রসূ আরাবের মরুভূমি। কখন আল্‌খাল্লা ঝোলান, পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল মাথায় আঁটা, বদ্দু আরাব দেখেচ ?—সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গি, সে চাউনি, আর কোনও দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্চে—সেই আরাব। যখন ক্রিশ্চিয়ানদের গোঁড়ামি আর জাঠদের বর্ব্বরতা প্রাচীন ইউনান ও রোমান সভ্যতালোককে নির্ব্বাণ কোরে দিলে, যখন ইরাণ অন্তরের পূতিগন্ধ ক্রমাগত সোণার পাত দিয়ে মোড়্‌বার চেষ্টা করছিল, যখন ভারতে—পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর গৌরবরবি অস্তাচলে, উপরে মূর্খ ক্রূর রাজবর্গ, ভিতরে ভীষণ অশ্লীলতা ও কামপূজার আবর্জ্জনারাশি—সেই সময়ে এই নগণ্য পশুপ্রায় আরাবজাতি বিদ্যুদ্বেগে ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়্‌লো।

আরাবের অভ্যুদয়।

ঐ ষ্টিমার মক্কা হতে আস্‌চে, যাত্রী ভরা ; ঐ দেখ —ইউরোপী পোষাকপরা তুর্ক, আধা ইউরোপীবেশে মিসরি, ঐ সুরিয়াবাসী মুসলমান ইরাণীবেশে, আর ঐ আসল আরাব ধুতিপরা—কাছা নেই। মহম্মদের

পূর্ব্বে কাবার মন্দিরে উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হোত ; তাঁর সময় থেকে একটা ধুতি জড়াতে হয়। তাই আমাদের মোসলমানেরা নমাজের সময় ইজারের দড়ি খোলে, ধুতির কাছা খুলে দেয়। আর আরাবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফরি, সিদি, হাব্‌সি রক্ত প্রবেশ কোরে, চেহারা উত্তম সব বদ্‌লে দেচে—মরুভূমির আরাব পুনর্মূষিক হয়েচেন। যারা উত্তরে, তারা তুরুকের রাজ্যে বাস করে—চুপ্‌চাপ কোরে। কিন্তু সুলতানের ক্রিশ্চিয়ান প্রজারা তুরুককে ঘৃণা করে, আরাবকে ভালবাসে ; "আরাবরা লেখাপড়া শেখে, ভদ্রলোক হয়, অত উৎপেতে নয়"—তারা বলে। আর খাঁটী তুর্করা ক্রিশ্চিয়ানদের উপর বড়ই অত্যাচার করে।

বর্ত্তমান আরাব।

মরুভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হলেও, সে গরম দুর্ব্বল করে না। তাতে, কাপড়ে গা মাথা ঢেকে রাখলেই, আর গোল নেই। শুষ্ক গরমি,—দুর্ব্বল ত করেই না, বরং বিশেষ বলকারক। রাজপুতনার, আরাবের, আফ্রিকার লোকগুলি এর নিদর্শন। মারোয়ারের এক এক জেলায় মানুষ, গরু, ঘোড়া সবই সবল ও আকারে বৃহৎ। আরাবী মা[illegible] ও সিদিদের দেখলে

মরুভূমির গরমি।

আনন্দ হয়। যেখানে জোলো গরমি, যেমন বাঙ্গালা দেশ, সেখানে শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, আর সব দুর্ব্বল।

রেড্‌সির নামে যাত্রীদের হৃৎকম্প হয়—ভয়ানক গরম—তায়, এই গরমিকাল। ডেকে বসে যে যেমন পাচ্চে, একটা ভীষণ দুর্ঘটনার গল্প শোনাচ্চে। কাপ্তেন, সকলের চেয়ে উঁচিয়ে বল্‌চেন। তিনি বল্লেন, "দিন কতক আগে একখানা চীনি যুদ্ধজাহাজ এই রেড্‌সি দিয়ে যাচ্ছিল, তার কাপ্তেন ও আট জন কয়লা-ওয়ালা খালাসি গরমে মরে গেচে।"

রেড্‌সির গরমি।

বাস্তবিক কয়লা-ওয়ালা একে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তায় রেড্‌সির নিদারুণ গরম। কখন খেপে ওপরে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিয়ে, বে, পড়ে, আর ডুবে মরে; কখনও না পা বেড়াচ্ছে। মারা যায়। পখন

এই সকল গল্প শুনে হৃৎকম্প হবার ত যোগাড়। কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, আমরা বিশেষ গরম কিছুই পেলুম না। হাওয়া দক্ষিণী না হয়ে উত্তর থেকে আসতে লাগল—সে ভূমধ্যসাগরের ঠাণ্ডা হাওয়া।

১৪ই জুলাই রেড্‌সি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছিল। সামনে—সুয়েজ খাল। জাহাজে, সুয়েজে

নাবাবার মাল আছে। তার উপর এসেচেন মিসরে প্লেগ, আর আমরা আন্‌চি প্লেগ, সম্ভবতঃ—কাজেই দোতরফা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়। এ ছুঁৎছাতের ন্যাটার কাছে, আমাদের দিশী ছুঁৎছাত কোথায় লাগে। মাল নাব্‌বে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পাব্‌বে না। জাহাজে খালাসি বেচারাদের আপদ্ আর কি! তারাই কুলি হবে ক্রেনে কোরে মাল তুলে, আলটপ্‌কা নীচে সুয়েজী নৌকায় ফেল্‌চে—তারা নিয়ে ডাঙ্গায় যাচ্চে। কোম্পানির এজেণ্ট, ছোট লাঞ্চ কোরে জাহাজের কাছে এসেচেন, ওঠ বার হুকুম নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায় বলে। ন্চ। এ ত ভারতবর্ষ নয় যে, গোরা আদমি অত্যাচ আইনফাইন সকলের পার—এখানে ইউরোপের মরুভূ স্বর্গ ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত কর.ঞন। প্লেগ-বিষ, প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে ফুটে বেরোন, তাই দশ দিনের আটক। আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেচে—ফাঁড়া কেটে গেচে। কিন্তু মিসরি আদমিকে ছুঁলেই, আবার দশ দিন আটক—তা হলে আর নেপল্‌সেও লোক নাবান হবে না, মার্সাইতেও নয়—কাজেই যা কিছু কাজ হচ্চে, সব আল্‌গোচে; কাজেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে।

সুয়েজ বন্দর ও প্লেগের কারান্টিন।

রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী-আলো পায়; কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে, বস্—দশ দিন কারাঁটীন্। কাজে রাতেও যাওয়া হবে না, চব্বিশ ঘণ্টা এই খানে পড়ে থাক, সুয়েজ বন্দরে। এটি বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি আর পাহাড়—জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। এই বন্দরে, আর অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি বন্দরে, যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই—বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েচে। জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের ওপর মানুষেরও জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওঁদের ছাড়ে না।

সকাল বেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে।

হাঙ্গর ও বনিটো।

জল-জেন্ত হাঙ্গর পূর্ব্বে আর কখন দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার সহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে, বারান্দা ধরে, কাতারে কাতারে স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে, ঝুঁকে হাঙ্গর

দেখ্‌চে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর মিঞারা একটু সরে গেচেন, মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্‌ধাড়ার মত এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসচে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ, জলে থিক্‌ থিক্‌ কর্‌চে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিস মাছের চেহারা, তীরের মত এদিক্‌ ওদিক্‌ কোরে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্ছা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়। ওঁর নাম বনিটো। পূর্ব্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন, হুডি চড়ে,—তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুসী হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মত জলের ভিতর ছুট্‌চে, আর সে সমুদ্রের কাচের মত জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্চে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টাটাক, এই প্রকার বনিটোর ছুটোছুটী আর ছোট মাছের কিলিবিলি ত দেখা যাচ্চে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়াটার,—ক্রমে ত্যিতিবিরক্ত হয়ে আসচি, এমন সময়ে একজন বল্‌লে—ঐ ঐ! দশ বার জনে বলে উঠ্‌লো, ঐ আসচে, ঐ আসচে!! চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কাল বস্তু ভেসে আসচে,

পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগ্‌লো। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল, বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসচে—আর আগে আগে দুএকটা ছোট মাছ; আর কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে, গায়ে, পেটে, খেলে বেড়াচ্চে। কোন কোনটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বসচে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাচগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্চে, তাদের নাম "আড়কাটি মাছ—পাইলট ফিস্।" তারা হাঙ্গরকে শিকার দেখিয়ে দেয়, আর বোধ হয় প্রসাদটা-আসটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখ্‌লে তারা যে বেশী সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশেপাশে ঘুরচে, পিঠে চড়ে বসচে, তারা হাঙ্গর-"চোষক"। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া, চেপ্‌টা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, রবারের তলা অনেক ইংরাজী জুতার নীচে যেমন লম্বা লম্বা জুলি কাটা কিরকিরে থাকে, তেমনি জুলি কাটা কাটা। সেই জায়গাটা ঐ মাছ, হাঙ্গরের গায়ে দিয়ে চিপ্‌সে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে, পিঠে, চড়ে চলচে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা মাকড় খেয়ে বাঁচে।

এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হযে হাঙ্গর চলেনই না। আর এদের, নিজের সহায় পারিষদ জ্ঞানে কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোট হাতসুতোয ধরা পড়লো। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিযে পা তুল্‌তেই সেটা পাযের সঙ্গে চিপ্‌সে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঐ রকম কোরে সে হাঙ্গরের গাযে লেগে যায়।

সেকেণ্ড ক্লাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার ত উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়সির যোগাড় করলে। সে "কোর মটি তোলার" ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা-দড়ি দিয়ে জোর কোরে জড়িযে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিযে, একখানা মস্ত কাঠ, ফাতার জন্য লাগান হল। তারপর, ফাতা শুদ্ধ বঁড়সি, ঝুপ্‌ কোরে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নীচে, একখান পুলিসের নৌকা, আমরা আসা পর্য্যন্ত, চৌকি দিচ্ছিল—পাছে ডাঙ্গার সঙ্গে আমাদের কোন রকম ছোঁযাছুঁযি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হযে উঠ্‌লো। হাঁকাহাঁকির চোটে আরাব

হাঙ্গর ধরা।

মিঞা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে, কোমর আঁটবার যোগাড় কর্‌চেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে অত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরাইয়া দিবার অনুরোধ-ধ্বনি। তখন তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ-বিস্তার হাঁসি হেঁসে একটা বল্লির ডগায় কোরে ঠেলেঠুলে ফাতাটাকে ত দূরে ফেল্‌লেন; আর আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়্‌ফড়্‌ করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগ্‌লো।—অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'। কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশ হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মুষকের আকার কি একটা ভেসে উঠ্‌লো; সঙ্গে সঙ্গে, ঐ হাঙ্গর ঐ হাঙ্গর রব। চুপ্‌ চুপ্‌—ছেলের দল!—হাঙ্গর পালাবে। বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়্‌কে যাবে—ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌চে, তাবৎ সেই হাঙ্গর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়সি-সংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ কর্‌বার জন্যে, পালভরে নৌকার মত সোঁ করে সামনে

এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত এলেই হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকে। কিন্তু সে ভীম পুচ্ছ একটু হেল্‌লো—সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙ্গর চলে গেল যে হে। আবার পুচ্ছ একটু বাঁকলো, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়শিমুখো দাঁড়ালো। আবার সোঁ কোরে আস্‌চে—ঐ হাঁ কোরে, বঁড়সি ধরে ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়্‌লো, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চল্‌লো। আবার ঐ চক্র দিয়ে আস্‌চে, আবার হাঁ কর্‌চে, ঐ—টোপটা মুখে নিয়েচে, এইবার —ঐ ঐ চিতিয়ে পড়্‌লো; হয়েচে, টোপ খেয়েচে—টান্ টান্ টান্, ৪০।৫০ জনে টান্, প্রাণপণে টান্। কি জোর মাছের! কি ঝটাপট—কি হাঁ। টান্ টান্। জল থেকে এই উঠ্‌লো, ঐ জলে ঘুর্‌চে, আবার চিতুচ্চে, টান্ টান্। যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙ্গর পালালো। তাইত হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু। একটু সময় দিলে না টোপ খেতে। যেই চিতিয়েচে অমনিই কি টান্‌তে হয়? আর—"গতস্য শোচনা নাস্তি"; হাঙ্গর ত বঁড়সি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাটি মাছকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা তা খবর পাইনি—মোদ্দা হাঙ্গর ত চোঁচা। আবার সেটা ছিল "বাঘা"—বাঘের মত কালো কালো ডোরা কাটা। যা হোক "বাঘা" বঁড়সি-সন্নিধ পরিত্যাগ করিবার জন্য, স-"আড়কাটি"-"রক্তচোষা" অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই,—ঐ যে পলায়মান "বাঘাব" গা ঘেঁসে আর একটা প্রকাণ্ড "থ্যাব্‌ড়া মুখো" চলে আসচে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই। নইলে "বাঘা" নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান কোরে দিতো। নিশ্চিত বল্‌তো, "দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেচে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি কর্‌চি, কত রকম জানোয়ার—জেন্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেচি, কত রকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-কুটরো, পেটে পুরেচি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম!! এই দেখ না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েচে" বলে, একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান কোরে আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাতো। সেও প্রাচীনবয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ্গ মাছের পিত্তি, কুঁজো ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন না কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিতো। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না। অতএব যতদিন না কোনও প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্চে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন

কোরে হয় ?—অথবা, "বাঘা" মানুষঘেঁসা হবে, মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই "থ্যাব্ড়া"কে আসল খবর কিছু না বলে, মুচ্‌কে হেঁসে, 'ভাল আছ ত হে' বলে সরে গেল।—"আমি একাই ঠক্‌বো ?"

"আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে পাছু পাছু যান গঙ্গা .. "—শঙ্খধ্বনি ত শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেচেন "পাইলট ফিস্", আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আস্‌চেন "থ্যাব্ড়া"; তাঁর আশেপাশে নেত্য করচেন "হাঙ্গর-চোষা" মাছ। আহা, ও-লোভ কি ছাড়া যায় ? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ কোরে তেল ভাস্‌চে, আর খোস্‌বু কত দূর ছুটেচে, তা "থ্যাব্‌ড়াই" বল্‌তে পারে। তার উপর সে দৃশ্য কি—সাদা, লাল, জরদা,—এক জায়গায় ! আসল ইংরেজি শুয়ারের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়সির চারি ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রং-বেরঙ্গের গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্চে !!

এবার সব চুপ্—নোড়ো চোড়ো না , আর দেখ—তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়সির কাছে কাছে ঘুরচ ; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখ্‌চে। দেখুক। চুপ্, চুপ্—এইবার চিৎ হল—ঐ যে আড়ে গিল্‌চে , চুপ্—গিল্‌তে দাও। তখন "থ্যাব্‌ড়া" অবসরক্রমে, আড় হয়ে,

টোপ উদরস্থ কোরে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়লো টান্! বিস্মিত "থ্যাব্ড়া", মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উল্‌টো উৎপত্তি!! বঁড়সি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠ্‌লো—টান্ ভাই টান্। ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর! বাপ্, কি মুখ! ওযে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান্—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েচে। ঐ যে বঁড়সিটা বিঁধেচে—ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড়—টান্। থাম্ থাম্—ও আবার পুলিস মাঝি! ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও ত—নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙ্গে যায়। আবার টান্—কি ভারি হে? ও মা, ও কি? তাইত হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে, ও ঝুল্‌চে কি? ও যে—নাড়ি ভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ি ভুঁড়ি বেরুল যে! যাক্, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক্, বোঝা কমুক্; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চল্‌বে না। টান্—এই এলো। এইবার জাহাজের ওপর ফেল; ভাই হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার

দড়ি ছাড—ধুপ্! বাবা, কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ কোরেই জাহাজের উপর পড়লো! সাবধানের মার নেই—ঐ কড়ি কাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মার—ওহে ফৌজি-ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ।—"বটে ত"। রক্ত মাথা গায়, কাপড়ে, ফৌজি যাত্রী, কড়ি কাঠ উঠিয়ে, দুম্ দুম্ দিতে লাগ্‌লো হাঙ্গরের মাথায়। আর মেয়েরা—আহা কি নিষ্ঠুর, মের না ইত্যাদি চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো—অথচ দেখ্‌তেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এই খানেই বিরাম হোক্। কেমন কোরে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগ্‌লো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন অন্ত্র, ভিন্ন দেহ, ছিন্ন হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, নড়তে লাগ্‌লো; কেমন কোরে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো, এক রাশ বেরুলো—সে সব কথা থাক্। এই পর্য্যন্ত যে, সে দিন আমার খাওয়া দাওয়ার দফা প্রায় মাটি হয়ে গিয়েছিলো। সব জিনিষেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগ্‌লো।

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন।

সুয়েজ খাল। ফর্ডিনেণ্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভূমধ্য-সাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে, ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের

অত্যন্ত সুবিধা হয়েচে। মানব জাতির উন্নতির বর্ত্তমান অবস্থার জন্যে যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ করচে, তার মধ্যে বোধ হয়, ভারতের বাণিজ্য সর্ব্বপ্রধান। অনাদি কাল হতে, উর্ব্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে, ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সূতি কাপড় তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি, ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেতো। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হোত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান, ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই, যে দেশ যখন সভ্য হোত, তখনই ঐ সকল জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চল্‌তো; একটি ডাঙ্গাপথে আফগানি ইরাণী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে রেড্‌সি হয়ে। সিকন্দর সা, ইরাণ-বিজয়ের পর, নিয়ার্কস্‌ নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিতসাগর দিয়ে, রাস্তা দেখ্‌তে পাঠান। বাবিল ইরাণ গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য্য যে কত পরিমাণে ভারতের

ভারতের বাণিজ্যই সকল জাতির উন্নতির কারণ।

ভারতের পণ্য।

বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতো, তা অনেকে জানে না। রোম ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস্ ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল কোরে ইতালীয়দের ভারতবাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ কোরে দিলে, তখন জেনোয়া নিবাসী কলম্বুস (ক্রিস্টাফোরো কলাম্বো), আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বুসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যেই আমেরিকার আদিম-নিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধু নদের "সিন্ধু" "ইন্দ্" দুই নামই পাওয়া যায়, ইরাণীরা তাকে "হিন্দ", গ্রীকরা "ইণ্ডুস" কোরে তুললে, তাই থেকে ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু দাঁড়াল—কালা (খারাপ), যেমন এখন—নেটিভ।

এদিকে পোর্ত্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে, আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পর্ত্তুগালের উপর সদয়া হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে, ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের

উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিষপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্চে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। একথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার কোর্‌তে চায় না। ভারত—নেটিভ্‌পূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মান্‌তে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়্‌বো? ভেবে দেখ কথাটা কি। ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ কোরে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্চে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য, ওলটপালট হয়ে যাচ্চে। হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য। আর তুমি?—কে ভাবে একথা। স্বামিজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেচেন,

ইউরোপ ভারতের সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

ভারতের ছোট জাত পূজার্হ।

দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে, আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখেনা, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে, অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, ও নির্ভীক কার্য্যকারিতা;—আমাদের গরীবেরা ঘর দুয়ারে দিন রাত যে মুখ বুজে কর্ত্তব্য কোরে যাচ্চে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য,—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।

খালের ইতিহাস।

এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিষ। প্রাচীন মিসরের কোনো বাদশাহের সময় কতকগুলি লবণাম্বু জলা, খাতের দ্বারা সংযুক্ত কোরে, উভয়সমুদ্রস্পর্শী এক খাত তৈয়ার হয়। মিসরে রোমরাজ্যের শাসন কালেও মধ্যে মধ্যে ঐ খাত মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়।

পরে মুসলমান সেনাপতি অমরু, মিসর বিজয় কোরে ঐ খাতের বালুকা উদ্ধার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বদ্‌লে এক প্রকার নূতন কোরে তোলেন।

সুয়েজ জাহাজ যাতায়াতের বন্দোবস্ত।

তারপর বড় কেউ কিছু করেন নি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি, মিসরখেদিব ইস্মায়েল, ফরাসীদের পরামর্শে, অধিকাংশ ফরাসী অর্থে, এই খাত খনন করান। এ খালের মুস্কিল হচ্ছে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুণ পুনঃ পুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড় বাণিজ্য-জাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্য-জাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন, একখানি জাহাজ যাচ্ছে আর একখানি আসচে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে—এই জন্যে সমস্ত খালটি কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েচে এবং প্রত্যেক ভাগের দুই মুখে কতকটা স্থান এমন ভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া আছে, যাতে দুই তিন খানি জাহাজ একত্রে থাকতে পারে। ভূমধ্যসাগরমুখে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল ষ্টেসনের মত ষ্টেসন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটি খালে প্রবেশ করবামাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি আসচে, কখানি যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তারা কে

কোথায় তা খবর যাচ্ছে এবং একটি বড় নক্সার উপর চিহ্নিত হচ্ছে। একখানির সামনে যদি আর একখানি আসে, এইজন্য এক ষ্টেসনের হুকুম না পেলে আর এক ষ্টেসন পর্য্যন্ত জাহাজ যেতে পায় না।

এই সুয়েজ খাল ফরাসীদের হাতে। যদিও খাল-কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরাজদের তথাপিও সমস্ত কার্য্য ফরাসীরা করে—এটি রাজনৈতিক মীমাংসা।

ভূমধ্যসাগর—আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র।

এবার ভূমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এসিয়া আফ্রিকা, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতি-নীতি খাওয়াদাওয়া শেষ হল, আর এক প্রকার আকৃতি প্রকৃতি, আহার বিহার, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, আরম্ভ হল—ইউরোপ এল। শুধু তাই নয়—নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দী ব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এই খানে। যে ধর্ম্ম যে বিদ্যা যে সভ্যতা যে মহাবীর্য্য আজ ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়েছে, এই ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বই তার জন্মভূমি। ঐ দক্ষিণে—ভাস্কর্য্যবিদ্যার আকর, বহুধনধান্যপ্রসূ, অতি প্রাচীন, মিসর; পূর্ব্বে—ফিনিসিয়ান, ফিলিষ্টিন, য়াহুদী,

মহাবল বাবিল, আসীব ও ইরাণী সভ্যতার প্রাচীন রঙ্গভূমি—আসিয়া মাইনর; উত্তরে—সর্ব্বাশ্চর্য্যময় গ্রীক-জাতির প্রাচীন লীলাক্ষেত্র।

স্বামিজী। দেশ নদী পাহাড় সমুদ্রের কথা ত অনেক শুন্‌লে, এখন প্রাচীন কাহিনী কিছু শোন। এ প্রাচীন কাহিনী বড় অদ্ভুত। গল্প নয়—সত্য; মানবজাতির যথার্থ ইতিহাস। এই সকল প্রাচীন দেশ কালসাগরে প্রায় লয় হয়েছিল। যা কিছু লোকে জান্‌তো, তা প্রায় প্রাচীন যবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবেল নামক য়াহুদী পুরাণের অত্যদ্ভুত বর্ণনা মাত্র। এখন পুরাণো পাথর, বাড়ী, ঘর, টালিতে লেখা পুঁথি, আর ভাষাবিশ্লেষ শত মুখে গল্প কোর্‌চে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েচে, এখনই কত আশ্চর্য্য কথা বেরিয়ে পড়েচে, পরে কি বেরুবে কে জানে? দেশ দেশান্তরের মহা মহা পণ্ডিত দিন রাত এক টুক্‌রো শিলালেখ বা ভাঙ্গা বাসন বা একটা বাড়ী বা একখান টালি নিয়ে মাথা ঘামাচ্চেন, আর সেকালের লুপ্ত বার্ত্তা বার কোর্‌চেন।

জগতের প্রাচীন কাহিনী।

যখন মুসলমান নেতা ওস্‌মান্, কনষ্টাণ্টিনোপল দখল কোর্‌লে, সমস্ত পূর্ব্ব ইউরোপে ইসলামের ধ্বজা সগর্ব্বে উড়িতে লাগ্‌লো, তখন প্রাচীন গ্রীকদিগের যে সকল

পুস্তক, বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নির্ব্বীর্য্য বংশধরদের কাছে লুকান ছিল, তা পশ্চিম-ইউরোপে পলায়মান গ্রীক্‌দের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো। গ্রীকেরা রোমের বহুকাল পদানত হয়েও বিদ্যা বুদ্ধিতে রোমক-দের গুরু ছিল। এমন কি, গ্রীকেরা ক্রিশ্চান হওয়ায় এবং গ্রীক্‌ ভাষায় ক্রিশ্চানদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ লিখিত হওয়ায়, সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে ক্রিশ্চান ধর্ম্মের বিজয় হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, যাদের আমরা যবন বলি, যারা ইউরোপী সভ্যতার আদ্‌গুরু, তাদের সভ্যতার চরম উত্থান ক্রিশ্চানদের অনেক পূর্ব্বে। ক্রিশ্চান হয়ে পর্য্যন্ত তাদের বিদ্যা বুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়ে গেল, কিন্তু যেমন হিন্দুদের ঘরে পূর্ব্ব-পুরুষদের বিদ্যা বুদ্ধি কিছু কিছু রক্ষিত আছে, তেমনি ক্রিশ্চান গ্রীক্‌দের কাছে ছিল; সেই সকল পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাতেই ইংরাজ, জর্ম্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ। গ্রীক্‌ভাষা, গ্রীকবিদ্যা শেখবার একটা ধুম পড়ে গেল। প্রথমে যা কিছু ঐ সকল পুস্তকে ছিল, তা হাড়-শুদ্ধ গেলা হল। তারপর যখন নিজেদের বুদ্ধি মার্জ্জিত

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সম্বন্ধ।

গ্রীক বিদ্যার চর্চ্চা হইতে ইউরোপী সভ্যতার জন্ম ও জড়তত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি।

হয়ে আসতে লাগ্‌লো এবং ক্রমে ক্রমে পদার্থ-বিদ্যার অভ্যুত্থান হতে লাগ্‌লো, তখন ঐ সকল গ্রন্থের সময় প্রণেতা, বিষয়, যাথাতথ্য ইত্যাদির গবেষণা চল্‌তে লাগ্‌লো। কৃশ্চানদের ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি ছাড়া প্রাচীন অকৃশ্চান গ্রীকদের সমস্ত গ্রন্থের উপর মতামত প্রকাশ কোর্‌তে ত আর কোনও বাধা ছিল না, কাজেই বাহ্য এবং আভ্যন্তর সমালোচনার এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়লো।

প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের উপায়।

মনে কর, একখানা পুস্তকে লিখ্‌চে যে অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কেউ দয়া কোরে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেচেন বল্‌লেই কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেষ সে কালের, অনেক কথাই কল্পনা থেকে লিখ্‌তো, আবার প্রকৃতি, এমন কি, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অল্প ছিল, এই সকল কারণ গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগ্‌লো; মনে কর, এক জন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেচেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত বলে এক-জন রাজা ছিলেন। যদি ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ঐ সময়ে ঐ রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তা হলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ হল বৈ কি। যদি চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলো টাকা

১ম উপায়।

পাওয়া যায় বা তাঁর সময়ের একটা বাড়ী পাওয়া যায়, যাতে তাঁর উল্লেখ আছে, তাহলে আর কোন গোলই রইলো না।

মনে কর, আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে, একটা ঘটনা সিকন্দর বাদসার সময়ের, কিন্তু তার মধ্যে দুএকজন রোমক বাদসার উল্লেখ রয়েছে, এমন ভাবে রয়েছে যে, প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়—তা হলে সে পুস্তকটি সিকন্দর বাদসার সময়ের নয় বলে প্রমাণ হল।

২য় উপায়।

অথবা ভাষা—সময়ে সময়ে সকল ভাষারই পরিবর্ত্তন হচ্চে, আবার এক-এক লেখকের এক একটা ঢঙ্ থাকে। যদি একটা পুস্তকে খামকা একটা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা লেখকের বিপরীত ঢঙ্গে থাকে, তা হলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ হবে। এই প্রকার নানা প্রকারে সন্দেহ, সংশয়, প্রমাণ প্রয়োগ কোরে গ্রন্থতত্ত্ব নির্ণয়ের এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়্লো।

৩য় উপায়।

তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান দ্রুতপদসঞ্চারে নানা দিক্ হতে রশ্মিবিকীরণ কর্তে লাগ্লো; ফল—যে পুস্তকে কোনও অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য হয়ে পড়্লো।

৪র্থ উপায়।

সকলের উপর—মহাতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইউ-রোপে প্রবেশ এবং ভারতবর্ষে, ইউফ্রেটিস্ নদীতটে ও মিসরদেশে, প্রাচীন শিলালেখের পুনঃ পঠন; আর বহুকাল ভূগর্ভে বা পর্ব্বতপার্শ্বে লুক্কায়িত মন্দিরাদির আবিষ্ক্রিয়া ও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান। পূর্ব্বে বলেচি যে, এ নূতন গবেষণা বিদ্যা "বাইবল" বা "নিউটেষ্টামেণ্ট" গ্রন্থগুলিকে আলাদা রেখেছিল। এখন মার-ধোর, জেন্ত পোড়ানত আর নেই, কেবল সমাজের ভয়; তা উপেক্ষা কোরে অনেকগুলি পণ্ডিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায় বিশ্লেষ করেচেন। আশা করি, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তককে ওঁরা যেমন বেপরোয়া হয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করেন, কালে সেই প্রকার সৎসাহসের সহিত য়াহুদী ও কৃশ্চান পুস্তকাদিকেও করবেন। একথা বলি কেন, তার একটা উদাহরণ দিই—মাস্‌পেরো বলে এক মহাপণ্ডিত, মিসর প্রত্নতত্ত্বের অতি প্রতিষ্ঠ লেখক, 'ইস্তোয়ার আন্সিএন ওরিআঁতাল' বলে মিসর ও বাবিলদিগের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখেচেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদের ইংরাজীতে তর্জ্জমা পড়ি। এবার ব্রিটিশ মিউজিয়মের (British

৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম উপায়।

ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ মাস্‌পেরো।

Museum) এক অধ্যক্ষকে কয়েকখানি মিসর ও বাবিল সম্বন্ধী গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মাস্‌পেরোর গ্রন্থের কথা উল্লেখ হয়। তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে শুনে তিনি বল্লেন যে, ওতে হবে না, অনুবাদক কিছু গোঁড়া কৃশ্চান ; এজন্য যেখানে যেখানে মাস্‌পেরোর অনুসন্ধান খ্রীষ্টধর্ম্মকে আঘাত করে, সে সব গোলমাল কোরে দেওয়া আছে ! মূল ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ পড়্‌তে বল্লেন। পড়ে দেখি তাইত—এ

ইংরেজ অনুবাদকের গোঁড়ামি।

যে বিষম সমস্যা। ধর্ম্মগোঁড়ামিটুকু কেমন জিনিষ জান ত ?—সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই অবধি ওসব গবেষণাগ্রন্থের তর্জ্জমার ওপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেচে।

জাতিবিদ্যা।

আর এক নূতন বিদ্যা জন্মেচে, যার নাম জাতিবিদ্যা অর্থাৎ মানুষের রঙ্গ, চুল, চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে, শ্রেণীবদ্ধ করা।

ভিন্ন জাতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী।

জর্ম্মানরা সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হলেও সংস্কৃত আর প্রাচীন আসিরীয় বিদ্যায় বিশেষ পটু ; বর্গস্‌ প্রভৃতি জর্ম্মান পণ্ডিত ইহার নিদর্শন। ফরাসীরা প্রাচীন মিসরের তত্ত্ব উদ্ধারে বিশেষ সফল—মাস্‌পেরোপ্রমুখ মণ্ডলী

ফরাসী। ওলন্দাজেরা যাহুদী ও প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্লেষণে বিশেষ প্রতিষ্ঠ—কূনা প্রভৃতি লেখক জগৎপ্রসিদ্ধ।

ইংরেজরা অনেক বিদ্যার আরম্ভ কোরে দিযে, তারপর সরে পড়ে।

এই সকল পণ্ডিতদের মত কিছু বলি। যদি ভাল না লাগে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করো, আমায় দোষ দিও না।

হিঁদু, য়াহুদী, প্রাচীন বাবিলি, মিসরি প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের মতে, সমস্ত মানুষ এক আদিম পিতা-মাতা হতে অবতীর্ণ হযেচে। একথা এখন বড় লোকে মানতে চায না।

কালো কুচকুচে, নাকহীন, ঠোঁটপুরু, গড়ানে কপাল, আর কোঁকড়া চুল কাফ্রী দেখেচ? প্রায় ঐ ঢঙ্গের গড়ন তবে আকারে ছোট, চুল অত কোঁকড়া নয, সাওতালি, আণ্ডামানি, ভিল, দেখেচ? প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো (Negro)। ইহাদের বাসভূমি আফ্রিকা। দ্বিতীয জাতির নাম নেগ্রিটো (Negrito)—ছোট নিগ্রো; ইহারা প্রাচীন কালে আরাবের কতক অংশে, ইউফ্রেটিস্ তটের অংশে, পারস্যের দক্ষিণভাগে ভারতবর্ষময, আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে, মায় অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বাস করত। আধুনিক

নিগ্রো ও নেগ্রিটো জাতির চেহারা।

সময়ে ভারতের কোন কোন ঝোড় জঙ্গলে, আণ্ডামানে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইহারা বর্ত্তমান।

লেপ্‌চা, ভুটিয়া, চীনি প্রভৃতি দেখেচ?—সাদা রঙ্গ বা হল্‌দে, সোজা কালো চুল? কালো চোক, কিন্তু চোক কোনাকুনি বসান, দাঁড়ি গোঁফ অল্প, চেপ্টা মুখ, চোকের নীচের হাড় দুটো ভারি উঁচু।

মোগল ও মোগলইড্ বা তুরাণি জাতি।

নেপালি, বর্ম্মি, সায়েমি, মালাই, জাপানি দেখেচ? এরা ঐ গড়ন, তবে আকারে ছোট।

এ শ্রেণীর দুই জাতির নাম মোগল আর মোগলইড্ (ছোট মোগল)। 'মোগল' জাতি এক্ষণে অধিকাংশ আসিয়াখণ্ড দখল কোরে বসেচে। এরাই মোগল, কাল্‌ মুগ হুন, চীন, তাতার, তুর্ক, মানচু, কিরগিজ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হয়ে, এক চীন ও তিব্বতি সওয়ায়, তাঁবু নিয়ে আজ এদেশ, কাল ওদেশ করে, ভেড়া ছাগল গরু ঘোড়া চরিয়ে বেড়ায়, আর বাগে পেলেই পঙ্গপালের মত এসে দুনিয়া ওলট-পালট কোরে দেয়। এদের আর একটি নাম তুরাণি। ইরাণ তুরাণ—সেই তুরাণ।

রঙ্গ কালো কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কালো চোক—প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোনিয়ায় বাস করত এবং অধুনা ভারতময়,—বিশেষ, দক্ষিণদেশে

বাস করে, ইউরোপেও এক আধ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায়,—এ এক জাতি। ইহাদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ি।

দ্রাবিড়ি জাতি।

সাদা রঙ্গ, সোজা চোক কিন্তু কান নাক—রামছাগলের মুখের মত বাঁকা আর ডগা মোটা, কপাল গড়ান, ঠোঁট পুরু—যেমন উত্তর আরাবের লোক, বর্ত্তমান যাহুদী, প্রাচীন বাবিল, আসিরী, ফিনিস্ প্রভৃতি; ইহাদের ভাষাও এক প্রকারের; ইহাদের নাম সেমিটিক্।

সেমিটিক্ জাতি।

আর যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ্গ সাদা, চুল কালো বা কটা, চোক কাল বা নীল, এদের নাম আরিয়ান্।

আরিয়ান বা আর্য্য।

বর্ত্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। উহাদের মধ্যে যে জাতির ভাগ অধিক যে দেশে, সে দেশের ভাষা ও আকৃতি অধিকাংশই সেই জাতির ন্যায়।

বর্ত্তমান সকল জাতিই মিশ্র।

উষ্ণদেশ হলেই যে রঙ্গ কালো হয় এবং শীতল দেশ হইলেই যে বর্ণ সাদা হয়, একথা এখানকার অনেকেই মানেন না। কালো এবং সাদার মধ্যে যে বর্ণগুলি সেগুলি অনেকের মতে, জাতি-মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েচে।

মিশ্রনেই রঙ্গ বদল হয়।

মিসর ও প্রাচীন বাবিলের সভ্যতা পণ্ডিতদেব মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ সকল দেশে, খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের বাড়ী-ঘর-দোর পাওযা যায। ভারতবর্ষে জোর চন্দ্রগুপ্তেব সময়ের যদি কিছু পাওযা গিযা থাকে,—খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বৎসর মাত্র। তার পূর্ব্বের বাড়ী ঘর এখনও পাওযা যায নাই।* তবে তাব বহু পূর্ব্বের পুস্তকাদি আছে, যা অন্য কোনও দেশে পাওযা যায না। পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেচেন যে, হিন্দুদের "বেদ" অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজার (৫০০০) বৎসর আগে বর্ত্তমান আকারে ছিল।

বর্ত্তমান ইউ-রোপী সভ্যতা।

এই ভূমধ্যসাগর প্রান্ত,—যে ইউরোপী সভ্যতা এখন বিশ্বজযী, তাহার জন্মভূমি। এই তটভূমিতে মিসরি, বাবিলি, ফিনিক্, যাহুদী প্রভৃতি সেমিটিক্ জাতিবর্গ ও ইরাণি, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্য্যজাতির সংমিশ্রনে—বর্ত্তমান ইউরোপী সভ্যতা।

মিসর-তত্ত্ব।

"রোজেট্টা ষ্টোন" নামক একখণ্ড বৃহৎ শিলালেখ মিশরে পাওযা যায। তাহার উপর জীবজন্তুর লাঙ্গুল ইত্যাদি রূপ চিত্রলিপিতে লিখিত এক লেখ আছে, তাহার নীচে আর এক প্রকার লেখ,

* কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে, পাঞ্জাবের মণ্টগোমেরি জেলায় হরপ্পা গ্রামের ভূগর্ভে খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরেব পূর্ব্বেকার সভ্যতাব গৃহাদি সকল নিদর্শনই পাওয়া গিয়াছে।

সকলের নিম্নে গ্রীক ভাষার অনুযায়ী লেখ। একজন পণ্ডিত ঐ তিন লেখ-কে এক অনুমান করেন। কপ্ত নামক যে ক্রিশ্চিয়ান জাতি এখনও মিসরে বর্ত্তমান এবং যাহারা প্রাচীন মিসরিদের বংশধর বলে বিদিত, তাদের লেখের সাহায্যে, তিনি এই প্রাচীন মিসরি লিপির উদ্ধার করেন। ঐরূপ বাবিলিদের ইট এবং টালিতে খোদিত ভল্লাগ্রের ন্যায় লিপিও ক্রমে উদ্ধার হয়। এদিকে ভারতবর্ষের লাঙ্গলাকৃতি কতকগুলি লেখ মহারাজা অশোকের সমসাময়িক লিপি বলিয়া আবিষ্কৃত হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। মিসরময় নানা প্রকার মন্দির, স্তম্ভ, শবাধার ইত্যাদিতে যে সকল চিত্রলিপি লিখিত ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলি পঠিত হয়ে, প্রাচীন মিসর-তত্ত্ব বিশদ কোরে ফেলেচে।

ভারতবর্ষ হইতে মিসরে আগমন।

মিসরিরা সমুদ্রপার "পন্ট" নামক দক্ষিণ দেশ হতে মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ "পন্ট"-ই বর্ত্তমান মালাবার, এবং মিসরিরা ও দ্রাবিড়িরা এক জাতি। ইহাদের প্রথম রাজার নাম "মেনুস্।" ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মও কোনও কোনও অংশে আমাদের পৌরাণিক কথার ন্যায়। "শিবু" দেবতা "নুই" দেবীর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে-

ছিলেন, পরে আর এক দেবতা "শু" এসে, বলপূর্ব্বক "সুই"কে তুলে ফেললেন। "সুই"র শরীর আকাশ হল, দুহাত আর দুপা হল সেই আকাশের চার স্তম্ভ। আর "শিবু" হলেন পৃথিবী। "সুই"র পুত্র কন্যা "অসিরিস্" আর "ইসিস্," মিসরের প্রধান দেব দেবী, এবং তাঁহাদের পুত্র "হোরস্" সর্ব্বোপাস্য। এই তিনজন এক সঙ্গে উপাসিত হতেন। "ইসিস্" আবার গো-মাতা রূপে পূজিত।

হিন্দুদের ন্যায় দেব দেবী ও গো-পূজা।

পৃথিবীতে "নীল" নদের ন্যায়, আকাশে ঐ প্রকার নীলনদ আছেন—পৃথিবীর নীলনদ তাহার অংশ মাত্র। সূর্য্যদেব, ইহাদের মতে নৌকায় কোরে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন; মধ্যে মধ্যে "অহি" নামক সর্প তাঁহাকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হয়।

নীল নদ ও সূর্য্যদেব।

চন্দ্রদেবকে এক শূকর মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করে এবং খণ্ড খণ্ড কোরে ফেলে, পরে ১৫ দিন তাঁর সারতে লাগে। মিসরের দেবতা-সকল কেউ "শৃগালমুখ" কেউ "বাজের" মুখযুক্ত, কেউ "গোমুখ" ইত্যাদি।

চন্দ্রদেব।

সঙ্গে সঙ্গেই ইউফ্রেটিস্ তীরে আর এক সভ্যতার উত্থান হয়েছিল। তাদের মধ্যে "বাল", "মোলখ",

"ইস্তারত" ও "দমুজি" প্রধান। "ইস্তারত," "দমুজি" নামক মেষপালকের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন। এক বরাহ দমুজিকে মেরে ফেল্লে। পৃথিবীর নীচে, পরলোকে, "ইস্তারত," "দমুজির" অন্বেষণে গেলেন। সেথায় "আলাৎ" নামক ভয়ঙ্করী দেবী, তাঁকে বহু যন্ত্রণা দিলে। শেষে "ইস্তারত" বল্লেন যে, আমি "দমুজিকে" না পেলে মর্ত্তালোকে আর যাব না। মহা মুস্কিল;—উনি হলেন কামদেবী, উনি না এলে মানুষ জন্তু, গাছপালা আর কিছুই জন্মাবে না। তখন দেবতারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রতি বৎসর "দমুজি" চার মাস থাক্‌বেন পরলোকে—পাতালে, আর আট মাস থাকবেন মর্ত্ত্যলোকে। তখন "ইস্তার" ফিরে এলেন,—বসন্তের আগমন হল, শস্যাদি জন্মাল।

বাবিলদিগের দেব দেবী—মোলখ, ইস্তারত ইত্যাদি।

এই "দমুজি" আবার "আদুনোই" বা আদুনিস্ নামে বিখ্যাত। সমস্ত সেমিটিক্ জাতিদের ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অবান্তর ভেদে প্রায় একরকমই ছিল। বাবিলি, যাহুদী, ফিনিক্ ও পরবর্ত্তী আরাবদের একই প্রকার উপাসনা ছিল। প্রায় সকল দেবতারই নাম "মোলখ" (যে শব্দটি বাঙ্গলা ভাষাতে মালিক্, মুল্লুক ইত্যাদি রূপে এখনও রয়েচে) অথবা "বাল", তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারুর কারুর মত—এ "আলাৎ"দেবতা পরে আরাবদিগের "আল্লা" হলেন

এই সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল। "মোলখ" বা "বালে"র নিকট পুত্রকন্যাকে জীবন্ত পোড়ান হোত। "ইস্তাবতে"র মন্দিরে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কামসেবা প্রধান অঙ্গ ছিল।

বাইবলের সময়।

য়াহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মতে "বাইবল" নামক ধর্ম্মগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দী হতে আরম্ভ হয়ে খ্রীঃ পর পর্য্যন্ত লিখিত হয়। বাইবলের অনেক অংশ যা পূর্ব্বের বলে প্রথিত, তাহা অনেক পরের। এই বাইবলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি "বাবিল" জাতির। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবন বর্ণনা অনেক স্থলে বাইবল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদসারা যখন আসিয়া-মাইনরের উপর রাজত্ব কর্ত্তেন, সেই সময়ে অনেক "পারসী" মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব; আত্মা বা পরলোক নাই। নবীন ভাগে "পারসীদের" পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয়; এবং সয়তান-বাদটি একেবারে "পারসীদের"।

বাবিল ও পারসী ধর্ম্মমত গ্রহণ।

য়াহুদীদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ "যাভে" নামক

"মোলখের" পূজা। এই নামটি কিন্তু য়াহুদী ভাষার নয়, কারুর কারুর মতে ঐটি মিসরী শব্দ। কিন্তু কোথা থেকে এল কেউ জানে না। বাইবলে বর্ণনা আছে যে, যাহুদীরা মিসরে আবদ্ধ হয়ে অনেক দিন ছিল,—সে সব এখন কেউ বড় মানে না এবং "ইব্রাহিম", "ইসহাক", "ইয়ুসুফ" প্রভৃতি গোত্রপিতাদের রূপক বলে প্রমাণ করে।

যাহুদী ধর্ম।

য়াহুদীরা "যাভে" এ নাম উচ্চারণ কর্‌ত না, তার স্থানে "আদুনোই" বল্‌ত। যখন যাহুদীরা, ইস্রেল আর ইফ্রেম দুই শাখায় বিভক্ত হল, তখন দুই দেশে দুটি প্রধান মন্দির নির্ম্মিত হল। জিরুসালেমে ইস্রেল-দের যে মন্দির নির্ম্মিত হল, তাতে "যাভে" দেবতার একটি নর-নারী সংযোগ মূর্ত্তি একটি সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হোত। দ্বারদেশে একটি বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে "যাভে" দেবতা, সোণামোড়া বৃষের মূর্ত্তিতে পূজিত হতেন।

উভয় স্থানেই, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবতার নিকট জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হোত এবং একদল স্ত্রীলোক ঐ দুই মন্দিরে বাস কর্‌ত,—তারা মন্দিরের মধ্যেই বেশ্যাবৃত্তি কোরে যা উপার্জ্জন কর্‌ত, তা মন্দিরের ব্যয়ে লাগ্‌ত।

ক্রমে য়াহুদীদের মধ্যে একদল লোকের প্রাতুর্ভাব হল; তাঁরা গীত বা নৃত্যের দ্বারা আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এঁদের নাম নবী বা Prophet (ভাববাদী)। এঁদের মধ্যে অনেকে ইরাণীদের সংসর্গে মূর্ত্তিপূজা, পুত্রবলি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে পড়্‌ল। ক্রমে, বলির যায়গায়, হল "সুন্নত্‌"। বেশ্যাবৃত্তি, মূর্ত্তি আদি ক্রমে উঠে গেল; ক্রমে ঐ নবী-সম্প্রদায়ের মধ্য হতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সৃষ্টি হল।

নবী ও পারসী ধর্ম।

"ঈশা" নামক কোনও পুরুষ কখনও জন্মেছিলেন কিনা এ নিয়ে বিষম বিতণ্ডা। "নিউ টেষ্টামেণ্টের" যে চার পুস্তক, তার মধ্যে সেণ্ট্‌জন নামক পুস্তক ত একেবারে অগ্রাহ্য হয়েচে। বাকি তিনখানি, কোনও এক প্রাচীন পুস্তক দেখে লেখা—এই সিদ্ধান্ত; তাও "ঈশা," হজরতের যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে তার অনেক পরে।

ঈশা কি ঐতিহাসিক? Higehr criticism.

তার উপর যে সময় "ঈশা" জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময় ঐ য়াহুদীদের মধ্যে দুজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন, "জোসিফুস্‌" আর "ফিলো"। এঁরা য়াহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ

করেচেন, কিন্তু ঈশা বা কৃশ্চীবানদের নামও নাই; অথবা রোমান জজ্ তাঁকে ক্রুশে মার্‌তে হুকুম দিয়েছিল, এর কোনও কথাই নাই। জোসিফুসের পুস্তকে এক ছত্র ছিল, তা এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হয়েচে।

রোমকরা ঐ সময়ে য়াহুদীদের উপর রাজত্ব কর্‌ত, গ্রীকেরা সকল বিদ্যা শিখাত। ইহারা সকলেই য়াহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেচেন, কিন্তু "ঈশা" বা কৃশ্চীয়ানদের কোনও কথাই নাই।

আবার মুস্কিল যে, যে সকল কথা, উপদেশ, বা মত, নিউটেস্টামেণ্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, ও সমস্তই নানা দিক্‌দেশ হতে এসে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই, য়াহুদীদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল এবং "হিলেল্" প্রভৃতি রাব্বিগণ (উপদেশক) প্রচার করছিলেন। পণ্ডিতরা ত এই সব বল্‌চেন; তবে অন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন সাঁ৷ কোরে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তা বল্‌লে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্চেন। এর নাম "হাইয়ার ক্রিটিসিস্‌ম্" (Higher criticism)।

ভারতে প্রকৃত বিদ্যা-চর্চ্চার বিঘ্ন।

পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী, এই প্রকার, দেশ দেশান্তরের ধর্ম্ম, নীতি, জাতি ইত্যাদির আলোচনা করচেন। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় কিছুই নাই। হবে কি কোরে—এক বেচারা, ১০ বৎসর হাড়গোড় ভাঙ্গা পরিশ্রম কোরে,

যদি এই রকম একখানা বই তর্জ্জমা করে, ত সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে?

একে দেশ অতি দরিদ্র, তাতে বিদ্যা একেবারে নেই বল্লেই হয়। এমন দিন কি হবে যে, আমরা নানা প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা করবো?—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং—যৎ কৃপা"।—মা জগদম্বাই জানেন।

জাহাজ নেপল্‌সে লাগ্‌ল—আমরা ইতালীতে পৌঁছুলাম। এই ইতালীর রাজধানী, রোম। এই রোম, সেই প্রাচীন মহাবীর্য্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী—যাহার রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, উপনিবেশ সংস্থাপন, পরদেশ-বিজয়, এখনও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ।

ইউরোপ—
ইতালী।

নেপল্‌স্ ত্যাগ কোরে জাহাজ মার্সাইলে লেগেছিল, তারপর একেবারে লণ্ডন।

ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের ত নানা কথা শোনা আছে,—তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতি-নীতি আচার ইত্যাদি—তা আর আমি কি বল্‌বো। তবে—ইউরোপী সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত—এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌বার রইল। শরীর

কাউকে ছাড়েনা তারা, অতএব বারান্তরে সে সব কথা বল্‌তে চেষ্টা করবো। অথবা বল কি হবে? বকা-বকি বলা-কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙ্গালীর) মত কে বা মজবুত? যদি পার ত কোরে দেখাও। কাজ কথা কউক, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা ব'লে রাখি,—গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগ্‌লো তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগ্‌লো। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড। বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুন্‌লে বা না-শুন্‌লে, বুঝ্‌লে বা না-বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা কর্‌লে, কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্চেন শোভামাত্র, দেশের বাহার।—কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্চে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না; কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে,—এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ

গরীবদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি।

বাধা বিঘ্নে শক্তি বৃদ্ধি।

প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।

* * * * *

ইউরোপ ভ্রমণ—কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্‌।

আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাক্‌লে, সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন? পা নিরীক্ষণ কোরে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেচি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল—সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌ-চাক্‌লা, তায় চক্কর ফক্কর বড় দেখা গেল না। যা হক্‌—যখন কিম্বদন্তী রয়েচে, তখন মেনে নিলুম যে, আমার পা চক্রময়। ফল কিন্তু সাক্ষাৎ—এত মনে করলুম যে, পারিতে বসে কিছুদিন ফরাসী ভাষা, সভ্যতা আলোচনা করা যাবে, পুরাণ বন্ধু বান্ধব ত্যাগ কোবে, এক গরীব ফরাসী নবীন বন্ধুর বাসায় গিয়ে বাস করলুম,—(তিনি জানেন না ইংরাজী, আমার ফরাসী—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।) বাসনা যে, বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায়, কাজে কাজেই ফরাসী বল্‌বার উদ্যোগ হবে আর গড় গড়িয়ে ফরাসী ভাষা এসে পড়বে;—কোথায় চল্লুম ভিয়েনা, তুরকি, গ্রীস, ইজিপ্ত, জেরুসালেম, পর্য্যটন কর্ত্তে। ভবিতব্য কে

ঘোচায় বল। তোমায় পত্র লিখ্‌চি, মুসলমান প্রভুত্বের অবশিষ্ট রাজধানী কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল হতে।

সঙ্গের সঙ্গী।

সঙ্গের সঙ্গী তিন জন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাক্‌লউড, ফরাসী পুরুষ বন্ধু মস্থিয় জুল্‌বোওয়া, ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু, জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে। ফরাসী ভাষায় "মিষ্টর" হচ্চেন "মস্থিয়," আর "মিস্" হচ্চেন "মাদ্‌মোয়াজেল্"—'জ'টা পূর্ব্ব-বাঙ্গালার জ। মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব্ব হতে। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম্ সারা বার্ন্‌হার্ড, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কাল্‌ভে, দুই জনেই ফরাসী, দুজনেই ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান, ও অভিনয় আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার (Dollar) সংগ্রহ করেন। ফরাসী ভাষা—সভ্যতার ভাষা, পাশ্চাত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন, সকলেই

প্রসিদ্ধ গায়িকা কাল্‌ভে ও নটী সারা।

জানে; কাজেই এঁদের ইংরাজী শেখ্‌বার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি নাই। মাদাম্‌ বারন্‌হার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ, অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল! বালিকা, বালক, যা বল তাই —হুবহু—আর সে আশ্চর্য্য আওয়াজ। এরা বলে, তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে। বারন্‌হার্ডের অনুরাগ, বিশেষ —ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারম্বার বলেন, তোমাদের দেশ "ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে"—অতি প্রাচীন অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া কোরে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বেলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন যে "আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউ-সিয়ম বেড়িয়ে, ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা, ঘাট, পরিচয় করেচি।" বারন্‌হার্ডের ভারত দেখ্‌বার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—"সে মঁ র‍্যাভ" (ce mon rave) "সে ম র‍্যাভ"—সে আমার জীবনস্বপ্ন। আবার প্রিন্স অফ্‌ ওয়েলস্‌ তাঁকে বাঘ, হাতী শিকার করাবেন প্রতি-শ্রুত আছেন। তবে বারন্‌হার্ড বল্লেন—সে দেশে যেতে গেলে, দেড় লাখ দু'লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই—"লা দিভিন সারা!!" (La divine sara)—"দেবী সারা"—তাঁর আবার টাকার

অভাব কি ?—যাঁর স্পেসাল ট্রেণ ভিন্ন গতাযাত নেই !—সে ধুম বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজারাজড়া পারে না ; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখ্‌লে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই, তবে, সারা বার্‌নহার্ড বেজায় খর্‌চে। তাঁর ভারত ভ্রমণ কাজেই এখন রইল।

মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম কর্‌বেন,—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেচেন। আমি যাচ্চি—এঁর অতিথি হয়ে। কাল্‌ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন, তা নয়, বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন।

কাল্‌ভের পাণ্ডিত্য ও পূর্ব্বাবস্থা।

অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়, ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে, এখন প্রভূত ধন !—রাজা, বাদসার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম্ মেল্‌বা, মাদাম্ এমা এমস্, প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকল আছেন, জাঁদরেজ কি, প্লাঁস প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়ক সকল আছেন—এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন !—কিন্তু কাল্‌ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা ! অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ—এ সব একত্র সংযোগে কাল্‌ভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়

করেচে। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই। সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য, দুঃখ কষ্ট— যার সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ কোরে কাল্তের এই বিজয় লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েচে। আবার এদেশে উদ্যোগ যেমন, উপায়ও তেমন। আমাদের দেশে উদ্যোগ থাকলেও উপায়ের একান্ত অভাব। বাঙ্গালীর মেয়ের বিদ্যা শেখবার সমধিক ইচ্ছা থাকিলেও উপায়াভাবে বিফল ;—বাঙ্গলা ভাষায় আছে কি শেখবার ? বড় জোড় পচা নভেল নাটক !! আবার বিদেশী ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বিদ্যা, দুচার জনের জন্য মাত্র। এ সব দেশে নিজের ভাষায় অসংখ্য পুস্তক ; তার উপর যখন যে ভাষায় একটা নূতন কিছু বেরুচ্চে, তৎক্ষণাৎ তার অনুবাদ কো'রে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করচে।

মৃস্যির জুল্ বোওয়া প্রসিদ্ধ লেখক ; ধর্ম্ম সকলের, কুসংস্কার সকলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারে বিশেষ নিপুণ। মধ্যযুগে ইউরোপে যে সকল সয়তানপূজা, জাদু, মারণ, উচাটন, ছিটে ফোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র ছিল এবং এবং এখনও যা কিছু আছে, সে সকল ইতিহাসবদ্ধ কোরে এঁর এক প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইনি সুকবি এবং ভিক্তর

জুল্ বোওয়া।

হ্যুগো, লা মার্টিন প্রভৃতি ফরাসী মহাকবি এবং গেটে, সিলার প্রভৃতি জর্মান মহাকবিদের ভেতর যে ভারতের বেদান্ত-ভাব প্রবেশ করেচে, সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রই দেখ্‌চি বেদান্তী; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকার কর্‌তে চায় না, নিজের সম্পূর্ণ নূতনত্ব বাহাল রাখ্‌তে চায়—যেমন হারবার্ট স্পেনসার প্রভৃতি, কিন্তু অধিকাংশরাই স্পষ্ট স্বীকার করে। এবং না কোরে যায় কোথা—এ তার, রেলওয়ের, খবরকাগজের দিনে? ইনি অতি নিরভিমানী, শান্তপ্রকৃতি, এবং সাধারণ অবস্থার লোক হলেও, অতি যত্ন কোরে আমায় নিজের বাসায় পারিসে রেখেছিলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেচেন।

ইউরোপে বেদান্তের প্রভাব।

কন্‌ষ্টান্টিনোপল পর্য্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতি—পেয়র্‌ হিয়াসান্থ এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী। পেয়র, অর্থাৎ পিতা হিয়াসান্থ ছিলেন—ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের, এক কঠোর তপস্বী-শাখাভুক্ত সন্ন্যাসী। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতা-গুণে, এবং তপস্যার প্রভাবে, ফরাসী দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে,

পেয়র হিয়াসান্থ।

ইঁহার অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হ্যূগো দুজন লোকের ফরাসী ভাষার প্রশংসা কর্‌তেন—তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ একজন। চল্লিশ বৎসর বয়ক্রমকালে পেয়র হিয়াসান্থ এক আমেরিক নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়ে, তাকে কোরে ফেল্লেন বে—মহা হুলস্থূল পড়ে গেল;—অবশ্য ক্যাথলিক সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ কর্‌লে। শুধু পা, আলখেল্লা-পরা-তপস্বী-বেশ ফেলে, পেয়র হিয়াসান্থ গৃহস্থের হ্যাট্‌ কোট্‌ বুট্‌ পোরে হলেন—মস্যিয় লয়জন্‌—আমি কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্ব্বের নামেই ডাকি—সে অনেক দিনের কথা, ইউরোপ-প্রসিদ্ধ হাঙ্গাম! প্রেটেষ্টাণ্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে, ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগলো। পোপ লোকটার গুণাতিশয্যে তাঁকে ত্যাগ করতে না চেয়ে, বল্‌লেন যে, "তুমি গ্রীক ক্যাথলিক পাদ্রী হয়ে থাক, (সে শাখার পাদ্রী একবার মাত্র বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না) কিন্তু রোমান চার্চ্চ ত্যাগ কোরো না;" কিন্তু লয়জন-গেহিনী, তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পোপের ঘর থেকে বার কর্‌লে। ক্রমে পুত্র পৌত্র হল; এখন অতি স্থবির লয়জন্‌ জেরুসালমে চলেচেন—ক্রিশ্চান আর মুসলমানের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয়, সে চেষ্টায়। তাঁর গেহিনী বোধ হয়, অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, লয়জন্‌ বা দ্বিতীয় মার্টিন্‌ লুথার হয়, পোপের সিংহাসন উল্টে

বা ফেলে দেয়—ভূমধ্যসাগরে। সে সব ত কিছুই হল না, হল—ফরাসীরা বলে, "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ"। কিন্তু মাদাম্ লযজানের সে নানা দিবাস্বপ্ন চলেচে!! বৃদ্ধ লযজন্ অতি মিষ্টভাষী, নম্র, ভক্ত প্রকৃতির লোক। আমাদের সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা—নানা ধর্ম্মের, নানা মতের। তবে ভক্ত মানুষ—অদ্বৈতবাদে একটু ভয় খাওয়া আছে। গিন্নির ভাবটা বোধ হয় আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের চর্চ্চা হয়, বৃদ্ধের প্রাণে সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে, আর গিন্নির বোধ হয় গা কস্ কস্ করে। তার উপর মেয়ে মদ্দ সমস্ত ফরাসীরা, যত দোষ গিন্নির উপর ফেলে, বলে, "ও মাগী, আমাদের এক মহাতপস্বী সাধুকে নষ্ট কোরে দিয়েচে।!" গিন্নির কিছু বিপদ্ বই কি,—আবার বাস হচ্চে পারিসে, ক্যাথলিকের দেশে। বে করা পাদ্রিকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে, মাগ ছেলে নিয়ে ধর্ম্মপ্রচার, এ ক্যাথলিক আদতে সহ্য করবে না। গিন্নির আবার একটু ঝাঁজ্ আছে কিনা। একবার গিন্নি এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ কোরে বল্‌লেন, "তুমি বিবাহ না করে অমুকের সঙ্গে বাস করচো, তুমি বড় খারাপ"। সে অভিনেত্রী ঝট্ জবাব দিলে যে, "আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভাল। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস

করি, আইন মত বে না হয় নাই করেচি; আর তুমি মহাপাপী—এত বড একটা সাধুর ধর্ম্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠেছিলো, তা না হয় সাধুর সেবা-দাসী হয়ে থাকতে; তাকে বে কোরে, গৃহস্থ কোরে, তাকে উৎসন্ন কেন দিলে?" "পচা-কুমড়ো শরীরের" কথা যে, দেশে শুনে হাঁসতুম, তার আর এক দিক্ দিয়ে মানে হয়;—দেখচো?

যাহ্‌, আমি সমস্ত শুনি, চুপ কোরে থাকি। মোদ্দা বৃদ্ধ পেয়র হিয়াসান্থ বড়ই প্রেমিক, আর শান্ত; সে খুসি আছে, তার মাগ ছেলে নিয়ে;—দেশ শুদ্ধ লোকের তাতে কি? তবে গিন্নিটি একটু শান্ত হলেই বোধ হয় সব মিটে যায়। তবে কি জান ভায়া, আমি দেখচি যে, পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই

স্ত্রী-পুরুষের বোঝবার পথ পৃথক।

বোঝবার, বিচার করবার, রাস্তা আলাদা। পুরুষ এক দিক্ দিয়ে বুঝবে, মেয়ে-মানুষ আর একদিক দিয়ে বুঝবে; পুরুষের যুক্তি এক রকম, মেয়ে-মানুষের আর এক রকম। পুরুষে মেয়েকে মাফ্‌ করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয়; মেয়েতে পুরুষকে মাফ্‌ করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।

এদের সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ এক আমেরিকা ছাড়া এরা কেউ ইংরাজী জানে না; ইংরাজী

ভাষায় কথা একদম বন্ধ,* কাজেই কোনও রকম কোরে, আমায় কইতে হচ্চে ফরাসী এবং শুনতে হচ্চে ফরাসী।

প্যারিস নগরী হইতে বন্ধুবর ম্যাক্‌সিম্, নানা স্থানে চিঠি পত্র যোগাড় কোরে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা হয়। ম্যাক্‌সিম্—বিখ্যাত "ম্যাক্‌সিম্ গনে"র নির্ম্মাতা; যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে,—আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে,—বিরাম নাই। ম্যাক্‌সিম্ আদতে আমেরিকান্, এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি। ম্যাক্‌সিম্, তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে "আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি—ঐ মানুষমারা কলটা ছাড়া?" ম্যাক্‌সিম্ চীন-ভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বই পত্র পোড়ে অনেক দিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ,—বেজায় অনুরাগ। আর ম্যাক্‌সিম্ সব রাজা-রাজড়াকে তোপ বেচে, সব দেশে জানাশুনা, কিন্তু তাঁর বিশেষ বন্ধু লি হুং চাঙ্গ, বিশেষ শ্রদ্ধা চীনের

বিখ্যাত তোপ-নির্ম্মাতা ম্যাক্‌সিম্।

---

* পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে একটি রীতি এই—একটি দ[illegible] মধ্যে সকলেই যে ভাষা জানেন একত্রে অবস্থানকালীন সেই ভাষায় কথা না কওয়া অসভ্যতার পরিচায়ক।

উপর, ধর্ম্মানুরাগ কংফুচে মতে। চীনে নাম নিয়ে, মধ্যে মধ্যে কাগজে, কৃশ্চান পাদ্রিদের বিপক্ষে লেখা হয়—তারা চীনে কি করতে যায়, কেন বা যায়, ইত্যাদি ;—ম্যাক্সিম্, পাদ্রিদের চীনে ধর্ম্ম প্রচার আদতে সহ্য করতে পারে না ! ম্যাক্সিমের গিন্নিটিও ঠিক অনুরূপ,—চীন-ভক্তি, কৃশ্চানী-ঘৃণা। ছেলেপুলে নেই, বুড়ো মানুষ,—অগাধ ধন।

যাত্রার ঠিক হল—পারিস থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তার পর কনষ্টান্টিনোপল, তারপর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস, তারপর ভূমধ্য-সাগরপার ইজিপ্ত, তারপর আসি-মিনর, জেরুশালম, ইত্যাদি। "ওরি-আঁতাল এক্সপ্রেস্ ট্রেণ" পারিস হইতে স্তাম্বুল পর্য্যন্ত ছোটে, প্রতিদিন। তায় আমেরিকার নকলে শোবার, বসবার, খাবার স্থান ; ঠিক আমেরিকার গাড়ীর মত সুসম্পন্ন না হলেও, কতক বটে। সে গাড়ীতে চড়ে ২৪শে অক্টোবর পারিস ছাড়তে হচ্চে।

পারিস প্রদর্শনী ও বিদায়।

আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার

করচেন, আজ এ পারিসে। এ মহা কেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস। একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎ-বেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান্ সেথাই ভারতের মুখ-উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!

লেগেটের পারিস প্রাসাদ।

আর, মিঃ লেগেট, প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর পারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি ব্যপদেশে, নিত্য নানা যশস্বী যশস্বিনী নর নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন—তারও আজ শেষ।

কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ, মিষ্টর লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্ব্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিক্-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃ-সংঘর্ষসমুত্থিত-চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ, সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখ্ত!—তারও শেষ।

সকল জিনিষেরই অন্ত আছে। আজ আর একবার পুঞ্জীকৃত-ভাবরূপ-স্থির-সৌদামিনী, এই অপূর্ব্ব-ভূস্বর্গ-সমাবেশ পারিস-একৃসহিবিসন দেখে এলুম।

বৃষ্টি। আজ দুতিন দিন ধরে পারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রান্সের প্রতি সদা সদয় সূর্য্যদেব আজ কদিন বিরূপ। নানা দিগ্দেশাগত শিল্প, শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বানের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে প্রবাহিত ইন্দ্রিয়বিলাসের স্রোত দেখে, ঘৃণায় সূর্য্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ, বস্ত্র ও নানা রাগরঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর, আশু বিনাশ ভেবে, তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।

আমরাও পালিয়ে বাঁচি,—এক্স্হিবিসন্ ভাঙ্গা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ভূস্বর্গ, নন্দনোপম পারিসের

রাস্তা, এক হাঁটু কাদা চূণ বালিতে পূর্ণ হবেন। দু একটা প্রধান ছাড়া, এক্‌স্‌হিবিসনের সমস্ত বাড়ী ঘর দোরই, কাটকুটরো, ছেঁড়া

ভাঙ্গাহাট।

ন্যাতা, আর চূণকামের খেলা বইত নয়—যেমন সমস্ত সংসার! তা যখন ভাঙ্গতে থাকে সে চূণের গুঁড়ো উড়ে দম আট্‌কে দেয়; ন্যাতাচোতায়, বালি প্রভৃতিতে পথ ঘাট কদর্য্য কোরে তোলে, তার উপর বৃষ্টি হলেই —সে বিরাট্‌ কাণ্ড!

২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যার সময় ট্রেণ পারিস ছাড়ল; অন্ধকার রাত্রি—দেখবার কিছুই নাই। আমি আর মস্তিয় বোওয়া এক কামরায়—শীঘ্র শীঘ্র শয়ন কর্‌লুম। নিদ্রা হতে উঠে দেখি,—আমরা ফরাসী সীমানা ছাড়িয়ে, জর্ম্মান সাম্রাজ্যে উপস্থিত। জর্ম্মানি পূর্ব্বে বিশেষ কোরে দেখা আছে; তবে ফ্রান্সের পর জর্ম্মানী—বড়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। 'যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতি-রোষধীনাং'—এক দিকে ভুবনস্পর্শী

ফরাসী ও জর্ম্মান সভ্যতা।

ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে, আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্ছে; আর এক দিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন মহাবল জর্ম্মানি মহাবেগে উদয়শিখরাভিমুখে চলেচে। কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়, শিল্প-প্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস, আর এক দিকে হিরণ্য-

কেশ, দীর্ঘাকার, দিগ্‌নাগ জর্ম্মানির স্থূল-হস্তাবলেপ। পারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই ; সব সেই পারিসের নকল, অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য, জর্ম্মানে, ইংরাজে, আমেরিকে, সে অনুকরণ, স্থূল। ফরাসীর বল-বিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ, জর্ম্মানির রূপবিকাশ-চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার, মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর ; জর্ম্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত, কস্তুরীর মত, এক মুহূর্ত্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়, জর্ম্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মত, পারার মত ভারি, যেখানে পড়ে আছে, ত পড়েই আছে। জর্ম্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত, অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে, ফরাসীর নরম শরীর, মেয়ে-মানুষের মত, কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা, তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।

জর্ম্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ী অট্টালিকা বানাচ্চেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি, অশ্বারোহী, রথী, সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন কর্‌চেন, কিন্তু জর্ম্মানের দোতালা বাড়ী দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়,— এ বাড়ী কি মানুষের বাসের জন্য না, হাতী উটের

"তবেলা"? আর ফরাসীর পাঁচতলা, হাতী ঘোড়া রাখবার বাড়ী দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়ীতে বুঝি পরীতে বাস করবে।

জর্ম্মান প্রভাব।

আমেরিকা জর্ম্মান-প্রবাহে অনুপ্রাণিত, লক্ষ লক্ষ জর্ম্মান প্রত্যেক সহরে। ভাষা ইংরাজী হলে কি হয়,—আমেরিকা আস্তে আস্তে জর্ম্মানিত হয়ে যাচ্চে। জর্ম্মাণির প্রবল বংশবিস্তার; জর্ম্মান বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। আজ জর্ম্মানি ইউরোপের আদেশ-দাতা, সকলের উপর! অন্যান্য জাতের অনেক আগে, জর্ম্মানি, প্রত্যেক নরনারীকে, রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে, বিদ্যা শিখিয়েচে—আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন কচ্চে। জর্ম্মানির সৈন্য, প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জর্ম্মানি প্রাণপণ করেচে, যুদ্ধপোতেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে; জর্ম্মানির পণ্য-নির্ম্মাণ ইংরাজকেও পরাভূত করেচে! ইংরাজের উপনিবেশেও জর্ম্মান-পণ্য, জর্ম্মান-মনুষ্য, ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করচে; জর্ম্মানির সম্রাটের আদেশে, সর্ব্বজাতি, চীনক্ষেত্রে, অবনত মস্তকে, জর্ম্মান সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করচেন।

সারাদিন ট্রেণ জর্ম্মানির মধ্য দিয়ে চল্‌লো; বিকাল বেলা জর্ম্মান আধিপত্যের প্রাচীন কেন্দ্র, এখন পর-রাজ্য, অষ্ট্রিয়ার সীমানায় উপস্থিত। এ ইউরোপে

বেড়াবার কতকগুলি জিনিষের উপর, বেজায় শুল্ক; অথবা কোনও কোনও পণ্য, সরকারের একচেটে, যেমন তামাক। আবার রুষ ও তুর্কিতে তোমার রাজার ছাড়্‌পত্র না থাক্‌লে একেবারে প্রবেশ নিষেধ; ছাড়পত্র অর্থাৎ পাশপোর্ট একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, রুষ এবং তুর্কিতে, তোমার বই, পত্র, কাগজ সব কেড়ে নেবে; তারপর, তারা পড়ে শুনে, যদি বোঝে যে তোমার কাছে তুর্কি বা রুষের রাজত্বের বা ধর্ম্মের বিপক্ষে কোনও বই কাগজ নেই, তাহলে তা তখন ফিরিয়ে দেবে—নতুবা সে সব বই পত্র বাজপ্ত কোরে নেবে। অন্য অন্য দেশে এ পোড়া তামাকের হাঙ্গামা বড়ই হাঙ্গামা। সিন্ধুক, প্যাঁট্‌রা, গাঁট্‌রি, সব খুলে দেখাতে হবে, তামাক প্রভৃতি আছে কি না। আর কন্‌ষ্টান্টিনোপল আস্‌তে গেলে, দুটো বড়, জর্ম্মানি আর অষ্ট্রিয়া, এবং অনেকগুলো ক্ষুদে দেশের মধ্য দিয়ে আসতে হয়;—ক্ষুদেগুলো পূর্ব্বে তুরস্কের পরগণা ছিল, এখন স্বাধীন ক্রশ্চান রাজারা একত্র হয়ে, মুসলমানের হাত থেকে, যতগুলো পেরেচে, ক্রশ্চানপূর্ণ পরগণা ছিনিয়ে নিয়েচে। এ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড়, ডেওদের চেয়েও অনেক অধিক।

ইউরোপে চুঙ্গি (Octroi) হাঙ্গামা।

২৫এ অক্টোবর সন্ধ্যার পর ট্রেণ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে পৌঁছুল। অষ্ট্রিয়া ও রুষিযার রাজবংশীয নর-নারীকে আর্ক-ডুাক ও আর্ক-ডচেস্ বলে। এ ট্রেণে দুজন আর্ক-ডুাক ভিযেনায নাব্‌বেন; তাঁরা না নাব্‌লে অন্যান্য যাত্রীর আ'র নাব্‌বার অধিকার নাই। আমরা অপেক্ষা কোরে রইলুম। নানাপ্রকার জরিবুটার উর্দ্দি পরা জনকতক সৈনিক পুরুষ এবং পর্-লাগান টুপি মাথায় জনকতক সৈন্য, আর্ক-ডুাকদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিল। তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হযে আর্ক-ডুাকদ্বয নেমে গেলেন। আমরাও বাঁচ্‌লুম—তাড়াতাড়ি নেমে, সিন্ধুকপত্র পাশ কবাবার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌লুম। যাত্রী অতি অল্প; সিন্ধুকপত্র দেখিয়ে ছাড করাতে বড় দেরি লাগল না। পূর্ব্ব হতে এক হোটেল ঠিকানা কবা ছিল; সে হোটেলের লোক গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছিল। আমরাও যথাসময়ে, হোটেলে উপস্থিত হলুম। সে রাত্রে আর দেখা শুনা কি হবে—পরদিন প্রাতঃকালে সহর দেখ্‌তে বেরুলুম। সমস্ত হোটেলেই এবং ইউরোপের ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণি ছাড়া প্রায সকল দেশেই, ফরাসী চাল। হিঁদুদের মত দুবার খাওয়া। প্রাতঃকালে, দুপ্রহরের মধ্যে; সাযংকালে,

ভিযেনা নগরী।

ইউরোপীয় হোটেলে খাবার চাল।

৮টার মধ্যে। প্রত্যূষে অর্থাৎ ৮৷৯টার সময় একটু কাফি পান করা। চায়ের চাল—ইংলণ্ড ও রুষিয়া ছাড়া অন্যত্র বড়ই কম। দিনের ভোজনের ফরাসী নাম—"দেজুনে" অর্থাৎ উপবাসভঙ্গ, ইংরাজী "ব্রেক্‌ফাষ্ট্।" সায়ং ভোজনের নাম—"দিনে," ইং—"ডিনার"। চা পানের ধূম রুষিয়াতে অত্যন্ত—বেজায় ঠাণ্ডা, আর চীন-সন্নিকট। চীনের চা খুব উত্তম চা,—তার অধিকাংশ যায় রুষে। রুষের চা পান চীনের অনুরূপ, অর্থাৎ দুগ্ধ মেশান নেই। দুধ মেশালে চা বা কাফি বিষের ন্যায় অপকারক। আসল চা-পায়ী জাতি—চীনে, জাপানি, রুষ, মধ্য-আসিয়াবাসী, বিনা দুগ্ধে চা পান করে; তদ্বৎ আবার তুর্ক প্রভৃতি আদিম কাফি-পায়ী জাতি বিনা দুগ্ধে কাফি পান করে। তবে রুষিয়ায় তার মধ্যে এক টুক্‌রা পাতি নেবু এবং এক ডেলা চিনি চায়ের মধ্যে ফেলে দেয়। গরীবেরা এক ডেলা চিনি মুখের মধ্যে রেখে, তার উপর দিয়ে চা পান করে এবং এক জনের পান শেষ হলে আর এক জনকে সে চিনির ডেলাটা বার কোরে দেয়। সে ব্যক্তিও সে ডেলাটা মুখের মধ্যে রেখে পূর্ব্ববৎ চা পান করে।

চা।

ভিয়েনা সহর, পারিসের নকলে, ছোট সহর। তবে অষ্ট্রিয়ানরা হচ্চে জাতিতে জর্ম্মান। অষ্ট্রিয়ার

বাদ্‌সা এতকাল প্রায় সমস্ত জর্ম্মানির বাদ্‌সা ছিলেন।

অষ্ট্রিয়ার হতশ্রী রাজবংশ।

বর্ত্তমান সময়ে, প্রুষরাজ ভিলহেলেমের দূরদর্শিতায়, মন্ত্রিবর বিষ্‌মার্কের অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশলে, আর সেনাপতি ফন্‌মল্‌টকির যুদ্ধপ্রতিভায়, প্রুষরাজ অষ্ট্রিয়া ছাড়া সমস্ত জর্ম্মানির একাধিপতি বাদ্‌সা। হতশ্রী হতবীর্য্য অষ্ট্রিয়া কোনও মতে পূর্ব্বকালের নাম-গৌরব রক্ষা কর্‌চেন। অষ্ট্রিয় রাজবংশ—হাপ্‌সবর্গ বংশ, ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিজাত রাজবংশ। যে জর্ম্মান রাজন্যকুল ইউরোপের প্রায় সর্ব্বদেশেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, যে জর্ম্মানির ছোট ছোট করদ রাজা ইংলণ্ড ও রুষিয়াতেও, মহাবল সাম্রাজ্যশীর্ষে সিংহাসন স্থাপন করেচে, সেই জর্ম্মানির বাদ্‌সা এত কাল ছিল এই অষ্ট্রিয় রাজবংশ। সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ অষ্ট্রিয়ার রয়েচে—নাই শক্তি। তুর্ককে, ইউরোপে "আতুর বৃদ্ধ পুরুষ" বলে; অষ্ট্রিয়াকে, "আতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী" বলা উচিত। অষ্ট্রিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত; সেদিন পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের নাম ছিল—

পোপ ও ইতালীর রাজা।

"পবিত্র রোম সাম্রাজ্য"। বর্ত্তমান জর্ম্মানি প্রোটেষ্টাণ্ট-প্রবল। অষ্ট্রিয় সম্রাট্—চিরকাল পোপের দক্ষিণ হস্ত, অনুগত শিষ্য, রোমক সম্প্রদায়ের নেতা। এখন

ইউরোপে ক্যাথলিক বাদ্‌সা কেবল এক অষ্ট্রিয় সম্রাট্‌; ক্যাথলিক সঙ্ঘের বড় মেয়ে ফ্রান্স, এখন প্রজাতন্ত্র; স্পেন, পর্ত্তুগাল, অধঃপাতিত ! ইতালী, পোপের সিংহাসনমাত্র স্থাপনের স্থান দিয়েচে, পোপের ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, সমস্ত কেড়ে নিয়েচে; ইতালীর রাজা, আর রোমের পোপে, মুখ দেখাদেখি নাই—বিশেষ শত্রুতা। পোপের রাজধানী রোম এখন ইতালীর রাজধানী; পোপের প্রাচীন প্রাসাদ দখল কোরে, রাজা বাস কর্‌চেন, পোপের প্রাচীন ইতালী রাজ্য, এখন পোপের ভ্যাটিকান্‌ (Vatican) প্রাসাদের চতুঃসীমায় আবদ্ধ। কিন্তু পোপের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রাধান্য এখনও অনেক—সে ক্ষমতার বিশেষ সহায় অষ্ট্রিয়া। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে, অথবা পোপ-সহায় অষ্ট্রিয়ার বহুকালব্যাপী দাসত্বের বিরুদ্ধে—নব্য ইতালীর অভ্যুত্থান। অষ্ট্রিয়া কাজেই বিপক্ষ,—ইতালী খুইয়ে বিপক্ষ। মাঝখান থেকে ইংলণ্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালী মহাসৈন্য-বল, রণপোত-বল সংগ্রহে বদ্ধকর হল। সে টাকা কোথায়?—ঋণজালে জড়িত হয়ে, ইতালী উৎসন্ন যাবার দশায় পড়েচে, আবার কোথা হতে উৎপাত,—আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার কর্‌তে গেল। হাবসি বাদ্‌সার কাছে হেরে, হতশ্রী হতমান হয়ে, বসে পড়েচে। এ দিকে প্রুসিয়া মহাযুদ্ধে

নবীন ইতালীর নির্ব্বুদ্ধিতা।

হারিয়ে, অষ্ট্রিয়াকে বহুদূর হঠিয়ে দিলে। অষ্ট্রিয়া ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, আর ইতালী নব জীবনের অপ-ব্যবহারে তদ্বৎ জালবদ্ধ হয়েচে।

অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের, এখনও ইউরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর! তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ। এ বংশের বে-থা, বড় দেখে-শুনে হয়। ক্যাথলিক না হলে সে বংশের সঙ্গে বে-থা হয়ই না।

বোনাপার্ট। এই বড় বংশের ভাঁওতাও পড়ে, মহাবীর ন্যাপোলঅঁর অধঃপতন!! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুকলো, যে বড় রাজবংশের মেয়ে বে কোরে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। যে বীর, "আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ?"—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, "আমি কারুর বংশের সন্তান নই—আমি মহাবংশের স্থাপক," অর্থাৎ আমা হতে মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোনও পূর্ব্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাইনি,—সেই বীরের এ বংশ-মর্য্যাদারূপ অন্ধকূপে পতন হল!

রাজ্ঞী জোসেফিনকে পরিত্যাগ, যুদ্ধে পরাজয় কোরে অষ্ট্রিয়ার বাদসার কন্যা-গ্রহণ, মহা-সমারোহে অষ্ট্রিয় রাজকন্যা মেরি লুইসের সহিত বোনাপার্টের বিবাহ, পুত্রজন্ম, সদ্যোজাত শিশুকে রোমরাজ্যে অভি-ষিক্ত করণ, ন্যাপোলঅঁর পতন, শ্বশুরের শত্রুতা, লাইপ-

জিস্, ওযাটারলু, সেণ্টহেলেনা, রাজ্ঞী মেরি লুইসের সপুত্র পিতৃগৃহে বাস, সামান্য সৈনিকের সহিত বোনাপার্টি-সাম্রাজ্ঞীর বিবাহ, একমাত্র পুত্র রোমরাজের, মাতামহ-গৃহে মৃত্যু,—এ সব ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা।

ফ্রান্সে অধুনা বোনাপার্ট সম্বন্ধীয় চর্চা।

ফ্রান্স এখন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অবস্থায় পড়ে প্রাচীন গৌরব স্মরণ করচে,—আজকাল ন্যাপোলেঁ-সংক্রান্ত পুস্তক অনেক। সার্দ্দ প্রভৃতি নাট্যকার, গত ন্যাপোলেঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখ্‌চেন; মাদাম্ বারন্‌হার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী, কফেলাঁ প্রভৃতি অভিনেতাগণ, সে সব পুস্তক অভিনয় কোরে, প্রতি রাত্রে থিযেটার ভরিয়ে ফেল্‌চে। সম্প্রতি "লেগ্‌ল" (গরুড়-শাবক) নামক এক পুস্তক অভিনয় কোরে, মাদাম্ বারন্‌হার্ড পারিস নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেচেন।

"গরুড়-শাবক" নাটকের কাহিনী।

"গরুড় শাবক" হচ্চে বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র, মাতামহগৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে এক রকম নজরবন্দী। অষ্ট্রিয় বাদশার মন্ত্রী, চাণক্য মেটারণিক বালকের মনে পিতার গৌরবকাহিনী যাতে একেবারে না স্থান পায়, সে বিষয়ে সদা সচেষ্ট। কিন্তু দুজন পাঁচজন বোনাপার্টের পুরাতন সৈনিক, নানা কৌশলে

সামবোর্ণ-প্রাসাদে অজ্ঞাতভাবে বালকের ভৃত্যত্বে গৃহীত হল, তাদের ইচ্ছা—কোনও রকমে বালককে ফ্রান্সে হাজির করা এবং সমবেত-ইউরোপীয়-রাজন্যগণ পুনঃ-স্থাপিত বুর্বঁ বংশকে তাড়িয়ে দিয়ে বোনাপার্ট বংশ স্থাপন করা। শিশু—মহাবীর-পুত্র; পিতার রণ-গৌরব-কাহিনী শুনে, সে সুপ্ত তেজ অতি শীঘ্রই জেগে উঠ্‌লো। চক্রান্তকারীদের সঙ্গে বালক, সামবোর্ণ-প্রাসাদ হতে একদিন পলায়ন করলে; কিন্তু মেটার্‌নিকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই টের পেয়েছিল,—সে যাত্রা বন্ধ কোরে দিলে। বোনাপার্ট-পুত্রকে সামবোর্ণ-প্রাসাদে ফিরিয়ে আন্‌লে,—বদ্ধপক্ষ 'গরুড় শিশু', ভগ্নহৃদয়ে অতি অল্পদিনেই প্রাণ ত্যাগ করলে।

সামবোর্ণ-প্রাসাদ দর্শন।

এ সামবোর্ণ-প্রাসাদ, সাধারণ প্রাসাদ; অবশ্য—ঘর-দোর খুব সাজান বটে, কোনও ঘরে খালি চীনের কাজ, কোনও ঘরে খালি হিন্দু হাতের কাজ, কোন ঘরে অন্য দেশের,—এই প্রকার এবং প্রাসাদস্থ উদ্যান অতি মনোরম বটে, কিন্তু এখন যত লোক এ প্রাসাদ দেখ্‌তে যাচ্ছে, সব ঐ বোনাপার্ট-পুত্র যে ঘরে শুতেন, যে ঘরে পড়তেন, যে ঘরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সেই সব দেখ্‌তে যাচ্ছে। অনেক আহাম্মক ফরাসী ফরাসিনী, রক্ষীপুরুষকে জিজ্ঞাসা করছে, "এগল"র ঘর কোন্‌টা,

কোন্ বিছানায় "এগল্" শুতেন !!—মর্ আহাম্মক ! এরা জানে বোনাপার্টের ছেলে। এদের মেয়ে, জুলুম কোরে কেড়ে নিয়ে হয়েছিল—সম্বন্ধ, সে ঘৃণা এদের আজও যায় না। নাতি—রাখ্‌তে হয়, নিরাশ্রয়—রেখেছিল; তাব রোমরাজ প্রভৃতি কোনও উপাধিই দিত না; খালি অষ্ট্রিয়ার নাতি—কাজেই ড্যুক—বস্। তাকে এখন তোরা "গরুড়-শিশু" কোরে এক বই লিখেছিস্, আর তার উপর নানা কল্পনা জুটিয়ে, মাদাম্ বারন্‌হার্ডের প্রতিভায়, একটা খুব আকর্ষণ হয়েচে,—কিন্তু এ অষ্ট্রিয় রক্ষী সে নাম কি কোরে জান্‌বে বল ? তার উপর সে বইয়ে লেখা হয়েচে যে, ন্যাপোলঁ-পুত্রকে অষ্ট্রিয়ান্ বাদ্‌সা, মেটারণিক মন্ত্রীর পরামর্শে, একরকম মেরেই ফেল্‌লেন। রক্ষী, "এগল্" শুনে, মুখ হাঁড়ি কোরে গোঁজ গোঁজ কর্‌তে কর্‌তে ঘর দোর দেখাতে লাগ্‌লো;—কি করে, বক্সিস্‌টা ছাড়া বড়ই মুস্কিল। তার উপর, এসব অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে সৈনিক বিভাগে বেতন নাই বল্‌লেই হল, এক রকম পেটভাতায় থাক্‌তে হয়, অবশ্য কয়েক বৎসর পরে ঘরে ফিরে যায়। রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে স্বদেশ-প্রিয়তা প্রকাশ কর্‌লে,—হাত কিন্তু আপনা হতেই বক্সিসের দিকে চল্‌লো। ফরাসীর দল রক্ষীর হাতকে রৌপ্য-সংযুক্ত কোরে, "এগল্"'র গল্প আর মেটারণিককে গাল দিতে দিতে ঘরে ফির্‌লো,—রক্ষী লম্বা সেলাম

কোরে দোর বন্ধ কর্‌লে। মনে মনে সমগ্র ফরাসী জাতির বাপন্ত-পিতন্ত অবশ্যই করেছিল।

ভিয়েনা সহরে দেখ্‌বার জিনিষ মিউসিয়ম, বিশেষ বৈজ্ঞানিক মিউসিয়ম। বিদ্যার্থীর বিশেষ উপকারক স্থান। নানা প্রকার প্রাচীন লুপ্ত জীবের অস্থ্যাদি সংগ্রহ অনেক। চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে, রূপ বা'র কর্‌বার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছরকতক ধরে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেচে, না হয় এক থান মাংস, না হয় এক গ্লাস জল,—সে মাচ, মাংস, গ্লাসে জল, চমৎকার-জনক। কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা সব যেন কুস্তিগির পালোয়ান॥

মিউসিয়ম—ওলন্দাজ চিত্র।

ভিয়েনা সহরে, জর্ম্মান পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু যে কারণে তুর্কি ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণ এথায়ও বর্ত্তমান,—অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অষ্ট্রিয়ার লোক—জর্ম্মান-ভাষী, ক্যাথলিক, হুঙ্গারির লোক—তাতার-বংশীয়, ভাষা আলাদা; আবার কতক গ্রীকভাষী, গ্রীকমতের ক্রীশ্চান। এ সকল বিভিন্ন

অষ্ট্রিয়ার অধঃপতনের কারণ—নানা জাতি।

সম্প্রদায়কে একীভূত করণের শক্তি অষ্ট্রিয়ার নেই। কাজেই অষ্ট্রিয়ার অধঃপতন।

বর্ত্তমানকালে ইউরোপখণ্ডে জাতীয়ভাব এক মহা-তরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্চে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্চে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। বর্ত্তমান অষ্ট্রিয় সম্রাটের মৃত্যুর পর, অবশ্যই জর্ম্মানি অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যের জর্ম্মানভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে—রুষ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে, মহা আহবের সম্ভাবনা; বর্ত্তমান সম্রাট্, অতি বৃদ্ধ—সে দুর্য্যোগ আশু-সম্ভাবী। জর্ম্মান সম্রাট্, তুর্কির সুলতানের আজকাল সহায়, সে সময়ে যখন জর্ম্মানি অষ্ট্রিয়া-গ্রাসে মুখ-ব্যাদান করবে, তখন রুষ-বৈরী তুর্ক, রুষকে কতক-মতক বাধা ত দেবে,—কাজেই জর্ম্মান সম্রাট্ তুর্কের সহিত বিশেষ মিত্রতা দেখাচ্চেন।

অষ্ট্রিয়ার পরিণাম।

ভিয়েনায় তিন দিন—দিক্ কোরে দিলে। পারিসের পর ইউরোপ দেখা, চর্ব্ব্যচোষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা—সেই কাপড়চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, সেই সব এক ঢঙ্গ, দুনিয়াশুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপী। তার উপর, উপরে মেঘ আর

নীচে পিল্ পিল্ কর্‌চে এই কালো টুপী কালো জামার দল,—দম যেন আট্‌কে দেয়। ইউরোপ শুদ্ধ সেই এক পোষাক, সেই এক চাল-চলন হয়ে আস্‌চে। প্রকৃতির নিয়ম—ঐ সবই মৃত্যুর চিহ্ন! শত শত বৎসর কস্‌রৎ করিয়ে, আমাদের আর্য্যেরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন যে, আমরা এক ঢঙ্গে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—ফল, আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেচি, প্রাণ বেরিয়ে গেচে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্চি। যন্ত্র 'না' বলে না, 'হাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ" (বাপ দাদা যে দিক্ দিয়ে গেচে) চলে যায়, তার পর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে!—'কালস্য কুটিলা গতিঃ', সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ" হবে,—তার পর পচে মরা !!

ইউরোপ অবনতি হব ধরিয়াছে।

২৮শে অক্টোবর পুনরায় রাত্রি ৯টার সময় সেই ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস ট্রেণ আবার ধরা হলো। ৩০এ অক্টোবর ট্রেণ পৌঁছুল কনষ্টাণ্টিনোপলে। এ দুরাত একদিন ট্রেণ চল্‌লো হুঙ্গারি, সর্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে। হুঙ্গারির অধিবাসী, অষ্ট্রিয় সম্রাটের প্রজা।

কিন্তু অষ্ট্রিয় সম্রাটের উপাধি "অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ ও হুঙ্গারির রাজা"। হুঙ্গারির লোক এবং তুর্কিরা একই জাত, তিব্বতির কাছাকাছি। হুঙ্গারেরা কাস্পিয়ান্ হ্রদের উত্তর দিয়ে ইয়ুরোপে প্রবেশ করেচে, আর

হুঙ্গারি ও অষ্ট্রিয়া

তুর্কেরা আস্তে আস্তে পারস্যের পশ্চিম প্রান্ত হয়ে আসিয়া-মিনর হয়ে ইউরোপ দখল করেচে। হুঙ্গারির লোক কৃশ্চান—তুর্ক মুসলমান। কিন্তু সে তাতার রক্তের যুদ্ধপ্রিয়তা উভয়েই বিদ্যমান। হুঙ্গারেরা অষ্ট্রিয়া হতে তফাৎ হবার জন্য বারম্বার যুদ্ধ কোরে, এখন কেবল নামমাত্র একত্র। অষ্ট্রিয় সম্রাট্ নামে হুঙ্গারির রাজা। এদের রাজধানী বুডাপেস্ত অতি পরিষ্কার সুন্দর সহর। হুঙ্গার জাতি আনন্দপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়,—পারিসের সর্ব্বত্রে হুঙ্গারিয়ান ব্যাণ্ড।

সর্বিয়া, বুলগেরিয়া, প্রভৃতি তুর্কির জেলা ছিল,—রুষযুদ্ধের পর প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন; তবে সুলতান এখনও বাদ্‌সা এবং সর্বিয়া-বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কোনও অধিকার নেই। ইউরোপে তিন জাত সভ্য—ফরাসী, জর্ম্মান, আর ইংরেজ। বাকিদের দুর্দ্দশা আমাদেরই মত অধিকাংশ এত অসভ্য যে, এসিয়ায় অত নীচ কোনও জাত নেই। সর্বিয়া বুলগেরিয়াময়, সেই মেটে ঘর, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা মানুষ, আবর্জ্জনারাশি,—মনে

হয় বুঝি দেশে এলুম। আবার কৃশ্চান কি না—দু-চারটা শুয়র অবশ্যই আছে। দুশো অসভ্য লোকে যা ময়লা করতে পারে না, একটা শোরে তা করে দেয়। মেটে ঘর তার মেটে ছাদ, ছেঁড়া ন্যাতা-চোতা পরণে, শূকরসহায় সবিয়া বা বুলগার। বহু রক্তস্রাবে, বহু যুদ্ধের পর, তুর্কের দাসত্ব ঘুচেচে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষম উৎপাত—ইউরোপী ঢঙ্গে ফৌজ গড়তে হবে, নইলে কারু একদিনও নিস্তার নেই। অবশ্য দুদিন আগে বা পরে ওসব রুষের উদরসাৎ হবে, কিন্তু তবুও সে দুদিন জীবন অসম্ভব,—ফৌজ বিনা। 'কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্' চাই। কুক্ষণে ফ্রান্স জর্ম্মানির কাছে পরাজিত হলো। ক্রোধে আর ভয়ে ফ্রান্স দেশশুদ্ধ লোককে সেপাই কর্‌লে। পুরুষমাত্রকেই কিছুদিনের জন্য সেপাই হতে হবে—যুদ্ধ শিখ্‌তে হবে; কারু নিস্তার নাই। তিন বৎসর বারিকে বাস করে—ক্রোড়পতির ছেলে হক্ না কেন, বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধ শিখ্‌তে হবে। গবর্ণমেণ্ট খেতে পর্‌তে দেবে, আর বেতন রোজ এক পয়সা। তারপর তাকে দুবৎসর সদা প্রস্তুত থাক্‌তে হবে নিজের ঘরে, তার পর আরও ১৫ বৎসর তাকে দরকার হলেই যুদ্ধের জন্য হাজির হতে হবে। জর্ম্মানি সিঙ্গি খেপিয়েচে,—তাকেও কাজেকাজেই তৈয়ার হতে হলো; অন্যান্য দেশেও, এর ভয়ে ও, ওর ভয়ে এ,—সমস্ত ইউরোপময়

ঐ কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্‌,—এক ইংলণ্ড ছাড়া। ইংলণ্ড—দ্বীপ, জাহাজ ক্রমাগত বাড়াচ্চে, কিন্তু এ বোয়ার যুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে বোধ হয় কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্‌ই বা হয়। রুষের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে অধিক, কাজেই রুষ সকলের চেয়ে বেশী ফৌজ খাড়া করে দিতে পারে। এখন এই যে সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ সব তুর্কিকে ভেঙ্গে ইয়ুরোপীরা বানাচ্চে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জ ফৌজ, তোপ প্রভৃতি চাই, কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েচে—আর সহরে দেখ্‌বে কতকগুলো ঝাব্বাঝুব্বা পোরে সেপাই। ইউরোপময় সেপাই, সেপাই—সর্ব্বত্র সেপাই। তবু স্বাধীনতা আর এক জিনিস, গোলামী আর এক; পরে যদি জোর করে করায় ত অতি ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাক্‌লে কেউ কোন বড় কাজ কর্‌তে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামীর চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইয়ুরোপের লোকেরা ঐ সর্বিয়া বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে,—তাদের ভুল, অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি এক দিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল কর্‌বে বই কি—দুশ কর্‌বে—;

করে শিখ্‌বে,—শিখে ঠিক কর্‌বে। দায়িত্ব হাতে পড়্‌লে অতি দুর্ব্বল সবল হয়—অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

রেলগাড়ী হুঙ্গারী, রোমানী প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে চল্‌লো। মৃতপ্রায় অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যে যে সব জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে হুঙ্গারীয়ানে জীবনী-শক্তি এখনও বর্ত্তমান। যাহাকে ইয়ুরোপীয় মনীষিগণ ইন্দো-য়ুরোপীয়ান বা আর্য্যজাতি বলেন, ইয়ুরোপে দু-একটি ক্ষুদ্র জাতি ছাড়া আর সমস্ত জাতি সেই মহা-জাতির অন্তর্গত। যে দু একটি জাতি সংস্কৃত-সম ভাষা বলে না, হুঙ্গারীয়ানেরা তাহাদের অন্যতম। হুঙ্গারীয়ান আর তুর্কী একই জাতি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এই মহাপ্রবল জাতি এসিয়া ও ইয়ুরোপ খণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেচে। যে দেশকে এখন তুর্কীস্থান বলে, পশ্চিমে হিমালয় ও হিন্দুকোশপর্ব্বতের উত্তরে স্থিত সেই দেশই এই তুর্কী জাতির আদি নিবাস-ভূমি। ঐ দেশের তুর্কী নাম 'চাগওই'। দিল্লীর মোগল-বাদ্‌সাহ-বংশ, বর্ত্তমান পারস্য-রাজবংশ, কন্‌ষ্টান্টিনোপল্‌-পতি তুর্কবংশ ও হুঙ্গারীয়ান্‌ জাতি, সকলেই সেই চাগ-ওই দেশ হতে ক্রমে ভারতবর্ষ আরম্ভ করে ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করেচে এবং আজও এই সকল বংশ আপনাদের 'চাগওই' বলে পরিচয় দেয় এবং এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়। এই

তুর্কীরা বহুকাল পূর্ব্বে অবশ্য অসভ্য ছিল। ভেড়া ঘোড়া গরুর পাল সঙ্গে, স্ত্রীপুত্র ডেরা-ডাণ্ডা সমেত, যেখানে পশুপালের চর্‌বার উপযোগী ঘাস পেত, সেইখানে তাঁবু গেড়ে কিছুদিন বাস কর্‌ত। ঘাস-জল সেখানকার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। এখনও এই জাতির অনেক বংশ মধ্য-এসিয়াতে এই ভাবেই বাস করে। মোগল প্রভৃতি মধ্যএসিয়াস্থ জাতিদের সহিত এদের ভাষাগত সম্পূর্ণ ঐক্য,—আকৃতিগত কিছু তফাৎ। মাথার গড়নে ও হনুর উচ্চতায় তুর্কের মুখ মোগলের সমাকার, কিন্তু তুর্কের নাক থ্যাদা নয়, অপিচ সুদীর্ঘ, চোখ্ সোজা এবং বড়, কিন্তু মোগলদের মত দুই চোখের মাঝে ব্যবধান অনেকটা বেশী। অনুমান হয় যে, বহুকাল হতে এই তুর্কী জাতির মধ্যে আর্য্য এবং সেমিটিক্ রক্ত প্রবেশ লাভ করেচে। সনাতন কাল হতে এই তুরস্ক জাতি বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। আর এই জাতির সহিত সংস্কৃত-ভাষী, গান্ধারী ও ইরাণীর মিশ্রনে—আফগান, খিলিজি হাজারা, বরকজাই, ইউসফ্‌জাই প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয়, সদা রণোন্মত্ত, ভারতবর্ষের নিগ্রহকারী জাতি সকলের উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কালে এই জাতি বারম্বার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশ সকল জয় করে, বড় বড় রাজ্য সংস্থাপন করেছিল। তখন এরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, অথবা ভারতবর্ষ দখল কর্‌বার পর বৌদ্ধ হয়ে

যেত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক, যুষ্ক, কনিষ্ক, নামক তিন প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা আছে; এই কনিষ্কই, মহাযান নামে উত্তরাম্নায় বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্থাপক। বহুকাল পরে ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্য এসিয়াস্থ গান্ধার, কাবুল, প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্র সকল একেবারে উৎসন্ন করে দেয়। মুসলমান হওযার পূর্ব্বে এরা যখন যে দেশ জয় কর্‌ত, সে দেশের সভ্যতা, বিদ্যা, গ্রহণ কর্‌ত; এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণ করে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা কর্‌ত। কিন্তু মুসলমান হযে পর্য্যন্ত এদের যুদ্ধপ্রিয়তাটুকুই কেবল বর্ত্তমান; বিদ্যা, সভ্যতার নাম গন্ধ নেই,—ববং যে দেশ জয করেন সে দেশের সভ্যতা ক্রমে ক্রমে নিভে যায়। বর্ত্তমান আফগান, গান্ধার প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে তাদের বৌদ্ধ পূর্ব্বপুরুষদের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব স্তূপ, মঠ, মন্দির, বিরাট্ মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান। তুর্কী-মিশ্রণ ও মুসলমান হবার ফলে সে সকল মন্দিরাদি প্রায় ধ্বংস হযে গেচে এবং আধুনিক আফগান প্রভৃতি এমন অসভ্য মূর্খ হযে গেচে যে, সে সকল প্রাচীন স্থাপত্য নকল করা দূরে থাকুক, জিন প্রভৃতি অপদেবতার নির্ম্মিত বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষের যে অত বড় কারখানা করা সাধ্য নয়, তা স্থির ধারণা করেচে। বর্ত্তমান পারস্য দেশের দুর্দ্দশার প্রধান

কারণ এই যে, রাজবংশ হচ্চে প্রবল অসভ্য তুর্কীজাতি ও প্রজারা হচ্চে অতি সুসভ্য আর্য্য,—প্রাচীন পারস্য জাতির বংশধর। এই প্রকারে সুসভ্য আর্য্যবংশোদ্ভব গ্রীক ও রোমকদিগের শেষ রঙ্গভূমি কনস্তান্তিনোপল্ সাম্রাজ্য মহাবল বর্ব্বর তুরস্কের পদতলে উৎসন্ন গেচে। কেবল ভারতবর্ষের মোগল বাদ্সারা এ নিয়মের বহির্ভূত ছিল; —সেটা বোধ হয় হিন্দু ভাব ও রক্ত সংমিশ্রণের ফল। রাজপুত বারট ও চারণদের ইতিহাস গ্রন্থে ভারতবিজেতা সমস্ত মুসলমান বংশই তুরস্ক নামে অভিহিত। এ অভিধানটি বড় ঠিক,—কারণ, ভারতবিজেতা মুসলমান বাহিনীচয় যে কোন জাতিতেই পরিপূর্ণ থাক না কেন, নেতৃত্ব সর্ব্বদা এই তুরস্ক জাতিতেই ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মত্যাগী মুসলমান তুরস্কদের নেতৃত্বে ও বৌদ্ধ বা বৈদিকধর্ম্মত্যাগী তুরস্কাধীন তুরস্কের বাহুবলে মুসলমানকৃত হিন্দুজাতির অংশবিশেষের দ্বারা, পৈতৃক ধর্ম্মে স্থিত অপর বিভাগদের বারম্বার বিজয়ের নাম—ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ, জয় এবং সাম্রাজ্য-সংস্থাপন। এই তুরস্কদের ভাষা অবশ্যই তাহাদের চেহারার মত বহু মিশ্রিত হয়ে গেচে,—বিশেষতঃ যে সকল দল মাতৃভূমি চাগওই হতে যত দূরে গিয়ে পড়েচে, তাদের ভাষা তত মিশ্রিত হয়ে গেচে। এবার পারস্যের শা, প্যারিস প্রদর্শনী দেখে কন্‌ষ্টান্টিনোপল্ হয়ে রেলযোগে স্বদেশে

গেলেন। দেশকালের অনেক ব্যবধান থাক্‌লেও, সুলতান ও শা সেই প্রাচীন তুর্কী মাতৃভাষায় কথোপকথন কর্‌লেন। তবে সুলতানের তুর্কী—ফার্সী, আরবী ও দুচার গ্রীক্ শব্দে মিশ্রিত, শার তুর্কী—অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ।

প্রাচীন কালে এই চাগওই-তুরকের দুই দল ছিল। এক দলের নাম সাদা-ভেড়ার দল, আর এক দলের নাম কাল-ভেড়ার দল। দুই দলই জন্মভূমি কাশ্মীরের উত্তর ভাগ হতে ভেড়া চরাতে চরাতে ও দেশ লুটপাট কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে কাস্পীয়ান হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। সাদা-ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইয়ুরোপে প্রবেশ কর্‌লে এবং ধ্বংসাবশিষ্ট রোমরাজ্যের এক টুক্‌রা নিয়ে হুঙ্গারী নামক রাজ্য স্থাপন কর্‌লে। কাল-ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়ে ক্রমে পারস্যের পশ্চিম ভাগ অধিকার করে, ককেসাস্ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করে, ক্রমে এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি আরাবদের রাজ্য দখল করে বস্‌ল; ক্রমে খলিফার সিংহাসন অধিকার কর্‌লে, ক্রমে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু উদরসাৎ কর্‌লে। অতি প্রাচীন কালে এই তুরস্ক জাতি বড় সাপের পূজা কর্‌ত। বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুরা এদেরই নাগ-তক্ষকাদি বংশ বল্‌ত। তার পর এরা বৌদ্ধ হয়ে যায়; পরে যখন যে দেশ জয় করত, প্রায় সেই দেশের ধর্ম্মই গ্রহণ কর্‌ত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক

কালে, যে হুনদের কথা আমরা বল্‌ছি, তাদের মধ্যে সাদা-ভেড়ারা কৃশ্চানদের জয় করে কৃশ্চান হয়ে গেল, কাল-ভেড়ারা মুসলমানদের জয় করে মুসলমান হয়ে গেল। তবে এদের কৃশ্চানী বা মুসলমানীতে, অনুসন্ধান কর্‌লে, নাগ পূজার স্তর এবং বৌদ্ধ স্তর এখনও পাওয়া যায়।

হুঙ্গারীয়ানরা জাতি এবং ভাষায় তুরক হলেও ধর্ম্মে কৃশ্চান—রোমান ক্যাথলিক। সেকালে ধর্ম্মের গোঁড়ামি —ভাষা, রক্ত, দেশ প্রভৃতি কোন বন্ধনী মান্‌ত না। হুঙ্গারীয়ানদের সাহায্য না পেলে অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি কৃশ্চান রাজ্য অনেক সময়ে আত্মরক্ষা কর্‌তে সক্ষম হত না। বর্ত্তমান কালে বিদ্যার প্রচার, ভাষাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা রক্তগত ও ভাষাগত একত্বের উপর অধিক আকর্ষণ হচ্চে; ধর্ম্মগত একত্ব ক্রমে শিথিল হয়ে যাচ্চে। এই জন্য কৃতবিদ্য হুঙ্গারীয়ান ও তুরকদের মধ্যে একটা স্বজাতীয়ত্ব-ভাব দাঁড়াচ্চে।

অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও হুঙ্গারী বারম্বার তা হতে পৃথক হবার চেষ্টা করেচে। অনেক বিপ্লব বিদ্রোহের ফলে এই হয়েচে যে, হুঙ্গারী এখন নামে অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ আছে বটে, কিন্তু কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অষ্ট্রীয় সম্রাটের নাম "অষ্ট্রীয়ার বাদ্‌সা ও হুঙ্গারীর রাজা।" হুঙ্গারীর

সমস্ত আলাদা, এবং এখানে প্রজাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ। অষ্ট্রীয বাদ্‌সাকে এখানে নামমাত্র নেতা করে রাখা হযেচে, এটুকু সম্বন্ধও বেশী দিন থাক্‌বে তা বলে বোধ হয না। তুর্কী-স্বভাবসিদ্ধ রণকুশলতা, উদারতা প্রভৃতি গুণ হুঙ্গারীযানে প্রচুব বিদ্যমান। অপিচ মুসলমান না হওযায সঙ্গীতাদি দেবদুর্লভ শিল্পকে শযতানের কুহক বলিযা না ভাবার দরুণ সঙ্গীত-কলায হুঙ্গাবীযানবা অতি কুশলী ও ইযুবোপময প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে আমাব বোধ ছিল, ঠাণ্ডাদেশেব লোক লঙ্কার ঝাল খায না ,—ওটা কেবল উষ্ণপ্রধান দেশের কদভ্যাস। কিন্তু যে লঙ্কা খাওযা হুঙ্গাবীতে আরম্ভ হল ও রোমানী বুলগাবী প্রভৃতিতে সপ্তমে পৌঁছিল তার কাছে বোধ হয মান্দ্রাজীও হাব মেনে যায।

পরিব্রাজকের ডায়েরী

পরিশিষ্ট

পরিব্রাজকের ডায়েরী—প্রথম অংশ—

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্‌

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের প্রথম দৃশ্য রেল হতে পাওয়া গেল। প্রাচীন সহর—পগার (পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়েছে) অলিগলি ময়লা—কাঠের বাড়ী ইত্যাদি,—কিন্তু ঐ সকলে একটা বিচিত্রতাজনিত সৌন্দর্য্য আছে। ষ্টেশনে বই নিয়ে বিষম হাঙ্গামা। মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে ও জুলবোওয়া ফরাসী ভাষায় চুঙ্গীর কর্ম্মচারীদের ঢের বুঝালে,—ক্রমে উভয় পক্ষের কলহ। কর্ম্মচারীদের 'হেড-অফিসার' তুর্ক,—তার খানা হাজির—কাজেই ঝগড়া অল্পে অল্পে মিটে গেল,—সব বই দিলে—দুখানা দিলে না। বল্লে—"এই, হোটেলে পাঠাচ্চি",—সে আর পাঠান হল না। স্তাম্বুল বা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের সহর বাজার দেখা গেল। 'পোণ্ট' বা সমুদ্রের খাড়ি-পারে, 'পেরা' বা বিদেশীদিগের কোয়ার্টার, হোটেল ইত্যাদি,—সেখান হতে গাড়ী করে সহর বেড়ান ও পরে বিশ্রাম। সন্ধ্যার পর বুড্‌স্‌ পাশার দর্শনে গমন। পরদিন বোট চোড়ে বাস্ফোরার ভ্রমণে যাত্রা। বড্ড ঠাণ্ডা,

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে ১১ দিন অবস্থান।

জোর হাওয়া, প্রথম ষ্টেশনেই আমি আর মিঃ ম্যাঃ— নেবে গেলাম। সিদ্ধান্ত হল—ওপারে, স্কুটারিতে গিয়ে লাব পেযব হিযাসাহ্বের সঙ্গে দেখা করা। ভাষা না জানায়, বোটভাড়া ইঙ্গিতে করে পারে গমন ও গাড়ী ভাড়া। পথে স্থফি ফকিরের তাকিযা দর্শন,—এই ফকিরেরা লোকের রোগ ভাল করে। তার প্রথা এইরূপ,—প্রথম কল্‌মা পড়া ঝুঁকে ঝুঁকে, তার পর নৃত্য, তার পর ভাব, তারপর রোগ আরাম—(রোগীর শরীর) মাড়িযে দিযে। পেযর হিযাসাহ্বের সঙ্গে আমেরিকান্ কলেজ সম্বন্ধীয অনেক কথাবার্ত্তা। আরা-বের দোকান ও বিদ্যার্থী টর্ক দর্শন। স্কুটারি হতে প্রত্যাবর্ত্তন। নৌকা খুঁজে পাওযা—সে কিন্তু ঠিক জাযগায যেতে না-পারক। যাহা হউক, যেখানে নাবালে, সেইখান হইতেই ট্রামে করে ঘরে (স্তাম্বুলের হোটেলে) ফেরা। মিউজিযম—স্তাম্বুলের যেখানে প্রাচীন অন্দর মহল ছিল, গ্রীক বাদ্‌সাদের—সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত। অপূর্ব্ব Sarcophage (শবদেহ রক্ষা করিবার প্রস্তর নির্ম্মিত আধার) ইত্যাদি দর্শন। তোপ-খানার উপর হতে সহরের মনোহর দৃশ্য। অনেক দিন পরে এখানে ছোলাভাজা খাইযা আনন্দ। তুর্কি পোলাও কাবাব ইত্যাদি এখানকার খাবার ভোজন। স্কুটারীর কবরে খানা। প্রাচীন পাঁচীল দেখ্‌তে যাওয়া। পাঁচীলের

মধ্যে জেল, ভয়ঙ্কর। উড্‌স্‌ পাশার সহিত দেখা ও বাস্ফোর যাত্রা। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিবের (charge d'affaires) অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত ভোজন (dinner)—জনৈক গ্রীক পাশা ও একজন আলবানি ভদ্রলোকের সহিত দেখা। পেয়র হিয়াসান্থের লেক্‌চার পুলিস বন্ধ করেছে—কাজেই আমার লেক্‌চারও বন্ধ। দেবন্‌মল ও চোবেজী—একজন গুজরাতি বামনের সহিত সাক্ষাৎ। এখানে হিন্দুস্থানী মুসলমান ইত্যাদি অনেক ভারতবর্ষীয় লোক আছে। তুর্কী ফিললজি। নুরবেগের কথা—তার ঠাকুরদাদা ছিল ফরাসী। এরা বলে, কাশ্মীরীর মত সুন্দর! এখানকার স্ত্রীলোকদিগের পরদা-হীনতা। বেশ্যাভাব মুসলমানী। খুর্দ পাশা আরমানি (Arian?)। আরমিনিয়ান হত্যা। আরমিনিয়ানদের বাস্তবিক কোনও দেশ নাই। যে সব স্থানে তারা বাস করে, সেথায় মুসলমানই অধিক। আরমিনিয়া বলে কোন স্থান অজ্ঞাত। বর্ত্তমান সুলতান খুর্দ্দদের হামিদিয়ে-রেসল্লা তৈরি করছেন, তাদের কজাকদের (Cossack) মত শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তারা conscription হতে খালাস হবে।

বর্ত্তমান সুলতান, আরমিনিয়ান এবং গ্রীক পেট্রিয়ার্কদের ডাকিয়া বলেন যে, তোমরা tax (টেক্স) না দিয়ে সেপাই হও (conscription), তোমাদের জন্মভূমি

রক্ষা কর। তাতে তারা জবাব দেয় যে, ফৌজ হয়ে লড়ায়ে গিয়ে মুসলমান সিপাইদের সহিত একত্রে মলে কৃশ্চান সিপাইদের কবরের গোলমাল হবে। উত্তরে সুলতান বল্লেন যে, প্রত্যেক পল্টনে না হয় মোল্লা ও কৃশ্চান পাদ্রী থাকবে, এবং লড়ায়ে যখন কৃশ্চান ও মুসলমান ফৌজের শবদেহ সকল একত্রে এক গাদায় কবরে পুত্‌তে বাধ্য হবে, তখন না হয় দুই ধর্ম্মের পাদ্রীই (funeral service) শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়্‌ল, না হয় এক ধর্ম্মের লোকের আত্মা, বাড়াব ভাগ অন্য ধর্ম্মের শ্রাদ্ধমন্ত্রগুলো শুনে নিলে। কৃশ্চানরা রাজি হলো না—কাজেই তারা tax (টেক্স) দেয়। তাদের রাজি না হবার ভেতরের কারণ হচ্চে, ভয় যে, মুসলমানের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে পাছে সব মুসলমান হয়ে যায়। বর্ত্তমান স্তাম্বুলের বাদ্‌সা বড়ই ক্লেশসহিষ্ণু —প্রাসাদে থিয়েটার ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ পর্য্যন্ত সব কাজ নিজে বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব্বসুলতান্ মুরাদ বাস্তবিক নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল,—এ বাদ্‌সা অতি বুদ্ধিমান্। যে অবস্থায় ইনি রাজ্য পেয়েছিলেন, তা থেকে এত সাম্‌লে উঠেচেন যে আশ্চর্য্য! পার্লামেণ্ট হেথায় চলিবে না।

পরিব্রাজকের ডায়েরী—দ্বিতীয় অংশ—

এথেন্স, গ্রীস

বেলা দশটার সময় কনষ্টাণ্টিনোপল্ ত্যাগ। এক রাত্রি এক দিন সমুদ্রে। সমুদ্র বড়ই স্থির। ক্রমে Golden Horn (স্বর্ণশৃঙ্গ) ও মারমোরা। দ্বীপ-পুঞ্জ মারমোরার একটিতে গ্রীক ধর্ম্মের মঠ দেখ্লুম। এখানে পুরাকালে ধর্ম্মশিক্ষার বেশ সুবিধা ছিল—কারণ, একদিকে এসিয়া আর একদিকে ইয়ুরোপ। মেডিটারেনি দ্বীপপুঞ্জ প্রাতঃকালে দেখ্তে গিয়ে প্রোফেসার লেপারের সহিত সাক্ষাৎ—পূর্ব্বে পাচিয়াপ্পার কলেজে, মান্দ্রাজে এঁর সহিত পরিচয় হয়। একটি দ্বীপে এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখ্লুম—নেপচুনের মন্দির আন্দাজ, কারণ—সমুদ্রতটে। সন্ধ্যার পর এথেন্স পৌঁছ্লুম। এক রাত্রি ক্বারণটাইনে থেকে সকাল বেলা নাববার হুকুম এলো। বন্দর পাইরিউসটি ছোট সহর। বন্দরটি বড়ই সুন্দর, সব ইয়ুরোপের ন্যায়, কেবল মধ্যে মধ্যে এক-আধ জন ঘাগরাপরা গ্রীক। সেথা হতে পাঁচ মাইল গাড়ী করে সহরের প্রাচীন প্রাচীর যাহা এথেন্সকে বন্দরের সহিত সংযুক্ত করতো

তাই দেখ্‌তে যাওয়া গেল। তারপর সহর দর্শন—আক্‌রোপলিস, হোটেল, বাড়ী-ঘর-দোর, অতি পরিষ্কার। রাজবাটীটি ছোট। সে দিনই আবার পাহাড়ের উপর উঠে আক্‌রোপলিস, বিজয়ার মন্দির, পারথেনন ইত্যাদি দর্শন করা গেল। মন্দিরটি সাদা মর্ম্মরের নির্ম্মাণ—কয়েকটি ভগ্নাবশেষ স্তম্ভও দণ্ডায়মান দেখ্‌লুম। পরদিন পুনর্ব্বার মাদ্‌মোয়াজেল মেলকারির সহিত ঐ সকল দেখ্‌তে গেলাম—তিনি ঐ সকলের সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক কথা বুঝিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন ওলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, থিয়েটার ডাই-ওনিসিয়াস ইত্যাদি সমুদ্রতট পর্য্যন্ত দেখা গেল। তৃতীয় দিন এলুসি যাত্রা। উহা গ্রীকদের প্রধান ধর্ম্মস্থান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এলুসি-রহস্যের (Eleusinian Mystery) অভিনয় এখানেই হোত। এখানকার প্রাচীন থিয়েটারটি এক ধনী গ্রীক নূতন করে করে দিয়েছে। Olympian gamesএর পুনরায় বর্ত্তমান কালে প্রচলন হয়েছে। সে স্থানটি স্পার্টার নিকট। তায় আমেরিকানরা অনেক বিষয়ে জেতে। গ্রীকরা কিন্তু, দৌড়ে সে স্থান হতে এথেন্সের এই থিয়েটার পর্য্যন্ত আসায়, জেতে। তুর্কের কাছে ঐ গুণের (দৌড়ের) বিশেষ পরিচয়ও তারা এবার দিয়েছে। চতুর্থ দিন বেলা দশটার সময় রুষী ষ্টিমার 'জারে' আরোহণে ইজিপ্ট

যাত্রী হওয়া গেল। ঘাটে এসে জান্‌লুম ষ্টিমার ছাড়বে ৪টার সময়—আমরা ত্যার হয় সকাল সকাল এসেচি, অথবা মাল তুল্‌তে দেবী হবে। অগত্যা ৫৭৬ হইতে ৪৮৬ খৃঃ পূর্ব্বে আবির্ভূত জেলাদাস ও তার তিন শিষ্য ফিডিয়াস, মিরণ, পলিক্লেটের ভাস্কর্য্যের কিছু পরিচয় নিয়ে আসা গেল। এখনি খুব গরম আরম্ভ। ক্রুষীয়ান জাহাজে স্ক্রুর উপর ফার্ষ্ট ক্লাস। বাকি সবটা ডেক—যাত্রী, গরু আর ভেড়ায় পূর্ণ। এ জাহাজে আবার বরফও নেই।

পরিব্রাজকের ডায়েরী—তৃতীয় অংশ—

ফ্রান্সের প্যারি-নগরস্থ লুভার(Louvre) মিউজিয়মে গ্রীক শিল্পকলা দৃষ্টে

মিউজিয়ম দেখে গ্রীক্-কলার তিন অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌লুম। প্রথম "মিসেনি" (Mycenæan), দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক। আচেনি রাজ্য (Achien), সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে অধিকার বিস্তার করেছিল,—আর সেই সঙ্গে ঐ সকল দ্বীপে প্রচলিত, এসিয়া হতে গৃহীত, সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই প্রথমে

গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব। অতি পূর্ব্ব অজ্ঞাত কাল হতে খৃঃ পূঃ ৭৭৬ বৎসর যাবৎ "মিসেনি" শিল্পের কাল। এই "মিসেনি" শিল্প প্রধানতঃ এসিয় শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত ছিল। তারপর ৭৭৬ খৃঃ পূঃ কাল হতে ১৪৬ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত "হেলেনিক" বা যথার্থ গ্রীক শিল্পের সময়। দোরিয়ন জাতির দ্বারা আচেনি-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইয়ুরোপ-খণ্ডস্থ ও দ্বীপপুঞ্জনিবাসী গ্রীকরা এসিয়াখণ্ডে বহু উপনিবেশ স্থাপন করলে। তাতে বাবিল ও ইজিপ্তের সহিত তাদের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হলো; তা হতেই গ্রীক আর্টের উৎপত্তি হয়ে ক্রমে এসিয় শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ-চেষ্টা এখানকার শিল্পে জন্মিল। গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাৎ এই যে, গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করচে।

খৃঃ পূঃ ৭৭৬ হতে খৃঃ পূঃ ৪৭৫ পর্য্যন্ত 'আর্কেইক' গ্রীক শিল্পের কাল। এখনও মূর্ত্তিগুলি শক্ত (Stiff)—জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাসচে। এ বিষয়ে ঐগুলি ইজিপ্তের শিল্পিগঠিত মূর্ত্তির ন্যায়। সব মূর্ত্তিগুলি দু পা সোজা করে খাড়া (কাঠ) হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুল দাড়ি সমস্ত সরলরেখাকারে (regular lines) খোদিত; বস্ত্র সমস্ত মূর্ত্তির গায়ের সঙ্গে জড়ান—তাল পাকান,—পতনশীল বস্ত্রের মত নয়।

'আর্কেইক' গ্রীক শিল্পের পরেই 'ক্লাসিক্' গ্রীক্ শিল্পের কাল—৪৭৫ খৃঃ পূঃ হতে ৩২৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ এথেন্সের প্রভুত্বকাল হতে আরম্ভ হয়ে সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারকাল। পিলপনেশ এবং আটিকারাজ্যই এই সময়কার শিল্পের চরম উন্নতিস্থান। এথেন্স, আটিকা রাজ্যেরই প্রধান সহর ছিল। কলাবিদ্যানিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখেছেন,—"(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প, চরম উন্নতি-কালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্য্যের চূড়ান্ত নিদর্শন স্বরূপ মূর্ত্তিসমূহ যে কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া উঠে।" এই 'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের দুই সম্প্রদায়—প্রথম আটিক, দ্বিতীয় পিলোপনেসিয়েন। আটিক সম্প্রদায়ে আবার দুই প্রকার ভাব—প্রথম মহাশিল্পী ফিডিয়াসের প্রতিভাবল; "অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোন কালে মানবমনে আপন অধিকার হারাইবে না"—এই বলে যাকে জনৈক

ফরাসী পণ্ডিত নির্দ্দেশ করেছেন। স্কোপাস আর প্র্যাক্সিটেল, আটিক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক। এই সম্প্রদায়ের কার্য্য, শিল্পকে ধর্ম্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত করে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা।

'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের পিলোপনেসিয়ন নামক দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষক পলিক্লেট এবং লিসিপ্প। এঁদের একজন খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এবং অন্য জন খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের প্রধান লক্ষ্য—মানবশরীরের গড়নপরিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ রাখ্‌বার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা।

৩২৩ খৃঃ পূঃ হতে ১৪৬ খৃঃ পূঃ কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর হতে রোমকদিগের দ্বারা আটিকা-বিজয় কাল পর্য্যন্ত গ্রীক শিল্পের অবনতি কাল। জাঁকজমকের বেশী চেষ্টা এবং মূর্ত্তিসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কর্‌বার চেষ্টা এই সময়ে গ্রীক শিল্পে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তার পর রোমানদের গ্রীস অধিকারকাল সময়ে গ্রীক শিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিল্পীদের কার্য্যের নকল মাত্র করেই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে, হুবহু কোনও লোকের মুখ নকল করা।